NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ ইংরেজ ক্রিকেটারের নির্বাসনকে সমর্থন কেকেআরের মইনের

দর্শকসংখ্যায় এশিয়ার প্রথম পাঁচে মোহনবাগান, চমক ইস্টবেঙ্গলেরও ৭

কলকাতা ১৮ মার্চ ২০২৫ ৪ চৈত্র ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৭৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.03.2025, Vol.18, Issue No. 275, 8 Pages, Price 3.00

ভুয়ো ভোটার ধরতে ময়দানে নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভুয়ো ভোটার ধরতে অবশেষে এবার ময়দানে নির্বাচন কমিশন। শাসক থেকে বিরোধী সকলের গলাতেই যখন মিলে গিয়েছিল একটাই স্বর এই ভুয়ো ভোটার কার্ডকে কেন্দ্র করে, তখন রীতিমতো প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা নিয়ে। অবশেষে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের পর ময়দানে নির্বাচন কমিশন। এতদিন পর্যন্ত জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছেই দেশের সব ভোটারের বিস্তারিত তথ্য জমা থাকতো এবং তা দেখতে পেত একমাত্র নির্বাচন কমিশনই। এই প্রথম নির্বাচন কমিশন এক নতুন পদ্ধতিকে আনলো সামনে। যা ব্যবহার করতে পারবে দেশের প্রত্যেক রাজ্যের ইআরও' রা। একই এপিক নম্বার যদি এক রাজ্যের সঙ্গে আরেক রাজ্যের মিলে যায় তাহলে প্রথমে দেখা হবে সেই এপিক নম্বর কোন রাজ্যের প্রথমে ছিল। প্রথম যে রাজ্য ওই এপিক নম্বর ব্যবহার করেছিল সেই রাজ্যকে কিছুই করতে হবে না। পাশাপাশি অন্য যে রাজ্যের এপিক নম্বর এই রাজ্যের এপিক নম্বরের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল সেই রাজ্যকেই এবার পরিবর্তন করতে হবে নির্দিষ্ট সেই এপিক কার্ডের নাম্বার। একই রকম ভাবে যদি অন্য রাজ্যের কোনও এপিক কার্ডের নম্বরের সঙ্গে এই রাজ্যের এপিক কার্ডের নম্বর মিলে যায় তাহলে এই রাজ্যের ইআরও সেই নম্বরকে পরিবর্তন করে নতুন নম্বর তৈরি করতে পারবেন একমাত্র সেই ক্ষমতা এবার প্রথম নির্বাচন কমিশন দিল যা এর আগে কখনও কোনোদিন হয়নি। এর ফলে এপিক কার্ডের নম্বর নিয়ে নম্বর নিয়ে শাসক থেকে বিরোধীদের তোলা অভিযোগ সবকিছুই এক নিমেষে শেষ হতে চলেছে বলেই নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। নির্বাচন কমিশন এই নির্দেশ দিয়েছে সোমবার ১৭ই মার্চ গোটা দেশ জুড়ে। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন এই নির্দেশও দিয়েছে দ্রুততার সঙ্গে সব এপিক কার্ড খতিয়ে দেখতে হবে এবং চলতি মাসেই অর্থাৎ মার্চ মাসের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

সোমবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে সব জেলা শাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই বার্তাই দিয়েছেন রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দিব্যেন্দু দাস। তিনি জানান, নির্বাচন কমিশন যে নির্দেশ দিয়েছে তা অবিলম্বে দ্রুততার সঙ্গেই পালন করতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। পাশাপাশি প্রত্যেক জেলার স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত বৈঠক করতে হবে, তাদের অভিযোগগুলো ভালো হতো শুনে সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করতে হবে। ভোটার তালিকা থেকে মৃত ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রেও এদিন আবারো মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে জেলা শাসকদের ফের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেই নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর।

ভয়মুক্ত উত্তরপ্রদেশের খতিয়ান

লখনউ, ১৭ মার্চ: অপরাধ ও ভয়মুক্ত উত্তরপ্রদেশ গড়ার লক্ষে অপরাধীদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। যোগী সরকারের ৮ বছর পূর্তিতে সেই সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরল সরকার। যেখানে দেখা যাচ্ছে, গত আট বছরের শাসনকালে এনকাউন্টারে খতম হয়েছে ২২২ জন ভয়ঙ্কর অপরাধী। অভিযানে আহত হয়েছেন আরও ৮১১৮ জন অপরাধী। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১৩০ জন জঙ্গিকে। যোগী সরকারের তরফে সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, আট বছরে পুলিশ ও এসটিএফের অভিযানে মৃত্যু হয়েছে ২২২ জন অপরাধীর। ১৩০ জন জঙ্গি ও ১৭১ জন রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই সময়কালে ২০ হাজার ২২১ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে যাঁদের খোঁজ পেতে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। ৭৯৯৮৪ জন অপরাধীর বিরুদ্ধে গ্যাংস্টার মামলায় তদন্ত হয়েছে। ৯৩০ জনের বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে।

'বাংলার মাটি সম্প্রীতির মাটি, শান্তি-ঐক্যই আমাদের বার্তা'

ফুরফুরার ইফতার থেকে বিরোধীদের বার্তা মমতার

বনস্পতি দে, হুগলি

কিছুদিন আগে বিধানসভায় 'ধর্মযুদ্ধে'র সাক্ষী থেকেছে গোটা বাংলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ধর্ম নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছিলেন বিরোধীরা। সোমবার বিকেলে ফুরফুরার ইফতার থেকে বিরোধীদের সেই সমস্ত 'কুৎসা'র জবাব দিলেন মমতা। সম্প্রীতি-ঐক্যের বার্তা দিয়ে তিনি জানান, রাজ্যের অন্যান্য সব ধর্মাবলম্বীর উৎসবে তিনি শুভেচ্ছা জানান। সেখানে যান। তেমনই সংখ্যালঘুদের অনুষ্ঠানেও যান। অভিনন্দন জানান। এতে প্রশ্ন তোলার কী আছে, পালটা প্রশ্ন তৃণমূল নেত্রীর।

এদিন বিকেল সোয়া পাঁচটা নাগাদ হুগলির ফুরফুরায় পৌঁছে যান মমতা। প্রায় এক দশক পর ইফতারে ফুরফুরায় এলেন তিনি। সেখানে সরকারি ইফতারে অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন ফুরফুরার পীরজাদারা। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও সারেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই মঞ্চে ওই মঞ্চ থেকেই তাঁর বার্তা, 'আমি দোল-হোলিতেও শুভেচ্ছা জানিয়েছি। দুর্গাপুজোয় যাই। রমজানেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।' একইসঙ্গে বিরোধীদের উদ্দেশে পালটা প্রশ্ন ছুঁড়ে মমতা বলেন, 'কাশী বিশ্বনাথে গেলে তো প্রশ্ন তোলেন না! দুর্গাপুজোয় গেলে তো প্রশ্ন তোলেন না! বাংলার মাটি সম্প্রীতির মাটি। সম্প্রীতি-ঐক্যই আমাদের বার্তা।'

এছাড়াও হুগলিতে একটি পলিটেকনিক কলেজ এবং ১০০ বেডের একটি হাসপাতাল আবু বকরের নামে হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। নিয়োগ এবং পরিকাঠামো তৈরি করেই ১০০ বেডের হাসপাতালটির উদ্বোধন হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি। ওবিসি সার্টিফিকেট সংক্রান্ত মামলার জন্য রাজ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে রয়েছে। এ দিন ফের সেই কথা জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য, প্রথমবার ২০১২ সালে তিনি সেখানে যান। এর পর দ্বিতীয়বার ২০১৬ সালে বিধানসভা ভোটের আগে তিনি ফুরফুরায় গিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে এই নিয়ে তৃতীয়বার ফুরফুরায় গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ দিন তিনি ইফতারে যোগ দিতে সেখানে যান। মুখ্যমন্ত্রী এ দিন বলেন, 'আমি খ্রিষ্টানদের অনুষ্ঠানেও যাই, ঈদ মোবারকেও যাই, নিজে ইফতার করি, পঞ্জাবিদের গুরুদ্বারে যাই, গুজরাতিদের ডান্ডিয়া নাচেও যাই। আমি মনে করি, বাংলার মাটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মাটি। সকলের হয়ে আজ দোয়া করলাম।'

সম্প্রতি সংখ্যালঘুদের নিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ও রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর মন্তব্য নিয়ে যে চর্চা শুরু হয়েছে তা ভালো ভাবে নেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দাবি রাজনৈতিক মহলের। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সর্বধর্ম সমন্বয়ের পাঠ দিয়েছিলেন তিনি। অন্যদিকে, ইতিমধ্যেই হুমায়ুন কবীরকে শো-কজ করেছিল পরিষদীয় দল। সব মিলিয়ে বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফুরফুরা সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

শিয়ালদহ স্টেশন থেকে উদ্ধার বিহারের আগ্নেয়াস্ত্র

গ্রেপ্তার যুবকের ৩১ মার্চ পর্যন্ত পুলিশি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন: সপ্তাহের প্রথম সকালেই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হল খাস কলকাতায়। শিয়ালদহ স্টেশনে হাটেবাজারে এক্সপ্রেস থেকে সোমবার সকালে একাধিক অস্ত্র উদ্ধার করেছে কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রতিবেশী রাজ্য বিহার থেকে এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি নিয়ে আসা হচ্ছিল। ঘটনায় এক জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম হাসান শেখ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, ৪২ বছর বয়সি ওই যুবক মালদহের কালিয়াচক থানার নারায়ণপুরের বাসিন্দা। বিহার থেকে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি নিয়ে আসছিলেন তিনি। তবে তাঁর কাছে আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এল, কেন সেগুলি কলকাতায় আনা হচ্ছিল, সে সব এখনও জানা যায়নি। ধৃতকে আদালতে হাজির করানো হলে তাঁর ৩১ মার্চ পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সোমবার ভোর থেকেই শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। সকাল সাড়ে

৫টা নাগাদ হাটেবাজারে এক্সপ্রেস শিয়ালদহে এসে থামতেই ট্রেন থেকে নামেন হাসান। তাঁকে দেখে সন্দেহ হয় এসটিএফের তদন্তকারীদের। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যাগ থেকে একে একে ছ'টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং আট রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। জামাকাপড়ের ভিতর ওই অস্ত্র লুকিয়ে রাখা ছিল। এর পরেই হাসানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কী উদ্দেশ্যে তিনি অস্ত্রগুলি নিয়ে আসছিলেন, তা জানতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা।

উল্লেখ্য, শিয়ালদহ স্টেশন ও লাগোয়া অঞ্চলে সাম্প্রতিক অতীতেও একাধিক বার আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। গত জানুয়ারি মাসেই সুরেন্দ্রনাথ উইমেন'স কলেজের সামনে থেকে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র-সহ পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তারও আগে গত বছরের শেষ দিকে শিয়ালদহ সংলগ্ন বৈঠকখানা বাজার থেকে এক জনকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। তাঁর কাছ থেকেও একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হয়। তিনিও বিহার থেকে অস্ত্র নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পিতৃবিয়োগে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন, মন্ত্রীর বাসভবনে গিয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পিতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে আসেন তিনি।

সুনীতাদের পৃথিবীতে অবতরণের বহু প্রতিক্ষিত কাউন্টডাউন শুরু

ওয়াশিংটন, ১৭ মার্চ: সোমবার ভোরেই ভারতীয় বংশোদ্ভূত নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস ও তাঁর সঙ্গী বুচ উইলমোরের পৃথিবীতে অবতরণের সময় প্রকাশ করেছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। সেই আবহে আগেভাগেই শুরু হয়ে গিয়েছে তোড়জোড়। সোমবার সকাল থেকে গোটা অবতরণ প্রক্রিয়ার সরাসরি সম্প্রচারও শুরু করে দিয়েছে নাসা। নাসার বিবৃতি বলছে, স্থানীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার বিকেল ৫টা ৫৭ মিনিটে আমেরিকার ফ্লোরিডার উপকূলে নামতে পারেন সুনীতা-সহ চার মহাকাশচারী। উল্লেখ্য, সুনীতা এবং বুচের সঙ্গে পৃথিবীতে ফিরবেন নাসার নিক হগ এবং রুশ নভশ্চর আলেকজান্ডার গর্বুনভও।

ভারতের ঘড়িতে তখন বুধবার ভোর সাড়ে ৩টে। তবে এই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ না-ও হতে পারে। পরিস্থিতি বাদ সাধলে ফের বদলে যেতে পারে সুনীতাদের ফেরার দিনক্ষণ। এমনটাই জানাচ্ছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। সুনীতাদের ফেরাতে রবিবার সকালে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (আইএসএস) পৌঁছয় স্পেসএক্সের ড্রাগন যান। আইএসএস-এ সুষ্ঠু ভাবে যানটির ডকিং প্রক্রিয়া (অবতরণ) সম্পন্ন হয়। এ বার আন-ডকিং বা ফিরে আসার পালা। জটিল এই প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হলে মহাকাশচারীদের নিয়ে পৃথিবীতে ফিরতে দেরি হতে পারে ড্রাগন-এর। তা ছাড়া, বিজ্ঞানীদের মতে, মহাকাশযানের অবস্থা, পুনরুদ্ধার দলের প্রস্তুতি, আবহাওয়া, সমুদ্রের পরিস্থিতি; নভশ্চরদের ফেরার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এ সব কিছুই।

সোমবার ভারতীয় সময় সকাল ৮টা ১৫ থেকেই সুনীতাদের অবতরণ প্রক্রিয়ার সরাসরি সম্প্রচার শুরু হয়েছে। সে সময়ে তাঁদের মহাকাশযানটির দরজা বন্ধ হয়। এর পর শুরু হয়েছে মহাকাশ স্টেশন থেকে সরে আসার প্রক্রিয়া। তাতে এখনও বেশ খানিকটা সময় লাগবে। ওই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে শুরু হবে অবতরণের প্রক্রিয়া।

আরজি কর মামলা হাইকোর্টেই

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ: আরজি কর মামলার শুনানি হবে কলকাতা হাইকোর্টেই। তিলোত্তমার বাবা-মায়ের আবেদনে মান্যতা দিয়ে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। প্রথম থেকেই এই মামলার সিবিআই তদন্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তিলোত্তমার বাবা-মা। সিবিআই-এর নেতৃত্বে এখনও পর্যন্ত যে তদন্ত হয়েছে, তার গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে নিম্ন আদালতে মামলা করেন তিলোত্তমার বাবা-মা। নতুন করে যাতে তদন্ত শুরু করা যায়, সেই নির্দেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন জানান তিলোত্তমার বাবা। সোমবার প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চ স্পষ্ট করে দেয়, কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে হবে এই মামলার শুনানি।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

'পশ্চিমবঙ্গের ভোট রাজনীতি আসলে তোষণের ছক'

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'ইঁট ছুড়লে পাটকেল খেতে হবে'; বাংলার পুরনো প্রবাদ। তবে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি দেখে মনে হচ্ছে, এই প্রবাদের বাস্তবতা থেকে অনেকটাই সরে গিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। একপেশে আক্রমণ আর একপাক্ষিক তোষণ যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তাতেই প্রশ্ন তুলছে সাধারণ মানুষ। কারণ, যুগ বদলেছে। এখন আর কারও একতরফা আগ্রাসন মেনে নেওয়ার সময় নয়। প্রতিটি কাজের সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে, এটিই বাস্তব। সরস্বতী পুজো, রামনবমীতে হামলা; একপেশে নীরবতা নিয়েও সোচ্চার হন শুভেন্দু।

তিনি বলেন, 'গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যে সরস্বতী পুজো, রামনবমী ইত্যাদি হিন্দু উৎসবের সময় বারবার দেখা যাচ্ছে, হামলা-মারধর কিংবা উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। অথচ, এসব ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। কোথাও দেখা যায় না শাসকদলের সরাসরি প্রতিবাদ, না থাকে কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ। এমনকি আক্রান্তদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশেও যেন অনীহা। হিন্দুরা কি তাহলে শুধু পড়ে পড়ে মার খাবে? তাদের জন্য রসগোল্লা বা আপ্যায়ন থাকছে না। মানুষ বুঝতে পারছে, একপাক্ষিক তোষণের রাজনীতি রাজ্যে নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কাদের তোষণ চলছে? কেন চলছে?'

বায়োমেট্রিক দিয়ে রেশন হলে, ভোট কেন নয়, তাই নিয়ে সওয়াল করেন শুভেন্দু। 'আজ রাজ্যের প্রতিটি রেশন দোকানে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি বাধ্যতামূলক। সাধারণ মানুষকে নিজের অধিকার পাওয়ার জন্যই আধার কার্ড, ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হয়। তাহলে ৮০ হাজার ভোটকেন্দ্রে এই ব্যবস্থা চালু করা হবে না কেন? নতুন ভিভিপ্যাড মেশিন দিয়ে ভোটগ্রহণ যেমন সম্ভব, তেমনি আধারের সঙ্গে লিঙ্ক করা বায়োমেট্রিক ভোটিং পদ্ধতি চালু করলেই ভুয়ো ভোটারদের ছেঁটে ফেলা সম্ভব। নির্বাচন কমিশনকে প্রস্তাব দিক রাজ্য সরকার; পশ্চিমবঙ্গ থেকেই বায়োমেট্রিক ভোটের সূচনা হোক। যদি রেশন নিতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়া বাধ্যতামূলক হয়, তাহলে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব ভোটেও প্রযুক্তি প্রয়োগে বাধা কোথায়?'

ভোট এলেই ফুরফুরা সফর; ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি স্পষ্ট বলেই দাবি করেন শুভেন্দু। বলেন, 'বিগত নির্বাচনগুলোতেই একটা দৃশ্য চেনা। ভোট এলেই মুখ্যমন্ত্রীর ফুরফুরা শরিফ যাত্রা। ২০২১ সালে গিয়েছিলেন, এবার ২০২৬ সাল ঘিরে ফের যাত্রা। মাঝের পাঁচ বছর আর সেদিকে তাকানোর প্রয়োজন হয়নি কেন? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে; মুসলিম ভোটব্যাঙ্ককে সুরক্ষিত রাখাই মূল লক্ষ্য। ধর্মের নামে ভোটের সমীকরণ ঠিক করাই প্রাধান্য পাচ্ছে। আজ ফুরফুরা শরিফ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা বুঝেছেন; বাংলায় তোষণের রাজনীতি কত গভীরে।'

ভোট রাজনীতিতে সবার জন্য সমান নীতি কবে আসবে তাই নিয়েও তৃণমূল সুপ্রিমোকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, এ রাজ্যের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের মন জয় করতেই কি বারবার ধর্মীয় স্থানে সফর? প্রশ্ন উঠছে, হিন্দু সমাজের পক্ষেও কোনও বার্তা বা সমবেদনা কি থাকছে? সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে শাসকদলের উচিত সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের পাশে দাঁড়ানো। একপাক্ষিক তোষণ আর ভুয়ো ভোটের দাপট বাংলার গণতন্ত্রকে কলুষিত করছে।

বিরোধী নেতার দাবি-

১. রাজ্যে বায়োমেট্রিক ভোটিং ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু হোক।

২. সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য সমান নীতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক।

৩. তোষণ নয়, স্বচ্ছ ও সবার জন্য এক নিয়মে রাজনীতি হোক।

বাংলার মানুষ আর চোখ বুজে সব মেনে নেবে না। সময় এসেছে, সঠিক প্রশ্ন তোলার এবং সঠিক জবাব পাওয়ার, দিল্লি যাওয়ার আগে নিজের মন্তব্যের পক্ষেই সওয়াল করেন শুভেন্দু।

সোমবার নয়া দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বায়োমেট্রিক ভোটের দাবি শুভেন্দুর

ভোট কেন নয়, তাই নিয়ে সওয়াল করেন শুভেন্দু। 'আজ রাজ্যের প্রতিটি রেশন দোকানে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি বাধ্যতামূলক। সাধারণ মানুষকে নিজের অধিকার পাওয়ার জন্যই আধার কার্ড, ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হয়। তাহলে ৮০ হাজার ভোটকেন্দ্রে এই ব্যবস্থা চালু করা হবে না কেন? নতুন ভিভিপ্যাড মেশিন দিয়ে ভোটগ্রহণ যেমন সম্ভব, তেমনি আধারের সঙ্গে লিঙ্ক করা বায়োমেট্রিক ভোটিং পদ্ধতি চালু করলেই ভুয়ো ভোটারদের ছেঁটে ফেলা সম্ভব। নির্বাচন কমিশনকে প্রস্তাব দিক রাজ্য সরকার; পশ্চিমবঙ্গ থেকেই বায়োমেট্রিক ভোটের সূচনা হোক। যদি রেশন নিতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়া বাধ্যতামূলক হয়, তাহলে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব ভোটেও প্রযুক্তি প্রয়োগে বাধা কোথায়?'

ভোট এলেই ফুরফুরা সফর; ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি স্পষ্ট বলেই দাবি করেন শুভেন্দু। বলেন, 'বিগত নির্বাচনগুলোতেই একটা দৃশ্য চেনা। ভোট এলেই মুখ্যমন্ত্রীর ফুরফুরা শরিফ যাত্রা। ২০২১ সালে গিয়েছিলেন, এবার ২০২৬ সাল ঘিরে ফের যাত্রা। মাঝের পাঁচ বছর আর সেদিকে তাকানোর প্রয়োজন হয়নি কেন? স্পষ্ট বোঝা

NARSINGHA

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।

শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন গুঞ্জন)" কথাটি উল্লেখ করবেন।

আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১১/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৫২৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Koushik Dutta ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Tapan Kumar Dutta ও T. Dutta উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৭/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১ নং এফিডেভিট বলে Chandan Kumar Dey S/o. Late Narandra Chandra Dey ও Chandan Kr. Dey S/o. Lt. N. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৫২৯ নং এফিডেভিট বলে Subhra Bhattacharya S/o. Kushal Dev Bhattacharya ও Subhra Bhattacharjee S/o. K. Bhattacharjee, Late Kushal Dev Bhattacharya, Kushal Deb Bhattacharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৫২৭ নং এফিডেভিট বলে Naba Kumar Sinha Roy S/o. Debkumar Sinha Roy ও Naba Kumar Singha Roy S/o. D. K. Singha Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে Sashanka Kumar Sarkar S/o. Ajit Kumar Sarkar ও Sashanka Sarkar S/o. A. K. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬০ নং এফিডেভিট বলে আমি Fulchand Murmu ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dhena Murmu ও Lakashmi Hasda উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি Swarnali Kundu D/o. Bakul Chandra Kundu গত ইং ১৫/০৩/২০২৫ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Samiya Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। ১৭/০৩/২০২৫ তারিখে S.D.E.M. সদর হুগলী কোর্টে ২৭ নং এফিডেভিট বলে আমি সর্বত্র Samiya Khatun D/o. Bakul Chandra Kundu নামে পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

১২/৩/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমি Shyamal Kumar Ray ও Shyamal Kr. Ray আমার পিতা Chanmohan Ray ও Chand Mohan Ray একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

২০/২/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা Naren Chandra Das ও Naren Das একই ব্যক্তি হইল। গোপাল দাস (পুত্র)।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল নবীন চন্দ্র ভক্ত, পিতা স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ ভক্ত, সাকিম-তারকেশ্বর থানা রোড, ওয়ার্ড নং. ৪, পোঃ ও থানা- তারকেশ্বর, হুগলী-এর হরিপাল এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত তিনখানি দলিল যথা ৪৪৫৯/২০০৮, ৪৪৬০/২০০৮ এবং ৩২৭৪/২০০১ নং. গত ০৮.০২.২০২৫ তারিখে তারকেশ্বর বাসস্ট্যান্ডে হারাইয়া গিয়াছে, যাহার দরুন আমার মক্কেল তারকেশ্বর থানায় গত ১৪.০২.২০২৫ তারিখে ৮১৪ নং. জি.ডি. করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি উক্ত দলিল গুলি পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের দিবস হইতে ৭ কার্য্য দিবসের মধ্যে ৯৩৮২০৮২৫০৫ নং. মোবাইল এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করিবেন।

স্বপন কুমার রায়
অ্যাডভোকেট
F983/1155 of 2004
চন্দননগর কোর্ট

আমার মক্কেল রতন কালড়া, পিতা দিলবাগ কালড়া মহাশয় গত ইং ০৬.০৭.২০২২ তারিখে হাওড়া এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং-১, সি ডি ভ্যলুম নং-০৫০২-২০২২, পাতা নং ২৮১৯৭২ হইতে ২৮১৯৮৯, বিয়িং নং-০৫০২০৭৬৯৮ নং পাওয়ার অফ এ্যটর্নী বা আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা কোনা মৌজার (জে.এল. নং ১০৭), সাবেক ৮২৮ নং হাল ২২৫৪ নং খতিয়ানে সাবেক ১৪৮৩ নং দাগের হাল ১৫২৭ নং দাগের অংশে ১ কাঠা ১১ ছটাক ১০ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে তিনি বালী-জগাছা বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও.অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

।। দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হইতেছে যে আমি **শ্রী পার্থ সাহা,** পিতা শ্রী প্রশান্ত সাহা, সাকিম গ্রাম ও পো:- ভান্ডারহাটি, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২৩০১ অধিবাসী হইতেছি, এবং **M/S Manada Service Station** সাকিম গ্রাম- বাসুদেবপুর চৌমাথা, পো:- ব্রক্ষ্মণপাড়া, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০৫ এর একজন পার্টনার হইতেছি। গত ২০/০২/২০২৪ তারিখে উক্ত ব্যবসার জায়গা- **M/S Manada Service Station,** হইতে ফিরিবার পথে আমার একটি ব্যাগ হারাইয়া গিয়াছে। যাহার মধ্যে আমার আধার কার্ড ও ট্রেড লাইসেন্সের একটি ফোটোকপি এবং **M/S Manada Service Station এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত একটি আসল সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল যাহার নম্বর ০৪৩৮৬, যাহা ১৯৮২ সালে হরিপাল সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত হইয়া ছিল।** উক্ত আসল দলিলটি কোনো সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় বন্দক রাখিয়া লোন নেওয়া হয় নাই বা ক্রোকাবদ্ধ নাই। উক্ত বিষয়ে হরিপাল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করা হইয়াছে যাহার নম্বর ৩৭৪/২৫ তারিখ ০৬/০৩/২০২৫। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ফেরত দিতে অনুরোধ করা হইতেছে। নির্দিষ্ট সময় পরে কাহারো কোনো দাবি দাওয়া গ্রাহ্য করা হইবে না।

বিনীত
পার্থ সাহা
পিতা- শ্রী প্রশান্ত সাহা, গ্রাম ও পো:- ভান্ডারহাটি থানা- ধনিয়াখালি, জেলা-হুগলী, ৭১২৩০১, পার্টনার M/S Manada Service Station

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা শ্রীমতি সুতপা দত্ত, স্বামী- সৌমিত্র দত্ত ও শ্রীমতি সুষমা সরকার ওরফে সুমনা দাস, স্বামী- নির্মল দাস, সাং+পোঃ- মকদুমপুর, থানা- ইংরেজবাজার, জেলা-মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, বিগত ইং- 31-03-2015 তারিখে মালদহ এ.ডি.এস.আর. অফিসে 4 নং বহির সিডি- I, পেজ নং- 1356-1364, দলিল নং- 128-এ শ্রী শ্যামাপ্রসাদ সরকার কে আমাদের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করিলাম। যার তপশীল- 21 নং বালিয়াডাঙ্গা মৌজায়- LR-558 নং খতিয়ান ও LR-136/585 ও 143 নং-দাগ দ্বয়ে 0.0489 একর জমি মাত্র।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাচ্ছে যে কাহারও উক্ত বর্ণিত সম্পত্তি লইয়া আইনগত আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহা অদ্য হইতে- আগামী এক মাসের মধ্যে সঠিক আইনগত ব্যবস্থা লইবেন।

Chakdha B.L.&R.O
Chakdha, Nadia

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী সুব্রত কুমার মিত্র, পিতা-মৃত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, সাং ৩২ পণ্ডিত লক্ষীকান্ত মৈত্র রোড, পোস্ট কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালী জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১০১, ইংরেজি ১৮ই নভেম্বর ২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর এ. ডি. এস. আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১১২৫৭ নং ও ১১২৪৮ নং কোবলা দলিল মূলে জেলা নদীয়া, মৌজা ৫২ রুইপুকুর, এল.আর. ৩৩১৬ খতিয়ান ভুক্ত, আর. এস. ২০৫০ ও এল .আর ৫৩০১ নং দাগে ১২.৩৯ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন। যাহা রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারগণ ১. ফুলুরানী বিশ্বাস, স্বামী- মৃত শম্ভুনাথ বিশ্বাস, ২. রেবা বিশ্বাস, স্বামী- অশোক বিশ্বাস ৩. শিখা মোদক, স্বামী স্বপন মোদক ৪. মীরা মোদক স্বামী সমীর মোদক ৫. মঞ্জু বিশ্বাস স্বামী অমৃত বিশ্বাস ৬. ইতি পরিমল বিশ্বাস স্বামী পরিমল বিশ্বাস, সকলে গত ইংরেজি ২৫-১১- ২০২২ তারিখে কৃষ্ণনগর এ. ডি. এস. আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১১২৫৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে রূপালী ঘোষ, স্বামী সনাতন ঘোষ, সাং শম্ভুনগর পো বেরিজ, থানা- কোতোয়ালী, জেলা নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩ কে ক্ষমতাযুক্ত আমমোক্তারনামা নিযুক্ত করেন। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কারোর কোনরকম আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর ১. বি.এল.এন্ড. এল.আর.ও. অফিসে যোগাযোগ করিবেন। ফোন নম্বর ৯৬১৪৪৯৩৯৮৫।

সুমন্ত চ্যাটার্জী
এ্যাডভোকেট
কৃষ্ণনগর জজ কোর্ট নদীয়া।

Change of Name

I, **Chhedi Lal,** resident of Nimpura, P.S. : Kharagpur (Town), Dist.- Paschim Medinipur -721301, WB hereby solemnly affirm and declared that my grandmother's actual & correct name with surname is Late **Duli Bai** instead of **Durgi Bai** vide Affidavit No.-1611, dt : 13/ 03/2025 In the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class), Kharagpur. **Durgi Bai** and **Duli Bai** are the same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Anuradha Banerjee / Anuradha Banerjee Ganguly** D/o, Late Ranjit Kumar Ganguly W/o, Rama Prasad Banerjee residing at 1/2, K. P. Chatterjee Lane, P.O - Behala, Kolkata - 700034 have changed my name and shall henceforth be known as Anuradha Ganguly as declared before the First Class Metropolitan Magistrate at Kolkata vide Affidavit No. 1593 dated 18.10.2023. That **Anuradha Banerjee/Anuradha Banerjee Ganguly** and **Anuradha Ganguly** both are same and one identical person.

নোটিশ

আমার মক্কেল রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, পিতা কামাখ্যা চরন চক্রবর্তী মূল আসল দলিল কামাখ্যা চরন চক্রবর্তী নামে নামাঙ্কিত যাহার নং - ১-১৬৫৪ যাহা ১৯৮৫ সালে রেজিস্ট্রিকৃত। উক্ত দলিল খানি আমার মক্কেলের হেফাজত হতে হারিয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় রুপনারায়ন আ.সি থানায় গত ১১.০৩.২০২৫ তারিখে একটি জি.ডি. দায়ের করা হয় উল্লেখিত জি.ডি. নং - ৪৩২। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি কোনো ব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বন্দক নেই। কোনো ব্যক্তি উক্ত হারিয়ে যাওয়া দলিল পেয়ে থাকলে আমার মক্কেলের সাথে তাহার মোবাইল নম্বরে ৮১৬৭৭১৮২৪১ যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

চিরজিৎ গোস্বামী (অ্যাডভোকেট)
আসানসোল কোর্ট
মোবাইল - ৮২৫০৫৪০৪২৬

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

A. পাওয়ার দাতা:-শ্রীমতী চম্পা দানা স্বামী-শ্রী অশোক কুমার দানা লালবাজার, বাঁকুড়া। ২) শ্রীমতী ময়না ব্যানার্জী স্বামী-শ্রী অনিমেষ ব্যানার্জী লালবাজার, বাঁকুড়া। ৩) শ্রীমত্যা মলিনা মুখার্জী, স্বামী-স্বর্গীয় অহিত মুখার্জী কেন্দুয়াডিহি, বাঁকুড়া-৭২২১০১। পাওয়ার গ্রহীতা: শ্রী তুষার কান্তি ধবল পিতা-বিমল ধবল, এক্তেশ্বর, বাঁকুড়া-৭২২১০১। কোবালা গ্রহীতা:- শ্রী গৌতম চৌধুরী পিতা-স্বর্গীয় নিতাই চৌধুরী, গোড়াবাড়ি, জাগদল্লা, বাঁকুড়া। দলিল নং- I-010105646/2023 পাওয়ার নং-010104750 খতিয়ান নং-৭১৫, দাগ-৩৫৭, ৩৫৭/৭৪৮, ১২৮/৭৬৭, ১২৯/১৬৮, ১২৯/৭৬৯, ১৩২/৭৭০, ১৩২/৭৭১, ৩৫৭/৮৭৮, ৩৮২/৮৮৫ মোট পরিমান-১১.০০৪ শতক। B. পাওয়ার দাতা:- শ্রীমত্যা ষষ্ঠীরানী ঘোষ স্বামী-স্বর্গীয় রতন ঘোষ সাং-কাচ্ছালা, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া। ২) শ্রীমত্যা সাধনা বাঙ্গাল স্বামী-স্বর্গীয় সুধীর বাঙ্গাল সাং-ডুমুরপাল, ইন্দপুর, বাঁকুড়া। ৩) শ্রীমতী নন্দরানী পাত্র স্বামী-শ্রী কালিপদ পাত্র সাং-ডুমুরপাল, ইন্দপুর, বাঁকুড়া। পাওয়ার গ্রহীতা:- শ্রী জয়রাম মাল পিতা-স্বর্গীয় বৃন্দাবন মাল গ্রাম-বেনজিরা, নতুনগ্রাম, ওন্দা, বাঁকুড়া। পাওয়ার নং-০১০১০৫০৭৯ date -২১/০৮/২৩ মৌজা-বেনজিরা, জে.এল-৬০, খতিয়ান-২৪৯, দাগ- ৯৭, ১০৬, ১০৭, ৩৪৭, ৩৪৯, ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৮৪, ৪৫৫, ৩৮৪ মোট পরিমান- ৫৮.৮ শতক। কোবালা গ্রহীতা:-গৌতম চৌধুরী পিতা-স্বর্গীয় নিতাই চৌধুরী, গোড়াবাড়ি, জাগদল্লা, বাঁকুড়া। দলিল নং- 010105466/2023। উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & L.R.O অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ABHISHEK CHAUDHURI, Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No. F/423/652/2017

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ ই মার্চ, ৪ঠা চৈত্র, মঙ্গল বার । কৃষ্ণপক্ষের স্বাতি নক্ষত্র চতুর্থি তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র বিংশোত্তরী মঙ্গল র র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন : রাশি বেতনভুক কর্মচারীদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন সন্তোষ কুমার সিং হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১ ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯১২৪৪
নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১
পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭
পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬
মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।
বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩১২৬৭১।
A2Advantage Ad Agency, শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৩৩৫
মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী, অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম-৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের দিল্লির বাসভবনে সাংগঠনিক বৈঠক সারেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর ঘিরে শুভেন্দুর কটাক্ষ, 'অর্ধসত্য মানে বড় মিথ্যে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসন্ন বিদেশ সফর নিয়ে ফের আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার রাতে এক্স (পূর্বতন ট্যুইটার)-এ একটি দীর্ঘ পোস্টে তিনি তোপ দাগেন, মুখ্যমন্ত্রীর সফর নিয়ে 'বাম উদারপন্থী' সংবাদমাধ্যম 'ভুল তথ্য' ছড়াচ্ছে।

শুভেন্দুর অভিযোগ, সংবাদমাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রী ২৭শে মার্চ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আলোচনায় অংশ নিতে চলেছেন। অধিকারীর বক্তব্য, বিষয়টি ঠিক নয়। তিনি লেখেন, 'এটা ঠিক যেমন সত্য, ঠিক তেমনই সত্য মুখ্যমন্ত্রীর East Georgia University-র জাল পিএইচডি ডিগ্রির মতো।' শুভেন্দুর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি কলেজ, Kellogg College-এ বক্তৃতা দেবেন। সেখানে 'Social Development Empowerment of Women and Children' বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন তিনি। অধিকারী মনে করিয়ে দেন, Kellogg College-এর প্রেসিডেন্ট জনাথন মিচি ২০২৩ সালে কলকাতায় Bengal Global Business Summit BGBS-এ এসে মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। শুভেন্দু তাঁর পোস্টে ওই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী লর্ড করণ বিলিমোরিয়ার এক্স পোস্টের স্ক্রিনশটও শেয়ার করেন। বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, 'যদি কেউ সিটি কলেজে বক্তব্য দেন, তাকে কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইভেন্ট বলা হবে?' তাঁর কটাক্ষ, একে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান বলে প্রচার করা 'অত্যুক্তি', এক ধরনের 'পিআর ক্যাম্পেন' ছাড়া আর কিছু নয়। শুভেন্দুর এই মন্তব্যের জবাবে শাসকদলের পক্ষ থেকে সরাসরি কোনও প্রতিক্রিয়া না মিললেও, তৃণমূলের অন্দরের অনেকেই মনে করছেন, লোকসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক মঞ্চে গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করছেন শুভেন্দু। রাজনৈতিক মহলের মতে, সফর ঘিরে এই তিক্ততা রাজ্য রাজনীতিতে আরও জলঘোলা করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

হিন্দুরা সবাই ভোট দিলে বাংলায় তৃণমূল মুছে যাবে, দাবি অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বলেছেন, 'ভোটের দিন হিন্দুরা বাড়িতে পান্তা ভাত খেয়ে ঘুমোয়। ওরা ভোট দিতে যায় না। আর মুসলিম ছেলেরা ঘুঘনি মুড়ি খেয়ে সারাদিন ভোট করে।' হুমায়ুন কবীরের বক্তব্যকে সমর্থন করে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং সোমবার বলেছেন, 'হুমায়ুন কবীর যা বলেছেন, ঠিকই বলেছেন। ভোটের দিন বড় বড় ব্যবসায়ীরা পিকনিক করেন। ওনারা হিন্দুদের মন্দিরে দানধ্যান করেন। কিন্তু হিন্দুদের বাঁচাতে ভোটের দিন তাঁরা ভোট দেন না।' তাঁর সংযোজন, 'ভোটের দিন হিন্দুরা ভোট দিতে যায় না। কিন্তু ভিন রাজ্যে থাকা সংখ্যালঘু পরিযায়ী শ্রমিকরা ভোটের দিন বাংলায় এসে ভোট দেন।' এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করলেন, 'হিন্দুরা যদি ভোট দিতে বাড়ি থেকে বেরোয়। তাহলে বাংলায় তৃণমূলকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।' তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, 'ভোটের সময় কোথাও বোমাবাজি হলে হিন্দুরা ভয়ে ভোট দিতে বেরোয় না। তাছাড়া ভোটের দিন বেশিরভাগ হিন্দুরা ছুটির মেজাজে পরিবার নিয়ে বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করেন।' বাংলায় হিন্দুরা কবে জাগবেন? বাংলায় হিন্দুদের কবে ঘুম ভাঙবে? এদিন তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন গেরুয়া শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং। তাঁর দাবি, 'হিন্দুস্তানে হিন্দুরা পিছিয়ে আছে। হিন্দুস্তানে হিন্দুরা মার খাচ্ছে। বাংলায় হিন্দুরা প্রতিনিয়ত অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন। তবুও হিন্দুদের হুঁশ ফিরছে না।' তাঁর বক্তব্য, 'এবার হিন্দুদের জাগা উচিত। ২০২৬ সালে সনাতনীরা যদি ভোট দিতে না বেরোয়। তৃণমূল সরকারের যদি পতন না হয়। তাহলে আগামীদিনে সনাতনীরা ভোটই দিতে পারবে না।' তাঁর দাবি, 'রামনবমীর শোভাযাত্রায় যত মানুষের সমাগম হয়। তারা সবাই যদি ভোট দেয়। তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হার নিশ্চিত।'

আইপিএল ম্যাচ উপলক্ষে হাওড়া বিভাগে বিশেষ ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন আইপিএল টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচের কথা মাথায় রেখে পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগে বিশেষ ট্রেন পরিষেবা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত হতে চলা এই আইপিএল ম্যাচগুলিতে আগত দর্শকদের সুবিধার্থে হাওড়া বিভাগের পক্ষ থেকে একটি লোকাল ট্রেনের সময়সূচিতে সাময়িক পরিবর্তন আনা হয়েছে। হাওড়া বিভাগের ৩৭২৯১ নম্বর হাওড়া-ব্যান্ডেল ইএমইউ লোকাল ট্রেন-টির সময়সূচি নির্ধারিত সময়ের থেকে ১০ মিনিট পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে, ম্যাচের দিনগুলিতে এই ট্রেনটি রাত ১১টা ৪৫ মিনিট-এর পরিবর্তে রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে হাওড়া স্টেশন থেকে ছাড়বে। এই বিশেষ ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে ২২শে মার্চ, ৩রা এপ্রিল, ২১শে এপ্রিল, ২৬শে এপ্রিল, ৭ই মে, ২৩শে মে, ২৫শে মে। উল্লেখ্য, দর্শকদের যাতায়াতে সুবিধা প্রদান করতেই এই সাময়িক পরিবর্তন আনা হয়েছে। পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সহযোগিতা কামনা করে সকলকে সময়মতো স্টেশনে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়েছে।

সাঁকরাইলে তিনটি স্কুলে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রঘুদেববাটি ও মুফতিপাড়ার স্কুল থেকে নগদ টাকা-নথিপত্র লুট, সিসিটিভি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। হাওড়ার সাঁকরাইল এলাকায় এক রাতে পরপর তিনটি স্কুলে চুরির ঘটনা ঘটায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গতকাল রাতে রঘুদেববাটি সাধারণ বিদ্যালয় (বয়েজ), রঘুদেববাটি সাধারণ বিদ্যালয় ফর গার্লস এবং মুফতিপাড়া মিস্ত্রিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মুফতিপাড়া মিস্ত্রিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রায় ২০ হাজার টাকা, রঘুদেববাটি সাধারণ বিদ্যালয় (বয়েজ) থেকে ২৫ হাজার টাকা এবং রঘুদেববাটি সাধারণ বিদ্যালয় ফর গার্লস থেকে প্রায় ১৯ হাজার টাকা নগদ অর্থ চুরি হয়েছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীও নিয়ে যায় চোরেরা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ অনুমান করছে, বিগত তিন দিন ধরে স্কুলে ছুটি থাকার সুযোগেই দুষ্কৃতীরা পরিকল্পনা করে স্কুলগুলোর প্রধান গেটের তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ে। আজ সকালে স্কুল খুলতেই কর্মীরা লক্ষ্য করেন পেছনের দরজা খোলা, অফিস ঘর সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড। আলমারির তালা ভাঙা, নগদ টাকা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চুরি হয়ে গিয়েছে। সাঁকরাইল থানার পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্তে নেমেছে। স্কুলে লাগানো সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় সৌমেন্দ্র দোলুই (রঘুদেববাটি সাধারণ বিদ্যালয় বয়েজ), প্রণতি পল্লে (রঘুদেববাটি সাধারণ বিদ্যালয় ফর গার্লস) এবং মহম্মদ সিদ্দিক (সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের কর্মদক্ষ) ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

রাজ্যে কোনও বেআইনি দখলদারি বরদাস্ত নয়: ফিরহাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে কোনও বেআইনি দখলদারি বরদাস্ত করা হবে না। বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম একথা স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছেন। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের এক প্রশ্নের উত্তরে পুরমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট জমি নীতি রয়েছে। সেই নীতি অনুযায়ী নিলাম ছাড়া, কিংবা মন্ত্রিগোষ্ঠীর অনুমোদন ছাড়া কোনও কেউ জমি দিতে পারবে না। একবছর আগে বেআইনিভাবে জমি থেকে শুরু করে জলাশয় এবং ফুটপাত দখল নিয়ে সরব হয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নে তখন উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছিল। তারপর ফুটপাথ 'দখলমুক্ত' করার অভিযান শুরু হয়। ওই বৈঠকেই উঠে আসে বেআইনি পার্কিং ইস্যু। মুখ্যমন্ত্রী কড়া বার্তা দিয়েছিলেন, তাঁর সরকার কোনও ভাবেই বেআইনি পথে জমি, জলাশয়, ফুটপাত দখল বরদাস্ত করবে না। বেআইনি দখল করা জায়গা মুক্ত করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকী বেআইনিভাবে দখল করা জমি নিয়ে সমীক্ষা করার নির্দেশ দেন। সেই সমীক্ষার পর ফুটপাত থেকে হকার উচ্ছেদ করা হয়। সরকারি জমি থেকে শুরু করে ফাঁকা স্থান দখল হটিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বেআইনিভাবে জমি দখল করার চেষ্টা এখনও চলছে বলে অভিযোগ। কলকাতা,সহ সারা রাজ্যে বেআইনিভাবে দখল করা পথ এবং জমি খতিয়ে দেখতে সমীক্ষা করা হয়। পরিকল্পনা করে যাতে এই দখল মুক্ত করা যায় সেই নির্দেশই আগে দিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সেই নীতিকে সামনে রেখে পুরমন্ত্রী এদিন ফের একবার জানিয়ে দিলেন, কোনভাবেই বেআইনিভাবে জমি দখল বরদাস্ত করা হবে না।

এবার থেকে আর জি কর মামলা শুনবে হাইকোর্ট

নির্যাতিতার মা-বাবার আবেদনে সাড়া সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর জি করে চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুন মামলার পরিবারের দায়ের করা আবেদনের শুনানি হবে কলকাতা হাই কোর্টে। সোমবার সকালে এই মামলার শুনানিতে এমনই জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। নির্যাতিতার মা-বাবার আবেদন সাড়া দিয়ে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ এই সিদ্ধান্ত নেয়। অভয়ার মা-বাবার আবেদন ছিল, সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে বারবার দিল্লি যাওয়া অসুবিধা, তাই তাঁদের মামলার শুনানি কলকাতা হাই কোর্টে হলে তাতে অংশ নেওয়া অনেক সহজ হবে। সোমবার আর জি কর মামলা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই এই বিষয়টি নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন পরিবারের আইনজীবী করুণা নন্দী। তাতে শীর্ষ আদালত জানায়, এবার মামলা শুনতে পারবে হাই কোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চ।

কলকাতা হাই কোর্ট থেকে উত্তরণের পর সোমবারই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন বর্ষীয়ান জয়মাল্য বাগচী। প্রথম দিনই আর জি করের মতো হাইপ্রোফাইল মামলায় প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে যোগ দিয়েছেন তিনি। এদিন তাঁর উপস্থিতিতেই প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চ মামলা শোনে। মেয়ের প্রতি হওয়া চরম অন্যায় নিয়ে সিবিআই-এর

তদন্তে সন্তুষ্ট ছিলেন না অভয়ার মা-বাবা। তাই অন্য কোনও নিরপেক্ষ সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করানো, মূল অপরাধী সঞ্জয় ছাড়া আরও বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজনকে তদন্তের আওতায় আনা-সহ একাধিক দাবি করে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে মামলা দায়ের করে অভয়ার পরিবার। কিন্তু বিচারপতি ঘোষ জানান, এই সংক্রান্ত একটি মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন, তাই শীর্ষ আদালতের অনুমতি ছাড়া তিনি এই মামলা শুনতে পারবেন না। এরপরই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন নির্যাতিতার মা-বাবা। কলকাতা হাই কোর্টে শুনানি হলে তাঁদের সুবিধার কথা জানান। সোমবার পরিবারের তরফে আইনজীবী করুণা নন্দী সেসব তুলে ধরেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে। আর তাতে সাড়া দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, এবার এই মামলার শুনানি হতে পারবে হাই কোর্টে, বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চেই। তাতে আর কোনও বাধা নেই। এই নির্দেশে স্বস্তিতে অভয়ার পরিবার। মেয়ের সুবিচারের জন্য আরও দৃঢ়তার সঙ্গে তৈরি হচ্ছেন মা-বাবা। জানালেন, 'মেয়ের জন্য লড়াই চলবেই। সিবিআই দ্রুত তদন্ত শেষ করে রিপোর্ট জমা দিক। অন্যান্য দোষীরা ধরা পড়ুক।' অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্টে আর জি করের ঘটনা নিয়ে যে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা চলছিল, তার শুনানি হবে ১৩ মে।

বোর্ড মিটিং ডেকে পদত্যাগ মলয় রায়ের, তৃণমূল ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অবশেষে পদত্যাগ করলেন পানিহাটির পুরপ্রধান মলয় রায়। পৌর আইন মেনে সোমবার বোর্ড মিটিং ডেকে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দিলেন। যদিও তাঁর পদত্যাগপত্র এদিন গৃহীত হয়েছে। পদত্যাগের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিদায়ী পুরপ্রধান মলয় রায় বলেন, পৌর আইন অনুযায়ী ৩৩ জন কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে তিনি পদত্যাগ করেছেন। তাঁর সেই সিদ্ধান্ত সকলেই মেনে নিয়েছেন। বিদায়ী পুরপ্রধান আরও জানান, আগামী ২১ মার্চ উপ-পুরপ্রধান সুভাষ চক্রবর্তী পুরসভায় বৈঠক ডেকেছেন। উক্ত বৈঠকে সেদিন নতুন পুরপ্রধান বেছে নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, পানিহাটির ফুসফুস অমরাবতী মাঠ নিয়ে সম্প্রতি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই মাঠ বিতর্কের জেরেই তাকে সরতে হল বলে সূত্রে খবর। কি কারণে তাকে পুরপ্রধানের পদ থেকে সরতে হলে, সেই প্রশ্নের উত্তরে মলয় রায় বলেন, সেটা জানার ক্ষমতা তাঁর নেই। তাঁর কথায়, একমাস অপেক্ষা করুন। সবকিছু জানতে পারবেন। মলয় রায়ের পদত্যাগ নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'মলয় রায়কে পুলিশ দিয়ে চমকে পদত্যাগ করানো হয়েছে।' তাঁর দাবি, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের স্থানীয় সভাপতি থানার ওসি। আর এস পি এবং পুলিশ কমিশনারেরা দলের জেলা সভাপতি।' তিনি বলেন, 'মলয় রায়ের উচিত ছিল তৃণমূল ছেড়ে দেওয়া।'

শিশু চুরির ঘটনায় গ্রেফতার দম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বড় মেয়ের কয়েক বছর আগে বিয়ে হলেও কোনও সন্তান না হওয়ায় শ্বশুরবাড়িতে খোঁটা দেওয়া হত। এই কারণে মেয়েকে 'উপহার' দিতে চেয়েছিলেন মেয়ের বাবা-মা। তার জন্য কলকাতার ফুটপাথ থেকে শিশু চুরি করিয়েছিলেন এক মহিলাকে দিয়ে! এই ঘটনায় ইতিমধ্যে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ওই দম্পতিকে। উদ্ধার করা হয় শিশুটিকেও।

এদিকে সূত্রে খবর, পার্ক স্ট্রিট থানা এলাকায় থাকতেন দুই সন্তানের মা। ভিক্ষা করে খেতেন। তাঁর ছেলের বয়স ছিল ৯ মাস। কয়েকদিন আগে ওই মহিলার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন পারভিন বিবি নামে এক মহিলা। অল্প সময়ের মধ্যে বন্ধুত্ব পাতিয়ে সুযোগ বুঝে তাঁর ৯ মাসের ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে যান তিনি। তারপর ওই মহিলা পার্ক স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তল্লাশি অভিযান শুরু করলে ট্যাংরা এলাকা থেকে ধরা পড়েন পারভিন। পুলিশি জেরায় পারভিন জানায়, ট্যাংরা এলাকাতেই এক দালালের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল তাঁর। একটি শিশুকে বিক্রি করার ছক ছিল দম্পতিকে। তার জন্যই ওই ৯ মাসের শিশুকে অপহরণ করেছিলেন তিনি। রাজেশ সিং এবং বিউটি সিং নামের ওই দম্পতি তাঁকে শিশু পাওয়ার পর টাকা দেবেন বলে ঠিক হয়েছিল। পারভিনই পুলিশকে নিয়ে ওই দম্পতির বাড়িতে যান। এরপর তাঁদেরও গ্রেফতার করে পুলিশ। দম্পতি আদৌ সত্যি কথা বলছেন কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে পুলিশের। তাঁরা 'মেয়েকে নাতি উপহার' দেওয়ার বিষয়টি খুব একটা গ্রাহ্য করেনি। বরং, এটি কোনও শিশু পাচার চক্রের ঘটনা কিনা, তা জানতে তৎপর তদন্তকারীরা। এই মুহূর্তে লাগাতার জেরা করা হচ্ছে ধৃত ওই দম্পতিকে। তাঁদের মেয়ের শ্বশুরবাড়ির সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে।

আদালতে বিচারককে হেনস্থার ঘটনায় ছয় আইনজীবীকে তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: বসিরহাট আদালতে বিচারককে হেনস্থার ঘটনায় মঙ্গলবার ছয় আইনজীবীকে ডেকে পাঠাল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, সোমবার মামলার শুনানিতে বিচারপতি দেবাংশু বসাক বলেন, এই প্রথম নয়, এর আগে ২০১২ সালে আদালতে কাজ বন্ধের জন্য ফৌজদারি মামলা দায়ের হয় ওই ছয় আইনজীবীর বিরুদ্ধে। এর পাশাপাশি এদিন বসিরহাট আদালতের এপিপি (অ্যাডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটর)-কেও ভর্ৎসনা করেন বিচারপতি দেবাংশু বসাক।

ওই মামলাটির শুনানি ছিল বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র এজলাসে। এদিনও গোটা ঘটনা নিয়ে কড়া মনোভাব দেখান বিচারপতি দেবাংশু বসাক। প্রশ্ন করেন, 'আদালতে সিজ ওয়ার্ক হলেই কাজ বন্ধ রাখতে হবে? রাজ্য একজন এপিপির জন্য কেন খরচ করবে?' তাঁর বক্তব্য, ওই আদালতে যেটুকু সামনে এসেছে, সেটাহিমশৈলের চূড়ামাত্র।

বিচারপতি দেবাংশু বসাক শুনানি চলাকালীন মনে করিয়ে দেন, এই প্রথম নয়, এর আগে ২০১২ সালে আদালতে কাজ বন্ধের জন্য ফৌজদারি মামলা হয়েছিল নির্দিষ্ট ওই ছ'জনের বিরুদ্ধে। তাঁরাই আবার হলফনামায় দাবি করেছেন, ভাল পরিবার থেকে এসেছেন। অথচ ২০১২ সালেও একই ঘটনায় তাঁদের নাম জড়িয়েছিল। উল্লেখ্য, বসিরহাট আদালতে অ্যাডিশনাল ডিট্রিক্ট জাজকে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। তার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা বিচারকের মাধ্যমে কলকাতা হাইকোর্টে অভিযোগ জানান তিনি। মামলাটির শুনানি চলছে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে। ভিডিওগ্রাফি দেখে আদালত এক সরকারি আইনজীবী-সহ ২১ জন আইনজীবীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি ধারায় আদালত অবমাননার রুল জারির সিদ্ধান্ত নেয়। প্রসঙ্গত, আদালতের নির্দেশ ছিল, ফৌজদারি ধারায় রুল জারি হওয়া আইনজীবীদের বিরুদ্ধে কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেবিষয়ে শুনানির মাধ্যমে আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এদিকে অ্যাডিশনাল ডিট্রিক্ট জাজ হেনস্থার বিষয়টি অভিযোগের আকারে চিঠিতে লিখে জেলা বিচারকের কাছে জমা দেওয়া হয় গত ১০ জানুয়ারি। সেই চিঠি জেলা বিচারক কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারকে পাঠান। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি যাতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেন সেই আর্জি জানানো হয়। তারপরই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ তৈরি করে মামলাটির শুনানি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বেহালার স্কুলে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেহালার স্কুলে চুরির ঘটনা। সূত্রে খবর, জগৎপুর রুক্মিণী বিদ্যামন্দিরে প্রধান শিক্ষকের ঘরের আলমারি তছনছ করে টাকা চুরির অভিযোগ উঠেছে। দোলের ছুটির পর সোমবার শিক্ষকরা স্কুলে আসতেই বিষয়টি নজরে আসে। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় পুলিশকে।

শুধু টাকা চুরিই নয়, প্রধান শিক্ষকের ঘরে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরা, হার্ডডিস্কও খোয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, লোহার গেটের তালা কেটে দুষ্কৃতীরা এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বাণীতীর্থ গার্লস হাইস্কুলের মতো একই ধাঁচে পুরো বিষয়টি ঘটানো হয়েছে। তবে সিসিটিভি ক্যামেরা খুলে নিয়ে যাওয়ায় দুষ্কৃতীদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। রবিবার বেহালার বাণীতীর্থ গার্লস হাইস্কুলে তালা ভেঙে চুরির অভিযোগ ওঠে। কেয়ারটেকার স্কুলে ঢুকে দেখেন লন্ডভন্ড হয়ে আছে প্রধান শিক্ষিকা ও অ্যাকাউন্টসের ঘর। অভিযোগ কোল্যাপসেবল গেট কাটা হয়েছে। ভাঙা হয়েছে ৫টা তালা। তছনছ করে দেওয়া হয় প্রধান শিক্ষিকার ঘর ও অ্যাকাউন্টসের ঘর। অভিযোগ, ১০ হাজার টাকা বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই কাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই একই ধাঁচে বেহালার আরেকটি স্কুলে চুরির ঘটনা ঘটল।

তফসিলিদের মন্দিরে ঢুকতে মানা, বিরক্ত বিচারপতি

নিজস্ব প্রতবিদেন: তফসিলি জাতির লোক বলে শিব মন্দিরে ঢুকতে পারছেন না, এমনই অভিযোগ উঠেছে নদিয়ায়। আর এমন ঘটনা জানতে পেরে বিরক্ত বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। পাশাপাশি এই ক্ষেত্রেও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিচারপতি জানতে চান, বাংলার বুকে এমন পরিস্থিতি কেন তৈরি হবে তা নিয়েও।

সূত্রে খবর, নদিয়ার বৈরামপুরে কালীগঞ্জ থানা এলাকায় একটি প্রাচীন শিব মন্দির রয়েছে। এলাকাবাসীদের একাংশ অভিযোগ করেন, তফসিলি জাতির লোক হওয়ায় সেই শিব মন্দির ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে না। এদিকে ওই মন্দিরটি যে সাধারণের ব্যবহারের জন্য রয়েছে, সেই নথি রয়েছে। কিন্তু এলাকার ধোপা সম্প্রদায়ের লোকজনকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। তাঁরা গাজনে অংশ নিতে চান। সৃজন হাঁসদা নামে এক ব্যক্তি এই মামলা করেছেন। জেলা প্রশাসন মীমাংসা করে নিতে বলেছিল বিষয়টি। আগামী গাজনের মেলায় সন্ন্যাসী হতে চান ও শিব মন্দিরে ঢোকার অনুমতি চান ওই তফসিলি জাতির বাসিন্দারা। এই অভিযোগ নিয়েই মামলা হয় হাইকোর্টে। সোমবার সেই অভিযোগ শুনে চরম বিরক্ত বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এরপরই এমনটা কী করে ঘটা সম্ভব তা জানতে চান বিচারপতি। সঙ্গে প্রশ্ন করেন, পুলিশের ভূমিকা কী তা নিয়েও। এরপরই বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'একটা মানুষ তার অধিকার পাবে না! এটা তো বাংলায় ছিল না। এমন সমস্যা এখনও বাংলায় নেই এটা বিশ্বাস করি। কেন তারা উৎসবে যোগ দিতে পারবে না! কীসের ইগো? তাহলে পুলিশ কী করছে?'

তসলিমা নাসরিনকে কলকাতায় ফেরানোর দাবি সংসদে, ভোটের আগে বিজেপির নতুন 'চমক'?

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজতেই রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে নানান ইস্যু সামনে আনছে বিভিন্ন দল। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের নাম। সোমবার রাজ্যসভায় বিজেপির মুখপাত্র তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য তসলিমাকে কলকাতায় সসম্মানে ফিরিয়ে আনার জোর দাবি জানান। তাঁর বক্তব্য, কলকাতা শহর তাঁর প্রাণের শহর। তাঁকে নিজের মাটিতে আশ্রয় দেওয়া হোক, আর তা যেন হয় উপযুক্ত নিরাপত্তা সহ।

২০০৭ সালের ২২ নভেম্বর কলকাতা শহরে হঠাৎই উত্তাল পরিস্থিতি। একাধিক মৌলবাদী সংগঠনের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, রাস্তায় অশান্তি। কারণ? বাংলাদেশের বিতর্কিত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের উপস্থিতি। তাঁর লেখা, বিশেষ করে ধর্মীয় মৌলবাদ বিরোধী অবস্থান, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দেয়। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, অবশেষে রাজ্য সরকার তাঁকে কলকাতা ছাড়ার নির্দেশ দেয়। নির্বাসিত জীবনের শুরু সেখান থেকেই। এরপর দিল্লি, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, নানা রাজ্যে থেকেছেন, কিন্তু কলকাতার মাটিতে পা রাখতে পারেননি। এদিকে রাজ্যে সরকার বদলালেও তাঁর ফেরার রাস্তায় ছেদ পড়েনি। তৃণমূল সরকারের আমলেও বারবার চেষ্টা করেও ফিরে আসার অনুমতি পাননি। কারণ, প্রতি বারই আশঙ্কা করা হয়, তাঁর আগমনে ফের উত্তেজনা ছড়াতে পারে। রাজ্যসভায় শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'একজন লেখিকা, একজন মানবতাবাদী যিনি নিজের কলম দিয়ে সব সময় ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়েছেন, তাঁকে কি কলকাতা আশ্রয় দিতে

পারে না? তসলিমা নাসরিন শুধু এক ব্যক্তি নন, তিনি এক প্রতিবাদের প্রতীক। আজ বাংলায় তাঁর ফেরার রাস্তা খুলে দেওয়া জরুরি।' তিনি আরও উল্লেখ করেন, তসলিমার লেখা 'লজ্জা' উপন্যাস বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়নের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। তাঁর সাহসী অবস্থান আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বিজেপির দাবি, লেখিকাকে কলকাতায় ফিরিয়ে এনে তাঁর মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, নির্বাচনের ঠিক আগে তসলিমা ইস্যুতে সরব হয়ে বিজেপি একাধিক ফায়দা তুলতে চাইছে। প্রথমত, মৌলবাদ বিরোধী অবস্থান তুলে ধরে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে বিভাজন তৈরি করা। দ্বিতীয়ত, তসলিমার মত একজন 'প্রতিবাদী' নারীর পক্ষ নিয়ে হিন্দু ও প্রগতিশীল ভোটারদের দৃষ্টিতে নিজেদের অবস্থানকে মানবিক ও সাহসী হিসেবে তুলে ধরা। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিজেপি চাইছে 'সফট হিন্দুত্বভা' এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মিশেলে এক নতুন সমীকরণ তৈরি করতে। তসলিমার প্রত্যাবর্তন সেই সমীকরণে এক গুরুত্বপূর্ণ 'চাল' হতে পারে। এছাড়া, রাজ্যের বর্তমান সরকারের 'সংকীর্ণতা' এবং 'স্বাধীনতার প্রতি অসহিষ্ণুতা' দেখিয়ে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার কৌশলও এতে রয়েছে। তবে এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেয়নি। তবে অতীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের অবস্থান বরাবরই ছিল, তসলিমার আগমনে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটতে পারে। তাই তিনি রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি পাননি। এখন বিজেপির এই দাবির মুখে তৃণমূল কী পদক্ষেপ নেয়, তা রাজ্য রাজনীতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, বিজেপি আগামী দিনে নির্বাচনী প্রচারে তসলিমা নাসরিন ইস্যুতে আরও সোচ্চার হতে পারে। এমনকি তাঁকে প্রচার মুখ হিসেবেও ব্যবহার করা হতে পারে। তবে তসলিমা নিজে কী সিদ্ধান্ত নেন এবং তৃণমূল সরকার কী অবস্থান নেয়, সেদিকে নজর থাকছে সব মহলের।

হিন্দিভাষী ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হলে ভোটাধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘণ হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০১১ সালের ক্ষমতায় আসার পর ৬টি ভাষাকে সংখ্যালঘু তকমা দেওয়া হয়েছিল। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। আর এই তকমা দেওয়া হয় ২০১১-র ২৭ জুন। তখন সরকারের তরফ থেকে এও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এই ভাষাভাষীদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হবে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। আদতে তা করা হয়নি বলেই অভিযোগ বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, এই ভাষাভাষীদের ওপর বিশেষ কোনও নজর না দেওয়ায় তারা সরকারের প্রতি ভরসাও হারিয়েছেন। এদিকে সামনেই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনের আগে চলছে ভোটার লিস্ট তৈরির কাজ। এই ভোটার লিস্ট তৈরির সময়েই শাসকদলের কোপে পড়ছেন এই ৬ ভাষাভাষীর লোকেরা। কারণ, শাসকদল বিলক্ষণ জানে যে ২০২৬-এর নির্বাচনে এই ৬ ভাষাভাষী গোষ্ঠীর লোকেদের ভোট তাদের পক্ষে যাবে না। আর সেই কারণেই ভোটার লিস্ট থেকে এই ছয় ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের লোককে বাদ দেওয়ার অভিযোগও সামনে এনেছেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। এমন অভিযোগ জানিয়ে সোমবার বিজেপির এক প্রতিনিধি দল তাঁদের অভিযোগ জানাতে যান ইলেকশন কমিশন অফিসে। বিজেপির তরফে এই প্রতিনিধিদের

মধ্যে ছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংও।

এদিন এই প্রসঙ্গে জিতেন্দ্র তিওয়ারি এও জানান, বিজেপির তরফ থেকে ইলেকশন কমিশনের কাছে এ অভিযোগও জানানো হয়েছে যে এই ছয় ভাষাভাষীর মানুষে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের ৬৫ টি বিধানসভা কেন্দ্রে। এই তালিকায় যেমন রয়েছে আসানসোল উত্তর এবং দক্ষিণ, ঠিক তেমনই রয়েছে ব্যারাকপুর, ভাটপাড়া, জগদ্দল, কামারহাটি, নৈহাটি, বীজপুর, কুলটি, রানিগঞ্জ পাণ্ডবেশ্বরের মতো জায়গাও। এই তালিকায় রয়েছে খোদ কলকাতার বরাহনগর, বেলগাছিয়া, কাশীপুর, জোড়াসাঁকো, ভবানীপুর, মানিকতলার মতো এলাকাও। রয়েছে হাওড়া, বালি, শিবপুরের মতো এলাকাও। খুব স্পষ্ট কথায় এগুলি প্রত্যেকটিই বিজেপি সমর্থক অধ্যুষিত এলাকা বলেই গত কয়েক বছরে পরিচিতিও পাচ্ছে বঙ্গ রাজনীতিতে। আর এখানেই ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে এই ছয় ভাষাভাষীর ভোটারকে বাদ দেওয়ারও আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে বঙ্গ বিজেপির তরফ থেকে। এদিকে এদিন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং জানান, পশ্চিমবঙ্গ ভাষাগত সংখ্যালঘু সমিতির পক্ষ থেকে, রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে জাল, মৃত ভোটারদের নাম মুছে ফেলার দাবিতে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সেই সঙ্গে শাসকদলের ভুল অভিযোগ ও নির্দেশে হিন্দিভাষী ভোটারদের নাম যাতে কাটা না যায় সে বিষয়েও দাবি জানানো হয়। প্রায় ৬৫ টি বিধানসভা আসনের কথা উল্লেখ করে, কমিশনকে বলা হয়েছে যে সঠিক তদন্ত ছাড়াই কোনও হিন্দিভাষী ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হলে তা তাদের ভোটাধিকারের স্পষ্ট লংঘন হবে।

ভোট না দেওয়ায় জল মিলছে না, অভিযোগ নস্যাৎ কাউন্সিলরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'ভোট নেই, জল নেই'। খাস কলকাতায় এমনই নাকি নিদান ১০৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর লিপিকা মান্নার। পাশাপাশি শাসকদলকে ভোট না দেওয়ার জেরে জলের কল তুলে দেওয়ার অভিযোগ উঠছে এই কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। এলাকাবাসীদের একাংশের অভিযোগ, ভোট না দিলে জল পাওয়া যাবে না বলে নিদান দিয়েছেন তিনি। এ ব্যাপারে বরো চেয়ারম্যান সুশান্ত ঘোষের কাছে নালিশ জানিয়েছে ৪০টি পরিবার। প্রসঙ্গত, ওই এলাকায় চারটে কল ছিল। অভিযোগ, সেই চারটে কল সরিয়ে খালের ধারে বসানো হয়েছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, 'কাউন্সিলর জানিয়েছেন, এখানে আর কল দেওয়া যাবে না। কারণ এখানে স্কুল রয়েছে। তারা নাকি আপত্তি জানাচ্ছে। আমাদের ওপার থেকে জল আনতে খুব কষ্ট হচ্ছে। আমাদের মিটিং মিছিলে ডাকা হয়। খুব বেশি যাওয়া হয় না। কাউন্সিলর বলছে, রোজ পার্টি অফিসে আসতে হবে। আমরা কোনও পার্টির মধ্যে নেই। আমার আত্মীয়রা কাউন্সিলরের কাছে গিয়েছিলেন। খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন।' এলাকারই এক

বয়স্ক মহিলা, যিনি কাউন্সিলরের কাছে আবেদন নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বক্তব্য, কাউন্সিলর বলছেন, তোমরা মিছিলে যাও না। কিন্তু বয়সের ভারে যে তিনি যেতে পারেন না তাও জানান তিনি। তাতেও কাজ হয়না।

বরো চেয়ারম্যান সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'আমার কাছে একটা মাস পিটিশন এসেছিল। দীর্ঘ ১২-১৩ বছর ধরে ওখানকার বাসিন্দাদের জলের সমস্যা ছিল। নারকেলবাগানের ওখানে তাঁদের নাকি জলের চারটে লাইন কেটে দিয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বরো এক্সিকিউটিভকে ডেকেছিলাম। জিজ্ঞাসা করি কারণ। তারা বলেছিল, কাটা হয়নি, সাময়িকভাবে একটা সমস্যা হচ্ছিল, কোথায় জল কম যাচ্ছে, সেটা দেখার জন্য লাইন কাটা হয়েছে। তাও আমি বলেছিলাম, একটা লাইন করে দেওয়ার জন্য।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'ভোট না দেওয়ায়, সার্ভিস না দেওয়া কোনও কারণ হতে পারে না। কলকাতার এমন অনেক জায়গাই আছে, যেখানকার মানুষ তৃণমূলকে ভোট দেয় না।' এদিকে এই ঘটনায় অভিযুক্ত কাউন্সিলর লিপিকা মান্না জানান, 'চারটে জায়গায় ১২টা থেকে ২৪টা কল দেওয়ার পরও কীভাবে আমি এলাকাবাসীকে এই ধরনের কথা বলতে পারি। যদি বলতামই, তাহলে আবার ২৪ টা কলই বা কেন দেব? এটা অবাস্তব, অযৌক্তিক কথা। এই রকম কোনও সিচুয়েশন তৈরি হয়নি। আমি এলাকায় ঘুরেছি, ওদের সমস্যার দেখেছি, যখন একটা জলের পাইপ লাইন বসিয়েছি, সার্বিকভাবে সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করেছি।' এদিকে এই ঘটনা সামনে আসার পরই সরব বিরোধীরা। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, 'প্রথম হচ্ছে, যে আমায় ভোট দেয় না, তারও আমি কাউন্সিলর। সুশান্ত তো দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিটা করে, ও জানে, এই লোকগুলো ভোট সামনের বার নাও দিতে পারে। আবার যে এবার ভোট দেয়নি, সে আগামী দিনে ভোট দিতে পারে।'

স্তব্ধ টিটাগড় লুমটেক্স জুটমিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রমিক অসন্তোষের জেরে উৎপাদন স্তব্ধ হয়ে পড়ল টিটাগড় লুমটেক্স জুটমিলে। কাজ হারালেন স্থায়ী অস্থায়ী মিলিয়ে পাঁচশো শ্রমিক। হোলির দু'দিন ছুটি কাটিয়ে সোমবার সকালে কাজে যোগ দিতে এসে শ্রমিকরা দেখেন মিলের যন্ত্রাংশ খুলে নেওয়া হয়েছে। যন্ত্রাংশ খোলা দেখেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন শ্রমিকরা। কাজ বন্ধ রেখে তারা মিল চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল করেন। মিছিল শেষে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা মিলের গেটে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। মিল চত্বরে উত্তেজনা থাকায় মিলের গেটে পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। মিল শ্রমিক তারকেশ্বর গিরি জানান, এদিন সকালে তারা কাজে যোগ দিতে এসে দেখেন যন্ত্রাংশ খুলে নেওয়া হয়েছে। যন্ত্রাংশ খোলার প্রতিবাদ জানিয়ে তারা বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। তাঁর দাবি, ১১০ টনের মিল এখন ১৫ টনে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা গন্ডা মিটিয়ে মালিকপক্ষ মিলের সমস্ত যন্ত্রাংশ বেঁচে দিক। আরেক শ্রমিক রাজ কুমার বর্মা বলেন, মাঝে মধ্যেই মিলের যন্ত্রাংশ খুলে নেওয়া হয়।

হোলির দু'দিন ছুটি কাটিয়ে মিলে কাজে যোগ দিতে এসে দেখি যন্ত্রাংশ খোলা। তাঁর অভিযোগ, শ্রমিকদের পিএফের টাকা ঠিকমতো জমা পড়েনি। গ্যাচুইটির টাকাও মিলছে না। অবসর নেওয়ার পর শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য পিএফ ও গ্যাচুইটির টাকা পাচ্ছেন না। লুমটেক্স জুটমিলের পরিস্থিতি নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ তথা শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং বলেন, বাংলায় জুটশিল্প থেকে শুরু করে চা শিল্প ও স্টিল ইন্ডাস্ট্রি সবই শেষ হয়ে গিয়েছে। তাঁর দাবি, সিপিএম শিল্পের যা সর্বনাশ করেছে, তার চেয়ে দ্বিগুন সর্বনাশ করছেন মমতা ব্যানার্জি। তাঁর অভিযোগ, লুমটেক্স জুটমিলের মেশিনপত্র তুলে দিয়ে গোডাউন ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। ১২৫ টনের মিলে এখন ২০ টনের কম উৎপাদন হয়।

সম্পাদকীয়

দক্ষিণে মৃদুমন্দ বাতাস বইছে যেন শীতের জরাগ্রস্ত ধরার বুকে শিহরন জাগাতে

ফাগুন হাওয়ার দোল লেগেছে বাংলার নিসর্গ প্রকৃতিতে। ফুলে ফুলে রঙিন হয়ে উঠছে প্রকৃতির সবুজ অঙ্গন। শুধু তা-ই নয়, গাছে গাছে ফুটেছে আমের মুকুল। আশ্রম প্রাঙ্গণে এত দিন শীতের চাদর মুড়ি দিয়ে থাকা কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া অলৌকিক স্পর্শে জেগে উঠেছে। ঋতুরাজ বসন্তকে প্রকৃতি বরণ করে জানিয়েছে, 'স্বাগত বসন্ত'। বসন্তের এই আগমনে আমাদের মনে ভেসে ওঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই গান, 'আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে,/ এত বাঁশি বাজে, এত পাখি গায়...।' সোনাঝুরি কিংবা আশ্রম প্রাঙ্গণে ঝরা পাতা যেন কত না বলা কথা শুনবে বলে বসে থাকে। ক্রমশ গাছে গাছে কচি পাতার আবির্ভাব হতে শুরু করেছে। চার পাশ নানা রঙের ফুলে ভরে গেছে। দক্ষিণে মৃদুমন্দ বাতাস বইছে যেন শীতের জরাগ্রস্ত পৃথিবীর বুকে শিহরন জাগাতে। বাতাসের মর্মর ধ্বনি আর কোকিলের কুহু কুহু ডাক বাংলার প্রকৃতিতে অনুরাগের প্লাবন নিয়ে আসে। কোকিলের কুহুতান, দখিনা হাওয়া, শুকনো ঝরাপাতার এলোমেলো শয্যা দেখে মনে হয় প্রকৃতির মিলন এই বসন্তেই। বসন্ত মানেই তো পূর্ণতা। বসন্ত মানেই নতুন প্রাণের কলরব। মিলনের এই ঋতু বাসন্তী রঙে সাজিয়ে তোলে সকলের হৃদয়কে। আর অপেক্ষা করে কয়েক দিন পর বসন্ত উৎসবের রং যেন সবার মর্মে ও কর্মে লাগে। বাঙালির জীবনে বসন্তের উপস্থিতি অনাদিকাল থেকেই। কবিতা, গান, নৃত্য আর চিত্রকলায় রয়েছে বসন্তের বন্দনা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে আধুনিক বাউল কবির মনকেও নাড়া দিয়েছে ঋতুরাজ বসন্ত। সেই জন্যই বসন্ত বাতাসে বন্ধুর বাড়ির ফুলের সুবাসে মন আনচান করে বাউল কবির। গ্রামের মেঠোপথ, নদীর পাড়, গাছ, মাঠভরা ফসলের খেত বসন্তের রঙে রঙিন। গ্রামের পথ পেরিয়ে শহরের ইট-পাথরের জীবনেও বসন্ত আসে। রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গানের আকুতি যেন ছড়িয়ে পড়ে চার দিকে; 'ফাগুন, হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান/ তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান/... আমার বাঁধন-ছেঁড়া প্রাণ।'

শব্দবাণ-২২৩

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. অনুমান ৩. দৃষ্টিপাত, অবলোকন ৫. ছাউনি ৬. শুল্ক, কর ৭. ঈশ্বরে বা ধর্মে বিশ্বাস ৯. অনায়াস ১১. সবুর করা ১২. বিশদ বিবরণ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বাজে গাছপালার জঙ্গাল ২. উক্তি ৩. বাঁশ চেঁছে তৈরি করা চাটাই ৪. শিব ৭. এই দিক ৮. পাওনা ৯. বন, অরণ্য ১০. — বদ মা লিখ।

সমাধান: শব্দবাণ-২২১

পাশাপাশি: ২. বিমলানন্দ ৩. নকআউট ৬. কমলাকর ৭. সংশোধন।

উপর-নীচ: ১. প্রশাসনিক ২. বিমানবালা ৪. আচারবান ৫. টমকাকার।

জন্মদিন

আজকের দিন

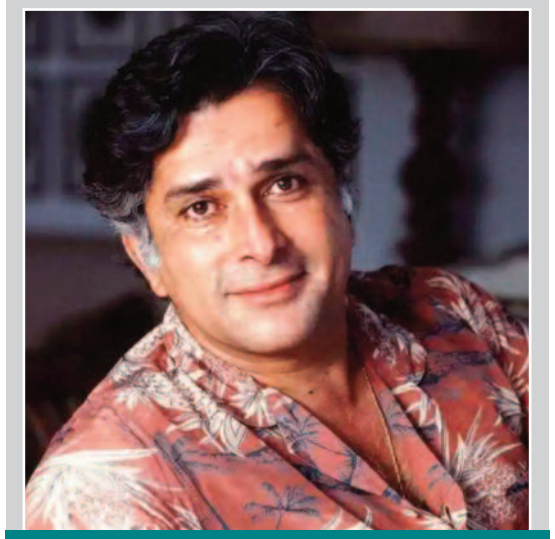

শশী কাপুর

১৯১৯ বিশিষ্ট বাম রাজনীতিবিদ ইন্দ্রজিৎ গুপ্তর জন্মদিন।
১৯৩৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শশী কাপুরের জন্মদিন।
১৯৪৬ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা নবীন নিশ্চলের জন্মদিন।

শুধু মৌখিক ভাবে প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে ভোট বৈতরণী পাড় করা সম্ভব নয়। কঠিন বাস্তবে এর প্রতিফলন ঘটলে আদতে বিজেপির লাভ। দেশের সাধারণ মানুষের ইচ্ছেতেও শীলমোহর পড়বে সঙ্গে ভুতুড়ে ভোটারের স্থান হবে কফিনে, যদি অবশ্য সুকান্ত মজুমদারেরা আক্ষরিক অর্থে নিজেদের কথার বাস্তবায়ন চান, তবেই। আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সততার গ্ল্যামার আজ ফসিলে পরিণত ঠিকই। কিন্তু স্টেজে মারতে গেলে সাবধান আরও সামনের পাঁচ বছরের নিরিখে। কারণটা কি জানেন, তৃণমূল নেত্রীর গ্ল্যামার গেলেও এখনও কিন্তু যাদুকরী স্ট্যান্ট শেষ হয়ে যায়নি।

সততার গ্ল্যামারে বিবর্ণ মমতা স্ট্যান্টেই ভানুমতী

সুবীর পাল

চলতি বছরের সাম্প্রতিক দুটি তারিখ। এ যেন বাংলার রাজনৈতিক দুটি ভিন্ন মেরুর গর্জন বনাম হুংকার। পারস্পরিক হুঁশিয়ারি একে অপরকে। পাঙ্গা মত লেনা গোছের।

কি সেই দুটি তারিখ? আর কিইবা এমন চ্যালেঞ্জ মার্কা উভয়ের বিরুদ্ধ সিংহ নিনাদ?

প্রথম তারিখটা গত ২৭ ফেব্রুয়ারি। বাংলার শাসকদল তথা তৃণমূলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন প্রথমবারের মতো সোচ্চার হলেন, 'ভোটার পরিচিতি কার্ডে পৃথক ইউনিক এপিক নম্বর অতি আবশ্যক।'

পরের তারিখটা ৭ মার্চ। ওইদিন রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির বঙ্গ সভাপতি সুকান্ত মজুমদার দাবি জানালেন তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্য প্রসঙ্গে, 'এপিক কার্ডে ভোটারদের আঙুলের ছাপ সংযুক্তির ব্যবস্থা করা হোক।'

আপাতত দৃষ্টিতে এই দুটি দিনে রাজ্যের বিবাদমান দুই রাজনৈতিক শিবিরের দুই শীর্ষ নেতৃত্বের বক্তব্য শুনলে মনে হতেই পারে আমজনতার, এ আর এমন কি? দুজনেই তো চাইছেন রাজ্যে আগামী ভোটদানপর্ব অবাধে ও নির্বিঘ্নে যাতে সম্পন্ন হয়। আর এক্ষেত্রে দুজনে পারস্পরিক ভাবে কতই না আন্তরিক।

কিন্তু রাজনৈতিক চক্রব্যূহের এই দুই নেতা নেত্রীর বর্তমান সম্পর্ক যে অহিনকুলের। ফলে এইসব মন্তব্য প্রকৃতই সৌহার্দ্যপূর্ণ, এমন বিশ্বাস করাটা সত্যি মূর্খামির পরিচয় হবেই হবে। আসলে এই মন্তব্যসমূহ আদতে একেকটা আস্ত বিপরীতমুখী ধারালো ছুরি। আর তা ভোটের ময়দানে তো, 'এ ছুরি জানে ভানুমতীর খেল।'

তাহলে আর কি, রাজনৈতিক বিশ্লেষণের চায়ের কাপে এই ভানুমতির খেলার ফ্লেবারটা না হয় 'থোড়া সে' চুমুক দেওয়াই যাক, কি বলেন?

বিশ্লেষণের প্রথমেই মনে পড়ল একটা ক্যাচ লাইনের প্রাসঙ্গিকতা। 'ভাবের ঘরে চুরি। যেন ঠাকুর ঘরে কে? আমি তো কলা খাইনি!'

এই বহুল প্রচারিত বাংলা প্রবাদটি এখন রাজ্যের বিরোধী দলগুলির যেন ব্যঙ্গাত্মক আক্রমণের এক তুখোড় হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। অন্তত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণের নিশানা করতে এভাবেই তো অধুনা কামান দাগিয়ে চলেছেন রাজ্যের বিজেপি ক্যাপটেন।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের রাজ্য সম্মেলনের ডাক দেন। সেখানেই তিনি সবাইকে চমকে দিয়ে আওয়াজ তোলেন, রাজ্যবাসীর ভোটার এপিক নম্বর নিয়ে বড়সড় গড়মিলের অভিযোগের কথা জানতে পারা গেছে। সেই সম্মেলনে তিনি বলেন, 'রাজ্যে বসবাসকারীদের বহু ভোটার কার্ডের এপিক নম্বর নিয়ে ব্যাপক গড়বড় করা হয়েছে। একই এপিক নম্বরে দুজন বা ততোধিক ভোটার রয়েছে। একজন এই রাজ্যের তো অন্যজন ভিন প্রদেশের। এটা ইচ্ছে করে করা হয়েছে। বিজেপির নির্দেশে কাঠের পুতুল হয়ে নির্বাচন কমিশন এধরণের চক্রান্ত করে চলেছে। যাতে বিরোধীরা ভোটে পর্যদুস্ত হয়।' তিনি গলার সুর আরও চড়িয়ে মন্তব্য করেন, 'ঠিক এই প্রকার চালাকি করে নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি দিল্লি ও মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটে জয়লাভ করেছে। সামনের বছর এই রাজ্যেও বিধানসভা ভোট হবে। এই একই চালাকি বিজেপি এখানেও করতে চাইছে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে। কিন্তু বাংলার মাটি শক্ত ঘাঁটি। এখানে এইসব জুয়াচুরি চলবে না। আমরা এই চক্রান্ত রুখবো যে কোনও মূল্যেই হোক। আমাদেরকে হারানোর জন্য তলে তলে বিজেপিকে সঙ্গ দিচ্ছে সিপিএম ও কংগ্রেস। এই চালাকি আমরা ধরে ফেলেছি। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি করবো, আগামী বছরে যে বিধানসভা ভোট রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে সেখানে প্রতিটি ভোটদাতার এপিক কার্ডে পৃথক ইউনিক এপিক নম্বর উল্লেখ করার ব্যবস্থা যেন অবিলম্বে করে নির্বাচন কমিশন।'

মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পর থেকেই কার্যত দলের কর্মীরা রাজ্যওয়ারি অলিতে গলিতে নেমে পড়েছে ভোটার তালিকায় বিভিন্ন ত্রুটি খুঁজতে। তৃণমূলের এইরকম প্রয়াসে রাজ্যবাসীর একটা বড় অংশের মানুষ ভাবতে শুরু করেছেন, তবে কি এবার প্রতিটি বুথের ভোটার তালিকা থেকে ভুতুড়ে ভোটার প্রকৃতই বাদ পড়তে চলেছে? আর এই প্রশ্নকে ঘিরেই শুরু হয়ে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে জোর রাজনৈতিক চাপান উতোর পর্ব।

কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে গত ৭ মার্চ একটি কেন্দ্রীয় সরকারের আয়োজিত 'উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় উন্নয়ণের রোডম্যাপ' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছিলেন সুকান্ত মজুমদার। কেন্দ্রীয় উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় উন্নয়ণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্যের বিজেপি সভাপতি সুকান্তবাবু তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ করেই সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে রীতিমতো তুলোধুনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কার্যত ইউনিক এপিক নম্বর প্রসঙ্গে তিনি রাজ্যের শাসক নেত্রীকে উল্টে কাঠগড়ায় তোলেন। তিনি এই ইস্যুর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'রাজ্যে ভোটার তালিকায় ভুতুড়ে ভোটারের সংখ্যা অসংখ্য। আমাদের যা প্রাথমিক হিসাব তাতে ভোটার তালিকায় রয়ে গেছে ১৭ লক্ষ ভুতুড়ে ভোটার। এই ভুতুড়ে ভোটার কারা? ভুতুড়ে ভোটারের মধ্যে বেশির ভাগটাই হলো বাংলাদেশ থেকে লুকিয়ে আগত রোহিঙ্গা ও সংখ্যালঘু অনুপ্রবেশকারী। এরা হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাস লোক। তৃণমূল এদের আধার কার্ড ও সরকারি পরিচয়পত্র বানিয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগেছে। তাছাড়া মৃত মানুষেরাও তো তৃণমূলের আন্তরিক জীবন্ত ভোটার হয়ে উঠেছে রাজ্যের প্রতিটি কোনায়। দেশের ক্ষতিসাধন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের অবৈধ ভোট ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত করতে চাইছেন।

এখানেই না থেমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন, ক্ষুন্নিজের অপকর্ম ঢাকতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার মিথ্যা ছলনার আশ্রয় নিচ্ছেন। রাজ্যের শাসক দলের সত্যি যদি সদিচ্ছা থাকতো তবে কেন বছরের পর বছর ধরে এই রাজ্যের ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত হলো না? হঠাৎ এখন কেন তিনি এই অভিযোগ করছেন? মুখ্যমন্ত্রী কি দেড় দশক ধরে এসব জানতেন না? নাকি জেগে ঘুমাচ্ছিলেন। আসলে এখন তিনি রাজ্যবাসীকে বোকা বানিয়ে উনার বিরুদ্ধে ওঠা নানা দুর্নীতির অভিযোগ থেকে প্রচারের ফোকাস ঘোরাতেই এসব আওয়াজ পরিকল্পনা মাফিক তুলছেন।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করতে গিয়ে এখানেই থেমে থাকেননি সুকান্তবাবু। এরপরেই ছুড়দেন মোক্ষম অস্ত্র। তাঁর বক্তব্য, 'ভোটার তালিকা ত্রুটিমুক্ত ও অবাধ নির্বাচন করা যদি সত্যি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্য থাকতো তবে তিনি তো ভোটারদের আঙুলের ছাপ নির্বাচনের সময় যাচাই করণের দাবি তুলতে পারতেন। এব্যাপারে তিনি চুপ কেন? আমরা তো চাইছি, এই পদ্ধতি লাগু হোক। এরকম হলে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট আমি শত চেষ্টা করেও দিতে পারবো না। তেমনি সুকান্ত মজুমদারের ভোট উনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও দিতে ব্যর্থ হবেন। ওইসব আজেবাজে অবান্তর কথা বলে বাজার গরম না করে বুকে দম থাকলে বলুন, ভোটারদের আঙুলের ছাপ ভোটদান পর্বে আবশ্যক হোক। দেখি আপনার কত বড় হিম্মৎ।'

এখন প্রশ্ন হলো, রাজ্যের শাসক নেত্রী এমন একটা সময়ে এই ইউনিক এপিক নম্বরের দাবি তুললেন, যখন স্বাভাবিক নিয়মে রাজ্যে আসন্ন নির্বাচন হতে আর মাত্র এক বছর বাকি আছে। বলতে পারা যায় অনায়াসেই ভোটের ময়দানে এটা যেন একটা শিরে সংক্রান্তি পর্বের ক্যামডাউন শুরু। এমন একটা সময়ে, যেখানে সরকার বিরোধী জ্বলন্ত বিভিন্ন ইস্যুগুলো সামনে চলে আসছে অনবরত। আরজিকরের ধর্ষণ ও খুন কান্ড তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনে আপাতত সবচেয়ে বড় পরাজয়। এর উপর গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো দগদগে ঘায়ে পরিণত হয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের থেকে উঠে আসা অজস্র দুর্নীতির অভিযোগ। অথচ সিপিএম, কংগ্রেস তথা বিজেপির মতো প্রতিপক্ষেরা এতো গরম গরম ইস্যু হাতে পেয়েও সেভাবে বিরোধী আন্দোলনকে এখনও চুড়ান্ত পর্যায়ে জনমুখী করে উঠতেই পারেনি। সিপিএম জমানায় বছরের পর বছর ধরে প্রতিদিন বিরোধী আন্দোলনকে লাগাতার কোন উচ্চ পর্যায়ের পৌঁছে দেওয়া যায় সারা রাজ্য জুড়ে একক মুন্সীয়ানায়, তা কিন্তু বিরোধী নেত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজও সারা ভারতের কাছে দলমত নির্বিশেষে দৃষ্টান্তের। সেই ধারের ও ভারের পরিমাপের অনুপাতে বর্তমানের বিরোধী শিবির বহু যোজন যে আজও পিছিয়ে আছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আসলে চতুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটের গন্ধ পেলেই অনেক আগের থেকে, বলা বাহুল্য অনান্য সমস্ত বিরোধী দলের শীতঘুম ভাঙ্গার অনেক আগেই স্ট্যান্ট রাজনীতি হাতিয়ার করে মাঠে খেলতে নেমে পড়েন। সে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, দিদিকে বলো, বাংলা নিজের মেয়েকে চায় থেকে পায়ে আঘাত, কপালে আঘাত, ভুল মন্ত্র উচ্চারণ, মনিষীদের সম্পর্কে অবান্তর বকা, এরকম কত যে কি! এহেন কত কত গসিপ যে তিনি ইচ্ছে করে ভাসিয়ে দেন ভোটের বাজারে মরশুমি চুটকির মতো তার ফর্দ বানাতে গেলে লেখার কালি ফুরিয়ে যাবে, এটা হলফ করে বলা যায়। এর একটাই উদ্দেশ্য, প্রতিটি মানুষের প্রতিটি আলোচনায় তিনি যেনতেন প্রকারেণ প্রাসঙ্গিক হয়ে যাতে সর্বক্ষণ থাকতে পারেন। তা হোক যতই সমালোচনার বা কৌতুকের। কোনও পরোয়া নেই। সবাই যেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটা উচ্চারণ করেন। উঠতে, বসতে, ঘুমোতে, খেতে, আড্ডা, চায়ের দোকানে, বাসের ভিড়ে, সর্বত্র মানে সর্বত্র। এটাই হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অনবদ্য রাজনৈতিক ভানুমতীর খেল। ভোটের ময়দানে যিনি যত বেশি প্রাসঙ্গিক তিনি কিন্তু ততই শক্তিশালী প্রতিপক্ষ, এটা তিনি কিন্তু বেশ ভালোই বোঝেন। অন্তত রাজ্যের যাবতীয় দলের সমস্ত নেতাদের থেকে তিনি এবিষয়ে একেবারে ফার্স্ট লেডি।

মুখ্যমন্ত্রীর তোলা এই ইউনিক এপিক নম্বর ইস্যুটাও কিন্তু পুরোপুরি একটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব ঘরাণার স্ট্যান্ট রাজনীতি। তিনি খুব ভালো করেই জানেন, এই ইস্যু নিয়ে দীর্ঘকালীন জলঘোলা করতে পারবেন না। চাইলেও না। কারণ তিনি এখনও বলতে পারেননি বা বলতে চাননি, এপিক কার্ডের একই নম্বরে একাধিক ভোটার রয়েছে অন্য রাজ্যে, সেরকম এপিক কার্ডের আসল সংখ্যাটা কত? আর এই সংখ্যার প্রকৃত তথ্য তিনি যে দেবেনও না এটা সহজেই অনুমেয়। কারণ গোটা রাজ্যে এই সংখ্যার পরিসংখ্যানগত অস্তিত্ব অনুবীক্ষণ দিয়ে খুঁজতে গেলেও কালঘাম ছুটতে বাধ্য।

তাছাড়া এপিক কার্ডে একই নম্বর বিশিষ্ট বাইরের রাজ্য থেকে এসে কেউ এই রাজ্যে ভোট দিয়ে চলে যাবেন কোন উপায়ে, বলতে কি পারবেন তৃণমূল নেত্রী? ওই নম্বরের স্থানীয় ভোটার কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঙ্গুল চুষবে বুথ কেন্দ্রে না গিয়ে। অবশ্য আপনার দলের বাহিনীরা যেভাবে ভোটারদের বাড়ি বন্দী করে রাখেন কোথাও কোথাও, সেকথা আলাদা। এরপরেও তো প্রতিটি বুথে বিভিন্ন দলের নির্বাচনী এজেন্ট বসে থাকেন। তাঁরা তো মোটামুটি ভাবে এলাকার সকল ভোটারদের চেনেন। আর যদি প্রক্সি ভোট কোনও কারণে এপিকে একই নম্বর যুক্ত অন্য কেউ দিয়েও ফেলেন, তাহলে সেই সংখ্যার সম্ভাবনা কত হতে পারে? আসলে অতলে খতিয়ে দেখলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা ইস্যু প্রকৃতপক্ষে বায়বীয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও এই ইস্যুতেই তিনি গোটা দলকে ঝাঁকিয়ে দিলেন পুরোপুরি। পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে বাড়ি বাড়ির দুয়ারে ভোটার তালিকা হাতে দলের নেতাকর্মীদের জনসংযোগে লিপ্ত করলেন। সঙ্গে দেশের বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধীর সমর্থন আদায় করলেন। পাশাপাশি সংসদে হল্লা মাচিয়ে দিলেন স্রেফ একটা বায়বীয় ইস্যুকে হাতিয়ার করে। নির্বাচন কমিশনকে বিরম্বনাতেও ফেললেন নিপুণ হস্তে। এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটাই তাঁর ভানুমতীর স্ট্যান্ট খেল।

প্রশ্ন একটাই, এখন তিনি এই ইস্যুটা কেন তুলে আনলেন? উত্তর হলো, ওই যে ভানুমতীর খেল নামক স্ট্যান্ট রাজনীতিতে তিনি বরাবরের মতো এখনও অতি সিদ্ধা। সম্প্রতি রাজ্য জুড়ে গুঞ্জন চরমে চলছে তৃণমূলের যুবনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কিত নানা প্রসঙ্গে। কিছু কিছু হরেক বিভ্রান্তি অবশ্যই আছে। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি মাত্রায় লোকের মুখে মুখে রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ওঠা অজস্র আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ। সম্প্রতি কিছু মামলায় জনৈক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কিত একাধিক চার্জশিট জমা পড়েছে আদালতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে। ফলে এই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইস্যুতে মুখে স্বীকার না করলেও তৃণমূল কিন্তু ভোট ময়দানে অনেকটাই ব্যাকফুটে রয়েছে। তাই ইউনিক এপিক নম্বর নামক তাসটিকে এই মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ট্রাম্পকার্ড হিসেবে ব্যবহার করে তৃণমূল সম্পর্কে জনমানসে কি প্রভাব রয়েছে এইমুহূর্তে তারই জল মাপতে চেয়েছেন।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার শাসক নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ট্রাম্পকার্ডকেই কার্যত ভোঁতা করে দিতে চেয়েছেন। তাই তিনিও সুযোগ বুঝে ওভার ট্রাম্পকার্ড হিসেবে আঙুল ছাপের প্রসঙ্গটা সামনে তুলে এনেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর পাল্টা হিসেবে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর প্রস্তাবটাও কিন্তু ভীষণ জনমোহিনী। রাজনৈতিক দলগুলোর স্বদিচ্ছায় অভাব থাকলেও আপমর ভারতবাসী কিন্তু মনে প্রাণে আশা করেন, আঙুলের ছাপ সহ সম্পূর্ণ বায়ো ম্যাট্রিক্স পদ্ধতির সাহায্যে যেন ভোটারেরা নিজেদের ভোট নিজেরা দিতে পারেন। তাই সুকান্তবাবুদেরও উচিৎ আঙুলের ছাপ ইস্যুতে কায়মনোবাক্যে এখনই ভোটের ময়দানে নেমে পড়া। শুধু মৌখিক ভাবে প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে ভোট বৈতরণী পাড় করা সম্ভব নয়। কঠিন বাস্তবে এর প্রতিফলন ঘটলে আদতে বিজেপির লাভ। দেশের সাধারণ মানুষের ইচ্ছেতেও শীলমোহর পড়বে সঙ্গে ভুতুড়ে ভোটারের স্থান হবে কফিনে, যদি অবশ্য সুকান্ত মজুমদারেরা আক্ষরিক অর্থে নিজেদের কথার বাস্তবায়ন চান, তবেই। আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সততার গ্ল্যামার আজ ফসিলে পরিণত ঠিকই। কিন্তু স্টেজে মারতে গেলে সাবধান আরও সামনের পাঁচ বছরের নিরিখে। কারণটা কি জানেন, তৃণমূল নেত্রীর গ্ল্যামার গেলেও এখনও কিন্তু যাদুকরী স্ট্যান্ট শেষ হয়ে যায়নি।

একদিন | আমার বাংলা | কলকাতা, ১৮ মার্চ ২০২৫ | ৫

দুর্নীতির অভিযোগে মুখ খোলায় হুমকি, আতঙ্কে ঘর ছাড়া খোদ তৃণমূলের যুবনেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: পানাগড় শিল্পতালুকে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে এখন আতঙ্কে ঘর ছাড়া খোদ দলেই যুবনেতা। বুদবুদের কোটা অঞ্চলের তৃণমূল যুব সভাপতি সুরজ কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ দুর্নীতির প্রতিবাদ করে তিনি এখন ঘরছাড়া। সুবিচার চেয়ে বুদবুদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ তারিখে বুদবুদের কোটা গ্রাম সংলগ্ন পানাগড় শিল্পতালুকে স্থানীয়দের চাকরির দাবিতে গ্রামবাসীদের নিয়ে শিল্পতালুকের একটি রাষ্ট্রয়ত্ত তেল সংস্থার বটলিং প্লান্টের গেটের সামনে বিক্ষোভে নামেন বুদবুদের কোটা অঞ্চলের তৃণমূলের যুবনেতা সুরজ কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ওই দিন তিনি অভিযোগ করেন টাকার বিনিয়ে আউশগ্রাম দু'নম্বর ব্লকের তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি ইন্দ্রজিৎ কোনার বাইরে থেকে লোক নিয়োগ করাচ্ছেন। আর গ্রামের যারা জমি দাতা, যারা বেকার যুবক রয়েছে তারা কেউ কাজ পাচ্ছে না।

অভিযোগ তার অপরাধ এটাই ছিল, যে সে কেন সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলেছে। অভিযোগ তার পরেই ওই দিন তার বাড়িতে গিয়ে আউশগ্রাম দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি ইন্দ্রজিৎ কোনার ও তার অনুগামীরা তাকে হুমকি দেয় ও চাপ দেওয়া হয় দুর্নীতির অভিযোগের বয়ান পরিবর্তন করতে। এরপর ওই রাতে তাকে তার স্ত্রী, মা আর সন্তানের সামনে কান ধরে ওঠবস করানো হয় বলে অভিযোগ। ভয়ে সে ওই দিন বিকেলে সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজের বয়ান বদল করলেও রাতেই বুদবুদ থানায় গিয়ে গোটা বিষয় নিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তারপর থেকেই আতঙ্কে পরিবার পরিজনকে ছেড়ে তিনি বাইরে থাকতে বাধ্য হন।

ইতিমধ্যে সুবিচার আর পরিবারের নিরাপত্তা চেয়ে বুদবুদ থানা ও দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে আতঙ্কিত ওই তৃণমূল যুব নেতা। যদিও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে তার বিরুদ্ধে পাল্টা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছে ইন্দ্রজিত কোনার। তার পাল্টা দাবি, ওই সংস্থায় যারা কাজ করছে অধিকাংশই এলাকার যুবক। তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যদিও পশ্চিম বর্ধমান সাংগঠনিক জেলা বিজেপি নেতা তথা দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘড়ুইয়ের অভিযোগ, এটা লজ্জার ঘটনা শাসক দলের কাছে।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয়লাভ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশ গ্রাম দু'নম্বর ব্লকের গেরাই অঞ্চলের বলরামবাটি সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয়ী হল তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা। সোমবার এই সমবায় সমিতিতে নটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য তৃণমূলের পক্ষ থেকে নয় জন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবেদন জমা করা হয়। সোমবার ছিল আবেদন জমা দেওয়ার শেষ দিন। শেষ দিনে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা ছাড়া আর কোনও দলের পক্ষ থেকে প্রার্থী দেয়নি। ফলে সোমবার দুপুরে সময় অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীদের নয় জনকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। এই খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় আনন্দে মেতে ওঠেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা ও নয় জন প্রার্থী। ব্লকের যুবনেতা শেখ আফজল রহমান (সঞ্জু) জানিয়েছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষের জন্য একের পর এক উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছেন। সেই উন্নয়ন দেখে বিরোধীরাও আর এগিয়ে এসে প্রার্থী দিচ্ছে না। যদিও বিরোধীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে কোনওরকম বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়নি। বরং বিরোধীরা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারে তার ব্যবস্থাও তারা করেছিলেন। ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের জন্যই বিরোধীরা প্রার্থী দেননি বলে তার দাবি। যার ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থিত প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে সমবায় সমিতির দখল নেয়। তার দাবি, আগামী দিনে সমবায় সমিতির মাধ্যমে এলাকার মানুষের যাতে উন্নয়ন হয় সেই দিকটাই নজর দেবেন তারা।

আরামবাগে নতুন বিজেপি সভাপতিকে ঘিরে উচ্ছ্বাসের মাঝেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি হলেন সুশান্ত বেরা। এই ঘোষণা হওয়ার পরেই আরামবাগ বিজেপির একাংশের উচ্ছ্বাস। তবে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রভাব দেখা গেল সভাপতি বরণে। সদ্য সভাপতিকে বরণ করার জন্য বিজেপির একাংশ যজ্ঞ থেকে শুরু করে বাইক মিছিল করে। কিন্তু সেই কর্মসূচিতে আরামবাগ মহকুমার দুই বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক ও মধুসূদন বাগকে দেখা গেলেও খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ ও পুরশুড়ার বিধায়ক তথা প্রাক্তন সভাপতি বিমান ঘোষকে দেখা যায়নি। আর এই নিয়েই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা। বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব যে অব্যাহত। নতুন সভাপতির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হল চার বিধায়ককে একত্রিত করে ২০২৬ সালের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। পাশাপাশি ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের পরাজয়কে মাথায় রেখে আরামবাগ মহকুমার চারটি বিধানসভা আবারও বিজেপির দখলে রাখা। তবে এই কাজ করা অত সহজ হবে না বলে মনে করছেন বিজেপির একাংশ। কারণ এর আগেও সুশান্তবাবু আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি ছিলেন। সেই সময়ও আরামবাগ বিজেপি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ বনাম বিজেপির জেলা সভাপতি গোষ্ঠী সহ আরামবাগ বিধায়ক মধুসূদন বাগ। এবারও সুশান্তবাবু সভাপতি হওয়ার পর মাঠে দেখা গেল আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগকে।

জানা গিয়েছে, নিজ নিজ এলাকায় দলীয় কর্মসূচিতে ব্যস্ত ছিলেন পুরশুড়ার বিমান ঘোষ ও খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। পরে বিমানবাবু নতুন সভাপতিকে দলীয় কার্যালয়ে সংবর্ধনা দেন। কিন্তু আরামবাগ ও গোঘাটের বিধায়ক কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা নিয়ে সদ্য সভাপতির বরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই নিয়ে বিজেপির একাংশের দাবি, জনবিচ্ছিন্ন দুই বিধায়ক মধুসূদন বাগ ও বিশ্বনাথ কারকের কাজ না থাকায় জেলা সভাপতির আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করছেন। এই বিষয়ে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুশান্ত বেরার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, '২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে বিজেপি এই লোকসভার সাতটি বিধানসভাতেই ভালো ফল করবে। খুব তাড়াতাড়ি চারজন বিধায়ককে একত্রিত করে কথা বলব।' আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ বলেন, 'চার বিজেপি বিধায়কের মধ্যে মতান্তর থাকতে পারে কিন্তু মনান্তর নেই। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সিট বাড়বে বিজেপির।' তবে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে তৃণমূল নেত স্বপন নন্দী কটাক্ষ করে বলেন, 'কে সভাপতি হল সেই বিষয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই। বিজেপি আরামবাগ লোকসভায় হেরেছে। বিধানসভাতেও সাতটিতে হারবে।

অভিযোগ জানাতে এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে লালরঙা ডাকবাক্স বসাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড় থেকে, অফিস পাড়া থেকে উধাও হয়েছে ডাকঘরের চিঠি ফেলার লাল ডাকবাক্স। ল্যান্ড ফোন ছাপিয়ে মোবাইল ফোন ও হোয়াইটস অ্যাপ চ্যাটের দাপটে ব্যক্তিগত ও সরকারি কাজের পরিসরে কমেছে চিঠি লেখার অভ্যেস। পুরোনো অভ্যেস ফিরিয়ে চিঠি তথা অভিযোগ ও পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে সরাসরি গ্রামীণ এলাকার মানুষের সঙ্গে সংযোগ বাড়াতে পদক্ষেপ করল হুগলি গ্রামীণ পুলিশ।

সিঙ্গুর থানার পুলিশের তরফে বিলরামবাটি হাটতলা, আনন্দনগর বাজার, নসিবপুর মোড় ও হরিপুর মোড়ে লাল ডাকবাক্সের আদলে চারটি অভিযোগ বাক্স রাখা হয়েছে। যেখানে সাধারণ মানুষ তাঁদের অভিযোগ, পরামর্শ সরাসরি পোলবা থানার কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। যেখানে সিসি ক্যামেরা নেই, এমন জায়গাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে এই লালবাক্স বসানোর জন্য, যাতে যাঁরা অভিযোগপত্র জমা করবেন, তাঁদের পরিচয় গোপন থাকে। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের পক্ষ থেকে জনসাধারণের কাছে সামাজিকমাধ্যমে আবেদন করা হয়েছে, 'আপনার এলাকায় দীর্ঘ আইন, শৃঙ্খলাজনিত কোনও ঘটনা বা বেআইনি কার্যকলাপ, অথবা কোনও ঘটনা, যেটি প্রশাসনকে জানানো প্রয়োজন বলে আপনারা মনে করেন, সেগুলো একটি সাদা কাগজে লিখে, এই ড্রপবক্সের মধ্যে ফেলে যাবেন। এ ক্ষেত্রে আপনি যদি চান, আপনার নাম, পরিচয় গোপন রেখেও অভিযোগ জানাতে পারেন। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিঙ্গুর থানার ওসি সুদীপ্ত সাধুখাঁ বলেন, 'গ্রামীণ এলাকায় বাসিন্দাদের সুরক্ষিত রাখতে ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই সমন্বয় জরুরি। সেই যোগাযোগ নিশ্চিত করতে পুলিশ ডাক বাক্সের আদলে অভিযোগ ও পরামর্শ গ্রহণের ব্যবস্থা নিয়েছে। সাব ইন্সপেক্টর অরূপ মণ্ডল বিষয়টি তদারকি করছেন।'

হুগলির পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) কামনাশিস সেন বলেন, গ্রামীণ এলাকায় মানুষের নিরাপত্তা আরও বেশি করে নিশ্চিত করতে গ্রামে গ্রামে পুলিশ জনসংযোগ করেছে। এবারে আরও এক ধাপ এগিয়ে ডাক বাক্সের আদলে অভিযোগ ও পরামর্শের বাক্স বসানো হয়েছে।

ফর্ম নং আইএনসি-১৯

নোটিশ

[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ২২ অনুসারে]

১. এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে কোম্পানিজ এ্যাক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৮-এর সাব সেকশন ৪(২) অনুসারে, **৭২ জি.টি. রোড রেসিডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (CIN: U85300WB2021NPL247072)** কর্তৃক 'কর্পোরেট ভবন', প্লট নং আইআইআইএফ/১৬, অ্যাকশন এরিয়া -৩, প্রেমিসেস নং ০৫০৮৫২, আকন্দকেশরী, নিউ টাউন, রাজারহাট, কলকাতা-৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রর অফ কোম্পানিজ কলকাতা, পঃবঃ বরাবর ইস্যুকৃত লাইসেন্স বাতিল করার অনুরোধ করে একটি আবেদন করা হয়েছে কোম্পানিজ এ্যাক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৮-এর অধীনে। লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পর, কোম্পানির নামের সঙ্গে 'প্রাইভেট লিমিটেড' শব্দটি যুক্ত করতে হবে।

২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

১) 'আকৃতি' প্রযত্নে মানস কুমার দে, ৭২ জি.টি. রোড, শ্রীপল্লি, বর্ধমান ইস্ট এন্ড, বর্ধমান - ৭১৩ ১০৩-এ অবস্থিত ৭২ জি.টি. রোড রেসিডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের হাউজিং কমপ্লেক্সের বাসিন্দাদের মধ্যে শিক্ষা, গবেষণা, সংস্কৃতি, জ্ঞান এবং আচরণগত দক্ষতা বিকাশের জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা, প্রচার, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা। যা সমাজের অন্যান্য অংশেও সম্প্রসারিত হতে পারে। এটি পরিবেশ রক্ষা করে সবুজ উদ্যোগ বিকাশ করে, স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে সমর্থন করে, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করে ইত্যাদি। ২) আকৃতি' প্রযত্নে মানস কুমার দে, ৭২ জি.টি. রোড, শ্রীপল্লি, বর্ধমান ইস্ট এন্ড, বর্ধমান-৭১৩ ১০৩-এ অবস্থিত ৭২ জি.টি. রোড রেসিডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের হাউজিং কমপ্লেক্সের বাসিন্দাদের মধ্যে শৈল্পিক, সাহিত্যিক, সঙ্গীত, সাংস্কৃতিক, বিনোদনমূলক, শিক্ষামূলক, সামাজিক, শারীরিক, স্যানিটেশন, পরিচ্ছন্নতা, সুরক্ষা, নিরাপত্তা, জনসাধারণের চিকিৎসা/স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা এবং অন্যান্য অনুরূপ সহায়তা কর্মসূচি/ইভেন্টের প্রচারের জন্য ভিত্তি এবং সুবিধা পরিষেবা, সাংগঠনিক, স্বেচ্ছাসেবক, অনলাইন এবং অন্যান্য সহায়তা সম্প্রসারণ করা; ফ্ল্যাট মালিকদের মধ্যে সামাজিক কল্যাণ এবং দাতব্য প্রচার করা এবং হাউজিং কমপ্লেক্স এবং এর আশেপাশের পরিবেশ পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুরক্ষা করা যা সমাজের অন্যান্য অংশেও সম্প্রসারিত হতে পারে। ৩) আকৃতি' প্রযত্নে মানস কুমার দে, ৭২ জি.টি. রোড, শ্রীপল্লি, বর্ধমান ইস্ট এন্ড, বর্ধমান-৭১৩ ১০৩-এ অবস্থিত ৭২ জি.টি. রোড রেসিডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের হাউজিং কমপ্লেক্সের ফ্ল্যাট মালিক এবং জনসাধারণের সুবিধার্থে আবাসন কমপ্লেক্সের সুরক্ষা, উন্নয়ন, বরাদ্দ, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, প্রতিস্থাপন, সংস্কার, ধোয়া, রঙ করা, রঙ করা, স্থাপন, সাধারণ এলাকা এবং বাইরের বা বাইরের দেয়াল সমাপ্ত করার জন্য পদক্ষেপগুলি প্রচার এবং/অথবা সমর্থন করা; এই ধরনের পদক্ষেপের সামাজিক এবং উপকারী অবস্থানের প্রচার, পরিচালনা বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা; রাস্তা, গলি, হাঁটার পথ, সীমানা প্রাচীর, বেড়া, গেট, পার্ক, সাধারণ শ্রেণীকক্ষ, সাধারণ রান্নাঘর এবং খাবারের দোকান, গ্যাস চেম্বার, গ্যাস পাইপলাইন, ওয়াশরুম, শৌচাগার, নিষ্কাশন, নর্দমা লাইন, জল সরবরাহ লাইন, লিফট, জেনারেটর, টেরেস, সিঁড়ি, প্যাসেজ, ভূগর্ভস্থ পাম্প, ওভারহেড ট্যাঙ্ক, পাম্পিং সেট, কমিউনিটি সেন্টার বা হল, স্টিল্ট পার্কিং এলাকা, সাধারণ এলাকায় আলো, সাধারণ ব্যবহারের জন্য বিদ্যমান সমস্ত যন্ত্রপাতি/স্থাপনা, খেলার মাঠ, ক্রীড়া কার্যক্রম, ক্রীড়া সুবিধা, সৌন্দর্যবর্ধন, ল্যান্ডস্কেপিং, যোগাযোগ ডিভাইস, সিসিটিভি ক্যামেরা, ইন্টারকম, ভিডিও কল, হাউজিং কমপ্লেক্স এবং এর আশেপাশে ইন্টারনেট ভিত্তিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় দুর্ঘটনা বা আহত হওয়া এড়াতে পরিবেশগত এবং জীবিকার অবকাঠামোগত সুবিধাগুলি উন্নত করা। যা সমাজের অন্যান্য অংশেও সম্প্রসারিত হতে পারে।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি ও নিবন্ধনপত্র 'আকৃতি', প্রযত্নে মানস কুমার দে, ৭২ জি.টি. রোড, শ্রীপল্লী, বর্ধমান ইস্ট ইন্ড, বর্ধমান - ৭১৩১০৩, পশ্চিমবঙ্গ-এ দেখা যাবে।

৪. এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তি, সংস্থা, কোম্পানি বা কর্পোরেট সংস্থা যদি এই আবেদনের বিরোধিতা করে, তবে তারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে **'কর্পোরেট ভবন', প্লট নং আইআইআইএফ/১৬, অ্যাকশন এরিয়া -৩, প্রেমিসেস নং ০৫০৮৫২, আকন্দকেশরী, নিউ টাউন, রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রর অফ কোম্পানিজ কলকাতা, পঃবঃ কলকাতার, কাছে আপত্তি জানাতে পারেন। অথবা ইলেকট্রনিক মোডে (roc.kolkata@mca.gov.in)** পাঠাতে হবে। আপত্তির একটি অনুলিপি আবেদনকারীর ঠিকানায় 'আকৃতি' প্রযত্নে মানস কুমার দে, ৭২ জি.টি. রোড, শ্রীপল্লি, বর্ধমান ইস্ট এন্ড, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১৩ ১০৩ তে পাঠাতে হবে।

তারিখ- ১৩ মার্চ, ২০২৫

আবেদনকারীর নাম
৭২ জি.টি. রোড রেসিডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন

স্বা/- **জিতেন্দ্র কুমার কোচার**, ডিরেক্টর (DIN : 07398808)
স্বা/- **চন্দ্রেশ বাদের**, ডিরেক্টর (DIN : 07100694)

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, ইস্টার্ন রিজিওন, পশ্চিমবঙ্গ সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

এবং

পৃথ্বী সেলস প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস চেম্বার বি৫, মঙ্গলম বিজনেস সেন্টার ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০০১ সম্পর্কিত

....দরখাস্তকারী

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"মহারাষ্ট্র রাজ্যে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ** ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

দরখাস্তকারীর পক্ষে
পৃথ্বী সেলস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
অমিত রমেশ ঋষি
ডিরেক্টর
ডিন-০৮৫৮৭৪৩২

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮.০৩.২০২৫

রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা : চেম্বার বি৫, মঙ্গলম বিজনেস সেন্টার ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০০১

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১২তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.05171@sbi.co.in

সংশোধনী

আমাদের ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ বিজ্ঞাপন যা এই সংবাদপত্রের ১৮.০২.২০২৫ সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল, ই-নিলাম **(ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স ও কে লেদার)**, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, এসএআরবি কলকাতা কর্তৃক ২০.০৩.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য অনিবার্য কারণবশত প্রত্যাহার করা হল। পূর্বের বিজ্ঞাপনের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

পাকড়ী রাধানগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং ১৩/এইচ জি তাং-১১-০২-১৯৬৬
গ্রাম + পোঃ- পাকড়ী , থানা- পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী

খসড়া ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এই সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো হচ্ছে যে সমিতির পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচনের উদ্দেশ্যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা সদস্য/সদস্যাদের প্রদর্শনের জন্য বিশদ বিজ্ঞপ্তিসহ সমিতির কার্যালয়ে রক্ষিত আছে। উক্ত তালিকা সম্পর্কে কোনো সদস্য/সদস্যার আপত্তি থাকলে তা লিখিতভাবে প্রমানসহ সমিতির কার্যালয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীর কাছে জমা দিতে হবে। এ সংক্রান্ত বিশদ বিবরণের জন্য সমিতিতে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

স্বা:/- সন্দীপ সেন
এ.আর.ও

তারিখ:১৭/০৩/২০২৫ — পাকড়ী রাধানগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)) **দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (২০০২ এর ৫৪) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারিগণকে** নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারিগণ** এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারিগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারিগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম ২) অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. স্বত্ব দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	১) ঋণগ্রহীতা : **শ্রী বিজিত মুখার্জি** সহ ঋণগ্রহীতা : **শ্রীমতি মানসী মুখার্জি**	১. ০৭.১০.২০২৪ ২. ১৩.০৩.২০২৫ ৩. **৮,৫০,৫৩৬.৩৩ টাকা** (আট লাখ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশ ছত্রিশ টাকা এবং তেত্রিশ পয়সা) ০৯.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১০.০৭.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ	বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল শ্রী বিজিত মুখার্জি এবং শ্রীমতি মানসী মুখার্জি কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তি অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৭৩, ওয়ার্ড নং ০৯(পুরানো) ১৭৩ (নতুন) , মৌজা : মিথানি, জেএল নং ৫৫, আরএস খতিয়ান নং ৩৩৯, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৬২৮, এলআর খতিয়ান নং ৪২১, পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৯৯১ বর্গফুট এবং ৪৯৪ বর্গফুট খোলা টেরেস, অবস্থিত তালুক এবং রেজিস্ট্রেশন সাব জেলা আসানসোল, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।

তারিখ : ১৮.০৩.২০২৫, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

Indian Bank ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
৩য় এবং ৪র্থ তল, ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - ৪এ (রুল ৮(৬) দ্রষ্টব্য) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য চতুর্থ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলস) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

[illegible]

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	**১) শ্রী কার্তিক মল্লিক** ৪৭, ক্রিস্টোফার রোড, গোবিন্দ খটিক রোড, পো : পাপার বাজার থানা : ট্যাঙ্গরা, কলকাতা : ৭০০০৪৬। **২) শ্রীমতি সঙ্গীতা দেবী মল্লিক,** ৪৭,ক্রিস্টোফার রোড, গোবিন্দ খটিক রোড, পো : পাপার বাজার থানা : ট্যাঙ্গরা, কলকাতা : ৭০০০৪৬। **শাখা : পার্ক সার্কাস।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ২ কাঠা ১২ ছটাক সমপরিমাণ ২.৭৫ কাঠা কমবেশি এবং তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন ঢাকা এরিয়া ১২৭৪.৪৪ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : ডিহি, জেএল নং ১৯, , পরগনা : পেডনমোল্লা, আরএস নং ১৮১, তৌজি নং ১০৯, আরএস দাগ নং ১৭১, এলআর দাগ নং ২১৬, এলআর খতিয়ান নং ১১২, এলআর খতিয়ান নং ২১৭ (পুরানো) ২৯৫৭ (নতুন), থানা : সোনারপুর, কামরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তি চৌহদ্দি : উত্তরে :** জমি আরএস দাগ নং ১৬৭, **দক্ষিণে :** ১৬ ফুট চওড়া কাঁচা সড়ক **পূর্বে :** ২০ ফুট চওড়া কাঁচা সড়ক **পশ্চিমে :** জমি দাগ নং ২১৬, সম্পত্তি কার্তিক মল্লিকের নামে।	ক) প্রতীকী দখলীকৃত খ) জ্ঞাত নয় গ) ২৯,৫৯,০০০.০০ টাকা ঘ) ২,৯৫,৯০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB050481751977 ছ) ১৯,৭৬,৭৩৫.০০ টাকা (০৭.০৯.২০২৪ অনুযায়ী)

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ১৫.০৩.২০২৫
স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Indian Bank ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল পোস্ট এবং জেলা - হুগলি
পিন - ৭১২১০৩ ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪এ [রুল ৮(৬) দ্রষ্টব্য]* স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

[illegible]

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	শ্রী অরবিন্দ মান্না ... [illegible] শাখা : শ্রীরামপুর।	[illegible]	৬৩১৮৬০ টাকা [illegible] ১৫.০৩.২০২৫ অনুযায়ী	ক) ৯,০০,০০০ টাকা [illegible] গ) ২০,০০০ টাকা ঘ) IDIB58004801268 [illegible] চ) প্রতীকী দখলীকৃত
২	শ্রী সুশান্ত ঘোষ ... [illegible] শাখা : চন্দননগর।	[illegible]	১৭৬৮৬৭৮ টাকা [illegible] ১৫.০৩.২০২৫ অনুযায়ী	ক) ১৯,৫০,০০০ টাকা [illegible] গ) ২০,০০০ টাকা ঘ) IDIB50462632953 [illegible] চ) প্রতীকী দখলীকৃত
৩	মেসার্স এস কে জুয়েলার্স ... [illegible] শাখা : সিঙ্গুর।	[illegible]	২১৮৩৯৯২ টাকা [illegible] ১৫.০৩.২০২৫ অনুযায়ী	ক) ২১,৬০,০০০ টাকা খ) ২,১৬,০০০ টাকা গ) ২০,০০০ টাকা ঘ) IDIB50479109829 [illegible] চ) প্রতীকী দখলীকৃত
৪	শ্রী নিলয় কুণ্ডু ... [illegible] শাখা : দ্বারবাসিনী।	[illegible]	২৩,৮৩,৬১১ টাকা [illegible] ১৫.০৩.২০২৫ অনুযায়ী	ক) ২৭,৫০,০০০ টাকা খ) ২,৭৫,০০০ টাকা গ) ২০,০০০ টাকা ঘ) IDIB7617210226 [illegible] চ) প্রতীকী দখলীকৃত

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.০৪.২০২৫, সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

[illegible]

তারিখ : ১৫.০৩.২০২৫, স্থান : ব্যান্ডেল — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুরেশ চন্দ্র পাণ্ডা, ইমেল আইডি ঃ sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৮১০৫৬২৮০৩/৯৭৭৯৫৮৫৩৮৭

[রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ০৪.০৪.২০২৫
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ০৪.০৪.২০২৫ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৫,৪৩,** [illegible]

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সম্পত্তি নং ১ : [illegible]	৬২,০০,০০০.০০ টাকা	৬,২০,০০০ টাকা
ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ৫০,০০০.০০		
সম্পত্তি নং ২ : [illegible]	৩২,৭০,০০০.০০ টাকা	৩,২৭,০০০ টাকা
ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০		

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউর্ড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in [illegible] https://BAANKNET.com
খ) [illegible] PSB Alliance Pvt. Ltd. [illegible] NEFT/RTGS [illegible] support.baanknet@psballiance.com

তারিখ ঃ ১৮.০৩.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকে সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সন্দেশখালিতে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অব্যাহত, কর্মিসভায় অনুপস্থিত শাহজাহান ঘনিষ্ঠরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: উচ্চ নেতৃত্বের হস্তক্ষেপের পরেও কমছে না তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল। এক কথায় বলা যায় সন্দেশখালি আছে সন্দেশখালিতেই। শেখ শাহজাহান ও স্থানীয় বিধায়ক সুকুমার মাহাতো অনুগামীদের কোন্দলে রাশ টানতে ব্যর্থ জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা মন্ত্রীরা। যার প্রভাব পড়ল দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিত দলীয় কর্মসূচিতে। রবিবার সন্দেশখালি ভোটার লিস্ট সংক্রান্ত কর্মিসভা ছিল। অভিযোগ, বিধায়কের ডাকা সেই কর্মিসভায় শাহজাহান ঘনিষ্ঠরা অনুপস্থিত ছিল। তাই নিয়ে শুরু হয়েছে জলঘোলা।

গত কয়েক মাস আগে সন্দেশখালি এক ও দুই নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়। যে দু'জন ব্লক সভাপতি হয় তারা বিধায়কের অনুগামী। তাদের সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দিতে হবে বলে দাবি তোলে শেখ শাহজাহানের অনুগামী। এই নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঠান্ডা লড়াই চলছিল। গত সপ্তাহখানেক আগে মন্ত্রী সুজিত বোসের বাড়িতে দুই গোষ্ঠীর কর্মীদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করা হয়। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় সবাই এক সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবে। এখন আপাতত কোনও পরিবর্তন করা চলবে না এবং তিনি ভোটার কার্ড সংশোধনী নিয়ে বিশেষ কর্মিসভা করতে বলেন। সেইমতো সন্দেশখালি ধামাখালিতে রবিবার কর্মিসভা হয়। সেই কর্মিসভায় শেখ শাহজাহানের কোনও কর্মীরা উপস্থিত ছিল না। দুই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও কর্মাধ্যক্ষরা উপস্থিত ছিল না। শুধুমাত্র সন্দেশখালি বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর পন্থীর কর্মীরা উপস্থিত ছিল। অনুপস্থিত তৃণমূল নেতা কর্মীদের দাবি, বলা হয়েছিল কর্মিসভার আমন্ত্রণ পত্রে দুই ব্লক সভাপতির নাম দেওয়া যাবে না। কিন্তু বিধায়ক সেই শর্ত উপেক্ষা করে তাদের নাম ব্যবহার করায় আমরা সভায় যাইনি। সন্দেশখালির এই গোষ্ঠী কোন্দল ধামাচাপা দিয়ে চাইছে তৃণমূলের উচ্চ নেতৃত্ব।

পেট্রোল পাম্পের মালিকের স্ত্রী পেলেন আবাস যোজনার বাড়ি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: পেট্রোল পাম্পের মালিক, রয়েছে নিজস্ব ব্যবসা, থাকেন কলকাতাতে। তবুও তার স্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি পেয়েছেন। ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ক্ষীরপাই পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের। জানা গেছে, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ঘাটাল চন্দ্রকোনা রাজ্য সড়কের পাশেই প্রভাত পানের একটি পেট্রোল পাম্প রয়েছে। সেই পেট্রোল পাম্প চত্বরে একটি আবাস যোজনার বাড়ি রয়েছে। প্রাপক প্রভাত পানের স্ত্রী। এই ঘটনায় ঘাটাল ও ক্ষীরপাই এলাকায় ব্যাপক গুঞ্জন শুরু হয়েছে। স্বজনপোষণ নিয়ে চলছে চাপানউতোর। শাসকদলের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকায় স্থানীয়রা ক্যামেরার সামনে ভয়ে মুখ খুলতে না চাইলেও বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলকে বিঁধতে ছাড়েনি বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। তাদের অভিযোগ, ক্ষীরপাই পুরসভার চেয়ারম্যান দুর্গাশঙ্কর পানের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় বড় ব্যবসা এবং পাম্পের মালিক হওয়া সত্ত্বেও প্রভাত পানের স্ত্রীকে সরকারি বাড়ি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে।

তবে প্রভাত পানের সাফাই, আমার একটি মাটির বাড়ি রয়েছে। আমি কলকাতার বাসিন্দা হলেও স্ত্রীর ভোটার কার্ড এখানকার। তাই আমার স্ত্রী বাড়ি পেয়েছে।

এদিকে বাড়ি সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পুরসভার চেয়ারম্যান বলছেন, প্রভাত পানের স্ত্রীর দুটি কিস্তির টাকা বাকি রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা খোঁজখবর নিচ্ছি।

এলাকার বিজেপি নেতা কার্তিক সরেন বলেন, এই পুরসভা এলাকায় বসবাসকারী উপযুক্ত ব্যক্তিরা সরকারি বাড়ি পাচ্ছে না। তৃণমূল নেতা এবং কাউন্সিলরদের পরিচিতদের বেছে বেছে বাড়ি দেওয়া হচ্ছে। তবে পেট্রোল পাম্পের মালিকের স্ত্রীর সরকারি বাড়ি পাওয়ার ঘটনায় ক্ষীরপাই এলাকায় শাসক দলের স্বজনপোষণ নিয়ে বেশ সমালোচনা শুরু হয়েছে।

মাইক বাজানো ও মন্দিরে তালা ঝোলানো নিয়ে সংঘর্ষ, মৃত এক

অভিযোগের তির তৃণমূলের বুথ সভাপতি ও পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: মাইক বাজানোর পাশাপাশি মন্দিরে তালা ঝোলানো নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের সগরাই গ্রাম পঞ্চায়েতের চিত্তামণিপুর গ্রামে। জানা গিয়েছে, দুই পক্ষের সংঘর্ষে মৃত্যু হয় শীতল খাঁ (৬৫) নামের এক বৃদ্ধের। সংঘর্ষে আহত হয়েছেন দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এসডিপিও সদর সাউথ, সিআই, ও খণ্ডঘোষ থানার ওসি-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় এলাকায়। ঘটনায় দুই পক্ষের বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়।

আক্রান্তদের পক্ষের দাবি, অভিযুক্তদের মধ্যে আছেন তৃণমূলের বুথ সভাপতি ও পঞ্চায়েত সদস্য। জানা গিয়েছে, মন্দিরে তালা দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। দুই পক্ষের সংঘর্ষের জেরে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির, আহত হয় প্রায় আটজন। আক্রান্তদের অভিযোগ, প্রায় বছর দুয়েক আগে গ্রামের বারোয়ারি থেকে বাদ দেওয়া হয় বেশ কিছু পরিবারকে। বারোয়ারি থেকে বাদ পড়া পরিবারের লোকজন বাঁশ, লাঠি, ইট সহ মদের বোতল দিয়ে অতর্কিতে হামলা চালায়। রবিবার দোল কালীপুজোর বিসর্জন ছিল, বিসর্জনে মাইক বাজানোকে কেন্দ্র করে তর্কাতর্কি শুরু হয়।

সোমবার সকালে বারোয়ারি থেকে যে সমস্ত পরিবারকে বাদ দেওয়া হয়েছিল তারা একত্রিত হয়ে মন্দিরে তালা লাগিয়ে দেয়। অপরপক্ষ তালা খুলতে গেলে বিবাদ আরো চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। শুরু হয় ইট বৃষ্টি। ইট বৃষ্টির জেরে আহত হয় বেশ কয়েকজন এবং একজনের মৃত্যু হয়।

আক্রান্ত পক্ষের দাবি, অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছে পঞ্চায়েত সদস্য ও শাসকদলের বুথ সভাপতি। মৃতের ছেলে অজয় খাঁ বলেন, সম্পূর্ণ ঘটনাটি শাসকদলের বুথ সভাপতি শ্রীকান্ত খাঁর নেতৃত্বে ঘটে। যদিও খণ্ডঘোষ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অপার্থিব ইসলাম বলেন, ঘটনাটি সম্পূর্ণ গ্রাম্য বিবাদ। এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।

এক ব্যক্তিকে খুনের ঘটনায় ৬ জনকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: এক ব্যক্তিকে খুনের ঘটনায় ৬ জনকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের এডিজে থার্ড কোর্টের বিচারক মনোজ প্রসাদের এজলাসে চলছিল মামলাটি। আগামী মঙ্গলবার এই মামলায় রায় ঘোষণা করবেন তিনি।

জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তিটির নাম রামপ্রসাদ হালদার। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পুরসভার অন্তর্গত ছিন্নমস্তা এলাকায়। তিনি তৃণমূল কর্মী বলেই এলাকায় পরিচিত ছিলেন। উল্লেখ্য, খুনের ঘটনাটি ঘটে ২০১৪ সালের ১১ জানুয়ারি। সেদিন নিজের বাড়িতেই ছিলেন রামপ্রসাদ হালদার। রাতে তার মোবাইলে একটি ফোন আসার পরই তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। পরের দিন বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত মাহিনগর এলাকা থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপরই ১২ জানুয়ারি ২০১৪ সালে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর বাবা অমল হালদার। পরিবারের লোকেদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করে বালুরঘাট থানার পুলিশ। পরবর্তীতে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে সাত জনকে আটক করে পুলিশ। যদিও পথ দুর্ঘটনায় পরবর্তীতে একজন অভিযুক্ত মারা যান। সেই ঘটনায় ছয়জনের বিচার চলছিল বালুরঘাটে অবস্থিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতে। সোমবার সেই মামলায় অভিযুক্ত ছয়জনকে দোষী সাব্যস্ত করেন আদালত। এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী জানান, 'ঘটনাটি ঘটেছিল ২০১৪ সালে। রামপ্রসাদ হালদারের মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর বাবা বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগে পেয়ে বালুরঘাট থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং সাত জন আসামির বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করে এবং তাঁদের বিচার চলছিল আদালতে। বিচার চলাকালীন এই মামলা অন্যতম এক আসামি পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। এদিন বিচারক আসামী রাকেশ দাস, রঞ্জিত বিশ্বাস, জয়দেব দাস, আনন্দ নুনিয়া, শ্যামল হাঁসদা, সুরজিৎ দাস (জলি) এই ৬ জনকে ৩০২, ২০১, আইপিসি ৩৪ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছেন।'

গৃহবধূকে জোর করে রং মাখানোর চেষ্টার অভিযোগ, বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ফাঁকা বাড়িতে এক গৃহবধূকে রং দেওয়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক গোলমালের ঘটনা ঘটল হরিশ্চন্দ্রপুরে। অভিযোগ মদ্যপ কিছু যুবক বাড়িতে ঢুকে মহিলাকে রং দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রতিবাদ করাতেই ওই বাড়ির লোকেদের ব্যাপক মারধর করা হয়। হামলাকারীদের আক্রমণে দুই মহিলা সহ মোট চারজন আহত হয়েছে। আহতদের চিকিৎসা চলছে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসিহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের কামার্ত এলাকায়। এই ঘটনায় হামলাকারী মিঠুন দাস, অক্ষয় দাস, জিৎ মোহন দাস সহ মোট ১০ জনের বিরুদ্ধে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তের পরিবার। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ অক্ষয় দাস নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। বাকিদের খোঁজ চালাচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের নাম উদয় দাস (৩৫), তার মা রাধা দাস (৫৮)। পাশাপাশি আহতদের মধ্যে আরও এক নাবালক এবং এক মহিলা রয়েছেন।

আক্রান্ত উদয় দাস জানিয়েছেন, রবিবার রাতে বাড়ির সামনেই কয়েকজন যুবক বাসি হোলি খেলছিল। তারা মদ্যপ্য অবস্থায় ছিল। বাড়িতে আমি ছিলাম না। বৃদ্ধা মা স্ত্রী ছিল। হঠাৎ করে মিঠুন, অক্ষয় দলবল নিয়ে আমার বাড়িতে ঢুকে স্ত্রীকে রং দেওয়ার চেষ্টা চালায়। জোর করে ওরা রং দিতে গেলে স্ত্রী বাধা দেয়। সেই সময় স্ত্রীর চিৎকারে আমার মা ছুটে আসেন। তখনই বচসা শুরু হয়। আমার এক নাবালক ভাইপো ফোনে বিষয়টি জানায়। তখন আমি বাড়িতে আসি। হঠাৎ করে ওরা আমাদের ওপর হামলা চালাতে শুরু করে। বাঁশ, লাঠি দিয়ে মারধর করা হয় আমাদের। ইট ছুড়ে জানালার কাচ ভেঙে দেওয়া হয়। আমাদের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়।

এদিকে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের মধ্যে একজন মিঠুন দাস জানিয়েছে, ঘটনাটি সম্পূর্ণ সাজানো। আমরা রাস্তায় রং মাখামাখি করছিলাম। সে সময় হঠাৎ করেই উদয় দলবল নিয়ে এসে আমাদের ওপর চড়াও হয়। আমরা কাউকে মারধর করিনি।

এদিকে পুরো বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক তরজা। উত্তর মালদার বিজেপির সাংগঠনিক সম্পাদক রূপেশ আগরওয়াল জানিয়েছেন, উদয় দাস সংশ্লিষ্ট এলাকার বিজেপির বুথ সভাপতি পদে রয়েছেন। রীতিমতো পরিকল্পনা করে এলাকার তৃণমূলিরা এই হামলার ঘটনাটি ঘটিয়েছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

এদিকে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির সভাপতি সায়ক দাস জানিয়েছেন, নিজেদের মধ্যে গোলমালের ঘটনাটি ঘটিয়েছে। ওরা প্রত্যেকেই বিজেপি করে। এখন নিজেদের দোষ ঝেড়ে ফেলতেই তৃণমূলের বদনাম করতে চাইছে। পুলিশ প্রকৃত তদন্ত করলেই সমস্ত ঘটনা বেরিয়ে আসবে।

চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, এই হামলার ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজ চালাচ্ছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

চাষের জন্য সেচের জল পাচ্ছে না চাষিরা, অভিযাগ জানিয়েও মিলছে না সুরাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: গত ৪ বছর ধরে রিভার পাম্প থেকে সেচের জল পাচ্ছে না পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের কাষ্ঠশালীর চাষিরা। প্রশাসনের তরফে রিভার পাম্প পুনরায় চালু করার কোনও উদ্যোগ নেই, বলে অভিযোগ। এদিকে সরকারি রিভার পাম্পের জল না মেলায়, আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন এলাকার চাষিরা। ভাড়া করা, সাব-মার্শিবল থেকে চড়া দামে তাদের চাষের জল কিনতে হচ্ছে। গত ৪ বছরে কৃষি সেচ দপ্তর থেকেও কোনও আধিকারিকরা আসেনি চাষিদের দুর্দশার কথা শুনতে। স্থানীয় বিধায়ককে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি বলে চাষিদের অভিযোগ। আর এতেই ক্ষোভ বেড়েছে কাষ্ঠশালীর চাষিদের।

জানা গিয়েছে, পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকে কাষ্ঠশালী মৌজায় গঙ্গার ধার বরাবর ৪০০ বিঘা জমিতে ধান সহ নানা সবজির চাষ হয়। চাষিদের সুবিধার্থে প্রায় ১০ বছর আগে রিভার পাম্প বাসানো হয়। ৮টি স্পাউট থেকে সেচের জল বণ্টন হত কাষ্ঠশালী শ্মশানঘাটের পাশে। ব্লকের কৃষি সেচ দপ্তর থেকে এক পাম্প অপারেটর নিয়মিত আসতেন রিভার পাম্প চালাতে। কম খরচে চাষের জল পেয়ে চাষিরা উপকৃত হচ্ছিল। সেখানে 'বাধ সাধে লোভ, আর দুর্নীতি'। শাসকদল সমর্থিত কয়েকজন চাষি, পাম্পের বিদ্যুতের বিল মেটানোর দায়িত্ব নেয়। সরল বিশ্বাসে অন্য চাষিরা তাদের কাছে জল করের টাকা জমা রাখতেন। কিন্তু ওই চাষিদেরই মধ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত ২ জন বিদ্যুৎ বিলের জমানো ৪ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে বকেয়া টাকা না পেয়ে বিদ্যুৎদপ্তর রিভার পাম্পের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। যদিও টাকা আত্মসাতকারীর বিরুদ্ধে প্রশাসনের তরফে কোনও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ প্রশাসনিক দপ্তরে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি বলে অভিযোগ।

বাগনানে পথ দুর্ঘটনা, মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: কলকাতার গড়িয়া ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে মহিষাদলে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে যাওয়ার পথে হাওড়ার বাগনানের কাছে দুর্ঘটনা। একটি টাটা ৪০৭ গাড়ি রাস্তার উল্টো দিকের লেনে ঢুকে বালির লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক সন্ন্যাসী ও সেবকের। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ। অন্য একজন সন্ন্যাসীর মাথায় গুরুতর চোট লেগেছে। আহত অবস্থায় তাকে উলুবেড়িয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গাড়ির চালক এবং আরো কয়েকজন সেবক আহত হয়েছেন। তাদের উলুবেড়িয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

কলকাতার বালিগঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী শুভঙ্করানন্দ মহারাজ (৫৫) ও সেবক বাসুদেবের (৬০) মৃত্যু হয়েছে।

গুরুতর জখম হয়েছেন স্বামী অমরানন্দ মহারাজ। এছাড়া পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যারা এখনও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তাদের নাম আকাশ মণ্ডল, জগন্নাথ মাহাতো, পরিমল সিট ও রমেন দাস।

জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের তিনটি সমবায় সমিতিতে জয়ী হল শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীরা। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল সোমবার। খণ্ডঘোষ ব্লক অফিসে শপথ বাক্য পাঠ করলেন দায়িত্বপ্রাপ্তরা। সগড়াই বেরুগ্রাম ও আমরাল এই তিনটি সমবায় সমিতিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী প্রার্থীরা যেমন উপস্থিত ছিলেন। এলাকার উন্নয়ন, কৃষকরা যাতে সরকারি প্রকল্পের সুফল দ্রুত পেতে পারে পাশাপাশি অন্যান্য যে সমস্ত সমবায় সমিতির কাজ রয়েছে যার মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন সম্ভব তা যাতে সঠিকভাবে করা যায় তার জন্য কাজ করবেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। উন্নয়নের নিরিখেই মানুষ বারবার জয়ী করছে তৃণমূল মনোনীত প্রার্থীদের বলে দাবি করেছেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ তথা খণ্ডঘোষ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি অপার্থিব ইসলাম।

বিজেপির জেলা সভাপতি ও হুমায়ুন কবীরের বাকযুদ্ধে উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: বিজেপির জেলা সভাপতি আর ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়কের বাকযুদ্ধে সরগরম হয়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক বাতাস। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে মুর্শিদাবাদে ঢুকতে দেব না বলে হুঙ্কার দিয়েছেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলা বিজেপির সাংগঠনিক সভাপতি শাখারভ সরকার পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, এক সপ্তাহ থেকে এক মাসের মধ্যে শুভেন্দু অধিকারীকে মুর্শিদাবাদে আনবেন। রেজিনগরে শুভেন্দুকে রিসিভ করবেন তিনি। হুমায়ুনের ক্ষমতা থাকলে আটকে দেখাক। উত্তরে হুমায়ুন কবীর বলেন, শাখারাভ সরকারকে পাটের দড়ি দিয়ে বেঁধে তিনি নিজে ড্রাইভার সিটে বসে নদিয়ায় দিয়ে আসবেন। হুঁশিয়ারি পাল্টা হুঁশিয়ারিতে কার্যত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদ। এদিকে হুমায়ুনকে শোকজ করায় তাঁর পাশে দাঁড়িয়েই সওয়াল করেছেন অধীর।

শুভেন্দুর চ্যাংদোলার পাল্টা হুমায়ুনের ঠুসে দেওয়ার মন্তব্য ঘিরে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। তৃণমূল সুপ্রিমো শোকজ করেছেন হুমায়ুনকে। কিন্তু হুমায়ুনের সুর নরম হয়নি। এবার বিজেপির জেলা সভাপতিকে দড়িতে বেঁধে ছেঁচড়ে নদিয়ার রানাঘাটে দিয়ে আসার হুঙ্কার দিলেন হুমায়ুন।

বিজেপির জেলা সভাপতি শাখারভ সরকার বলেন, বিজেপি চুড়ি পরে রাজনীতি করে না। শুভেন্দু অধিকারীকে এক মাসের মধ্যে মুর্শিদাবাদে আনব। রেজিনগরে শুভেন্দুবাবুকে রিসিভ করব আমি। হুমায়ুমের ক্ষমতা থাকলে আটকে দেখ াক। বহরমপুরে প্রেস মিট করব। বেলডাঙায় চা খাব। নওদার ঘটনা খতিয়ে দেখতে সেখানেও যাবেন শুভেন্দুবাবু।

হুমায়ুন কবীর বলেন, ১০ শতাংশ ভোট নিয়ে শাখারভ সরকার ফটর ফটর করছে। ওকে বলে দেবেন দিনক্ষণ জানাতে। এদিকে হুমায়ুনের শোকজ নিয়ে অধীর বলেন, হুমায়ুন কবীর না হয়ে যদি হুমায়ুন চ্যাটার্জী বা ব্যানার্জী হলে দিদিমণি শোকজ করতেন না। কারণ এখন ওনার হিন্দু ভোট ব্যাংক দরকার। লোকসভায় মুসলিম ভোট ব্যাংক দরকার ছিল বলে হুমায়ুনকে তখন কিছু বলা হয়নি।

প্রয়াণ দিবসে ফুরফুরা শরিফের পীর দাদা হুজুরের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সোমবার ছিল ফুরফুরা শরিফের পীর মোজাদ্দেদে জামান আলা হযরত দাদা হুজুরের পবিত্র ওফাত দিবস। তিনি ৫০ বছর ধরে জাতির সেবা করে ১৯৩৯ সালের ১৭ মার্চ ইন্তেকাল করেন। পাঁচ পুত্র সন্তান সহ কোটি ভক্ত ও কয়েকশো খলিফা তিনি রেখে গেছেন। উপমহাদেশের বরেণ্য ও মহান মনীষী ছিলেন যুগ সংস্কার। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শিক্ষানুরাগী পীরদাদা হুজুর ছিলেন সমাজ সংস্কারক। এই বঙ্গে মহিলাদের শিক্ষিত করতে বা শিক্ষা বিস্তারের জন্য অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। হাজারখানেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, মহিলা শিক্ষালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য তিনি এই বাংলায় বিরল নজির স্থাপন করেছিলেন। বিশেষ করে বাংলা ভাষার প্রচার প্রসারের জন্য তৎকালীন ইংরেজ সরকারের লাগাতার বাংলা ভাষায় কথা বলে তাদের রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করেছিলেন পীরসাহেব। মহৎ এই প্রাণের ঐতিহাসিক প্রয়াণ দিবস যথার্থভাবে পালিত হয়েছে। এদিন ফুরফুরা শরিফের মসজিদ সহ বিভিন্ন জায়গায় দোয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়েছে। হযরত ছোট হুজুর পীর সাহেব এর দরবারে ফি বছরের ন্যায় এবারেও ইসলামী জলশা উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য পীরসাহেব। চলে নাম, গজল ও বিশেষ দোয়া। সমগ্র বিশ্বের মানুষের কল্যাণের জন্য দোয়া চাওয়া হয়েছে। হাওড়া, মেদিনীপুর, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, বনগাঁ সহ উপমহাদেশের ব্যাপক স্থানে পীরদাদা হুজুরের স্মরণে আলোচনা এবং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পীর সাহেবের প্রয়াণের ৮৬ বছর পরও তিনি কোনও সরকারি সম্মান বা স্বীকৃতি পাননি। এই পবিত্র দিন উপলক্ষে অজস্র পীরসাহেবগণ এই বিষয়ে সরব হয়েছেন। রাজ্য সরকারের প্রধান মমতা ব্যানার্জির উচিত অবিলম্বে দাদা পীর এঁর নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও সুপার স্পেশ্যালাইজড হাসপাতাল গড়ে তোলা।

রানিগঞ্জে জামুরিয়ার বিধায়কের ছেলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ, স্থানীয় পুলিশকে স্মারকপত্র প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রানিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে বিধায়কের ছেলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা। জামুরিয়া বিধায়ক হরিরাম সিংহের ছেলে প্রেমপাল সিংহ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ অনিল সিংহ, দীপক পাসওয়ান, অনুরাগ সিংহ এবং আরও কিছু অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে এলাকা জুড়ে অশান্তি ও দাপট দেখানোর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, দলবদ্ধভাবে গিয়ে বাড়ি ঘর ভাঙচুর করে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বিধায়ক পুত্র ও তার অনুগামীরা। সোমবার রানিসায়ের এলাকার বহু মানুষ পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়িতে গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে পুলিশের হাতে লিখিত অভিযোগ ও স্মারকলিপি তুলে দেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হোলির সময় থেকেই একটি গণ্ডগোল শুরু হয় এবং তা এখন আরও গভীরে পৌঁছেছে। এই ইস্যু পৌঁছেছে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেতৃত্বের কাছেও। এলাকাবাসীর দাবি, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে প্রশাসনকে। যদিও প্রেমপাল সিংহ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, বান্টি যাদব ও বুলেট সিংহ জামুরিয়ার বিধায়কের বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য করেছে। কয়েকজন স্থানীয় মানুষের অভিযোগ পেয়ে আমি সেখানে গিয়েছিলাম কথা বলতে। আমি কোনও ভুল করিনি। তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র ভি. শিবাদাসন দাসু বলেন, 'এটি প্রশাসনিক বিষয়। পুলিশ যা উপযুক্ত মনে করবে, তাই করবে।

বহরমপুরে খুলল ফিনো পেমেন্ট ব্যাংকের শাখা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: বহরমপুরে ফিনো পেমেন্ট ব্যাংক তার শাখা খুলল। রাজ্যে এটিই ফিনো ব্যাংকের প্রথম শাখা। সোমবার বহরমপুরের চোয়াপুরে শাখার উদ্বোধন করেন সিনিয়র ডিভিশনাল হেড অতুল ত্রিবেদী। সঙ্গে ছিলেন জোনাল হেড শচিন জোগলেকর। অতুলবাবু বলেন, মুর্শিদাবাদ কৃষি, হস্তশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের কেন্দ্রস্থল। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যস্থলও। এখানকার মানুষের উন্নতমানের ব্যাংকিং পরিষেবা আশা করেন। গ্রাহক সুবিধার কথা ভেবে উন্নত পরিষেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য। সংস্থা সূত্রে জানানো হয়েছে, রির্জাভ ব্যাংকের সমস্ত নিয়ম মেনেই তাঁরা পরিষেবা প্রদানে নেমেছেন। দেশের ২৩টি জেলায় ইতিমধ্যে ৪০ হাজারের বেশি মার্চেন্ট পয়েন্ট রয়েছে। ইতিমধ্যে গ্রাহক সংখ্যা এক লক্ষ ছাড়িয়েছে। গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রগুলিতে নগদ জমা ও নগদ টাকা তোলার পাশাপাশি মানি ট্রান্সফার, বিদ্যুৎ, ইলেকট্রিক সহ যেকোনও বিল পেমেন্ট করা যায়।

খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে পালাল অভিযুক্ত, জারি অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগেই পালাল অভিযুক্ত। অভিযুক্ত সুজিত দাস পালিয়ে যাওয়ার কারণে দোষী সাব্যস্ত করার দিন পেছনোর কথা বললেও শেষমেশ আদালতের নির্দেশে দোষী সাব্যস্ত হল ৭ জন। একজন বেকসুর খালাস। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত সুজিত দাস জামিনে ছিলেন। তিনি শুনানির সময়ও আদালতে উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগের তিনি পালিয়ে যান। জামিন প্রাপ্ত অভিযুক্ত পালানোয় ঘটনায় আদালতের নির্দেশ অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি করা হল।

২০১৮ সালে পঞ্চায়েত ভোটের শেষ বেলায় হাবড়া এক নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির বেরগুম ২ পঞ্চায়েতের তিন নম্বর প্রার্থী বিপ্লব সরকারকে স্থানীয় জামতলা টিএমসি পার্টি অফিসের মধ্যে ঢুকে গুলি করে খুন করে দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় মোট ১৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিলেও নয় জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। মামলা চলাকালীন যারা জামিন পায় তাদের মধ্যে একজন অভিযুক্ত সুজিত দাস পলাতক। সোমবার এই মামলার সাজা ঘোষণা হয়। সেখানে ৭ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। একজনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। আর পলাতক সুজিত দাসকে অভিযুক্ত করলেও তার অনুপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি করা হয়। তাকে গ্রেপ্তারের পরে তার বিরুদ্ধেও সাজা ঘোষণা করা হবে। সেক্ষেত্রে তৃণমূল কর্মী খুনে মোট ৮ জন দোষী সাব্যস্ত হবে। ২০ মার্চ এই মামলার সাজা ঘোষণা হবে বলে আদালত সূত্রে জানা গেছে।

ট্রাকের পেছনে ধাক্কা চারচাকার, মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, মাধবডিহি: ট্রাকের পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারল মারুতি ভ্যান। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের। ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমানের মাধবডিহির উচালন মণিহারি ঢাল এলাকায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। মারুতি ভ্যানটি সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে গোটা গাড়িটি। মারা গিয়েছেন উচালনেরই দুই বাসিন্দা বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। মৃতদের নাম সাহেব হাজরা ও পার্থসারথি মুদি। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে এবং দুমড়ে মুচরে যাওয়া মারুতি গাড়িটিকে অন্যত্র সরিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দীর্ঘক্ষণ যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয় রাস্তায়। পরবর্তী সময়ে পুলিশের হস্তক্ষেপে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

'তসলিমাকে ঘেন্না করি', মন্তব্য ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তসলিমা নাসরিন বর্তমানে দিল্লিতে রয়েছেন। ২০০৭ সালের সেই নভেম্বর মাসের পর ১৮ বছর কেটে গিয়েছে। এবার তাঁকে রাজ্যে ফেরানোর পক্ষে সওয়াল করছে বিজেপি। বিজেপির সেই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন তসলিমাও। তবে তসলিমাকে নিয়ে যে প্রবল আপত্তি আছে, তা স্পষ্ট করে দিলেন ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকি।

সোমবার বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য সংসদে আর্জি জানিয়েছেন, নিরাপত্তা দিয়ে কলকাতায় ফেরাতে হবে তসলিমাকে। তিনি বলেছেন, 'বাংলায় এসে, বাংলায় লিখতে চান তসলিমা।' লেখিকা তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই খবর শেয়ার করে

লিখেছেন, বিজেপি সাংসদ তাঁর মনের কথাই বলেছেন। তসলিমা নাসরিন বলেন, 'বাংলায় ফিরতে ইচ্ছে করে। আমার বাংলায় না যাওয়ার কোনও কারণ নেই। তাও আমি যেতে পারি না। শমীক বাবু বুঝেছেন, আমার বাংলায় থাকা দরকার। বাংলায় লিখতে গেলে বাংলায় যাওয়া জরুরি।'

বিজেপির এই উদ্যোগের কথা শুনে ত্বহা সিদ্দিকি স্পষ্ট জানান, ইসলামের ধর্মগুরু সম্পর্কে তসলিমা যে মন্তব্য করেছেন, তা তিনি কখনই মানতে পারবেন না। লেখিকার প্রতি তাঁর ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। ত্বহা বলেন, 'বিজেপি একে একে বিভিন্ন ইস্যু সামনে আনছে। এটাই ওই দলের সংস্কৃতি। তসলিমা এমন ভাষা ব্যবহার করেছেন, যা মেনে নেব না।' তিনি আরও বলেন, 'বাংলার সরকারকে অনুরোধ, তসলিমাকে নিয়ে এসে রাজনীতির খেলা যেন না হয়। বাংলা যেন উত্তপ্ত না হয়। উত্তপ্ত করার জন্যই নিয়ে আসা হচ্ছে।'

তসলিমা এলে কী করবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ত্বহা বলেন, 'আইন আমরা নিজের হাতে তুলে নেব না। ইসলামে তিনটি বিষের কথা বলা আছে। প্রথমে বোঝাও, না বুঝলে তারপর মারধর কর, মারধর করতে অসুবিধা থাকলে মুখে বল। আর তৃতীয়টি হল, অন্তর থেকে ঘেন্না কর। তিনটের মধ্যে একটা আমরা করব। অন্তর থেকে ঘেন্নাটাই করব।'

আইপিএল উদ্বোধনে বাধ সাধতে পারে বৃষ্টি, সজাগ মাঠকর্মী থেকে পিচ কিউরেটর

সন্তানের মতোই যত্নে ইডেন আগলে রাখছেন সুজন মুখোপাধ্যায়

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

আইপিএলে মেগা ইভেন্টের আগে মেগা সতর্কবার্তা। জমকালো উদ্বোধন থেকে উদ্বোধনী ম্যাচ, বাধ সাধতে পারে বৃষ্টি। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অন্তত স্বস্তি দিচ্ছে না। বৃহস্পতিবার থেকেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতা সহ বেশিরভাগ জেলাতেই আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার - তিনদিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে বিক্ষিপ্তভাবে। সঙ্গে বৃষ্টি। তাতে শনিবার ঝড়-বৃষ্টি হলেই বিঘ্ন ঘটতে পারে ইডেনের উদ্বোধনের।

গতবার কেকেআর চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় এবার উদ্বোধনের আসর পেয়েছে ইডেন গার্ডেন্স। ২২ মার্চ ঘরের মাঠে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মুখোমুখি হবে কলকাতা নাইট রাইডার্স। বিরাট শো দেখার আগে অবশ্য জমকালো উদ্বোধনের ভাবনাচিন্তাও চলছে। এখনও কনফার্ম না হলেও, ১৮তম আসরটি কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে রঙিন করতে প্রস্তুত বলিউড তারকারা। মুম্বই থেকে কলকাতায় উড়ে আসবেন শ্রদ্ধা কাপুর এবং বরুণ ধাওয়ান। সব নিয়ে টিকিটের দাম বাড়লেও, চাহিদা তুঙ্গে। এরমধ্যেই অনলাইনে টিকিট বুকিংও করে ফেলেছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

(বাঁদিকে) ইডেনে কেকেআরের কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সঙ্গে মাঠের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়। (ডানদিকে) সোমবার অল্প বৃষ্টিতেই ইডেনের পুরো মাঠ কভারে ঢেকে ফেলা হল।

তবে ম্যাচ কতটা হবে, তা নির্ভর করছে পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়ের ম্যাজিক ছোঁয়াতেই। এখন থেকেই পিচ ও মাঠ বাঁচাতে ঝাঁপিয়েই পড়েছেন সুজন অ্যান্ড কোং। কোনও ভুলচুক নয়, অতি সজাগ থেকেই অনুশীলনের পরই শুধু পিচ নয়, কভারে ঢেকে ফেলছেন মাঠও। তিনি আত্মবিশ্বাসী, খেলা চলাকালীন বৃষ্টিতে বিঘ্ন না ঘটলে পুরো খেলাই উপভোগ করতে পারবেন দর্শকরা। সেইমতোই প্রস্তুত ইডেন গার্ডেন্স। পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় জানান, 'পুরোপুরি প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে ইডেন। আমাদের দিক থেকে কোনও চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না। আমাদের গ্রাউন্ড স্টাফরা সবসময় সজাগ রয়েছে।গোটা মাঠ ঢেকে রাখা হচ্ছে। উদ্বোধনে লাগাতার বৃষ্টি না হলে, দ্রুত ফিট হয়ে যাবে মাঠ। তাতে খেলার কোনও অসুবিধে হবে না।' অতীতে এই দশ বছরে মহেন্দ্র সিং ধোনি থেকে বিরাট কোহলি যেমন প্রশংসা করেছেন সুজন মুখোপাধ্যায়ের তৈরি পিচের, তেমনই এত ভাল খেলার মাঠ তৈরি করে দেওয়ার জন্য বুকে জড়িয়েও ধরেছেন কিং খান। ইডেন যে নাইটদের হোমগ্রাউন্ডই। ২০২৩ সালে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের সঙ্গে যুগ্মভাবে সেরা মাঠের পুরস্কারই ছিনিয়ে নেয় ইডেন গার্ডেন্স। বিসিসিআইয়ের তরফ থেকে সেরা মাঠের একাধিকবার পুরস্কারও পেয়েছে ইডেন গার্ডেন্স। তাঁর সাফল্যে ভারতীয় বোর্ডের পিচ কমিটিতে ঢুকে পড়েন বঙ্গ এই কিউরেটর। সম্প্রতিই দেখা গেছে ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচের আগের দিন শিশির থেকে মাঠ বাঁচাতে অনুশীলনের পরই পিচ সহ গোটা মাঠ ঢেকে রাখেন। মোতেরার নতুন স্টেডিয়াম যেখানে বৃষ্টির জল আটকাতে ব্যর্থ, তখন শীতের রাতের শিশিরকে ফ্যাক্টর হতে দেননি আন্তর্জাতিক ম্যাচে। যা এককথায় নজিরবিহীন। ২০২৫-এ ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচের জন্য যেমন যত্ন নিয়ে মাঠ প্রস্তুত করেছিলেন, তেমনই ইডেনে ঋদ্ধিমানের শেষ ম্যাচের জন্যও পিচের যত্ন নিতে কসুর করেননি।

ফলে ম্যাককালাম থেকে বাটলার, অন্যদিকে সূর্যকুমার যাদব থেকে গৌতম গম্ভীর, এমনকি ঘরোয়া ক্রিকেটে কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলা ঋদ্ধিমান সাহা, ইডেনের পিচ নিয়ে সবাই খুশি হয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক ম্যাচ হোক বা আইপিএল, দিনরাত এক করে নিজের সন্তানের মতোই মাঠ আগলে রাখেন সুজন মুখোপাধ্যায়। এবারেও সামান্য বৃষ্টি বা খেলার আগে বৃষ্টি হলে আধঘণ্টারও কম সময়ে মাঠ তৈরি হয়ে যাবে বলে তিনি আত্মবিশ্বাসী।তাঁর জাদুকাঠিতে এবারেও আইপিএলে বৃষ্টি হলেও, ইডেন বঞ্চিত হবে না এমনই আশায় বুক বাঁধছেন কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীরা।

ইংরেজ ক্রিকেটারের নির্বাসনকে সমর্থন কেকেআরের মইনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: দল পেলেও আইপিএলের ঠিক আগে নাম তুলে নেওয়ায় ভারতী বোর্ড (বিসিসিআই) দু'বছর নির্বাসিত করেছে হ্যারি ব্রুককে। পরের বছরও আইপিএলে খেলতে পারবেন না তিনি। অনেকেই ব্রুকের নির্বাসনকে কঠোর বলেছেন। তাঁদের সঙ্গে একমত নন মইন আলি। কেকেআরের ক্রিকেটারের মতে, ঠিক কাজই করা হয়েছে ব্রুকের সঙ্গে। দেশজ সতীর্থেরই সমালোচনা করেছেন তিনি।

মহা নিলামে দিল্লি ক্যাপিটালস ৬.৫ কোটি টাকায় কিনেছিল ব্রুককে। কিন্তু দেশকে প্রাধান্য দেবেন বলে আইপিএল থেকে নাম তুলে নিয়েছেন তিনি। তার পরেই নেমে এসেছে নির্বাসনের খাড়া। মইনের মতে, এই শাস্তি ভবিষ্যতের এমন কাজ করা থেকে ক্রিকেটারদের বিরত রাখবে।

কেকেআরের অলরাউন্ডার বলেছেন, তমোটেই কঠোর শাস্তি নয়। বরং আমি একমত। কারণ অনেকেই এই কাজ করে পার পেয়ে

যায়। অতীতে অনেক বার এমন হয়েছে। আইপিএলে ফিরে আসার পর অনেকেই আগের থেকে ভাল অর্থ পেয়েছে।

মইনের মতে, আইপিএলের সময়ে ব্রুককে রেখেই পরিকল্পনা সাজিয়েছিল দিল্লি। এখন আবার নতুন করে ভাবতে হবে তাদের, যা মোটেই সহজ নয়। মইন বলেছেন, তও দলের পরিকল্পনা পুরো ভেস্তে দিয়েছে।

নিয়মে বলাই আছে যে পারিবারিক কারণ, চোট বা গুরুতর কিছু না হলে নির্বাসন হবেই। চোট পেলে ঠিক আছে। যদি এমনি এমনিই কেউ নাম তুলে নেয়, তাকে তো ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। এ ক্ষেত্রে দলগুলোর নির্বাসনের দাবিকে আমি সমর্থন করি। কারণ আচমকা নাম তুলে দিলে সব পরিকল্পনাই ভেস্তে যায়।

মইনের সংযোজন, তব্রুক ভাল ক্রিকেটার। তাই ওকে ঘিরেই যে দিল্লি পরিকল্পনা সাজিয়েছিল এটা বোঝা খুব স্বাভাবিক। হঠাৎ করে এ ভাবে নাম তুলে নেওয়া যায় নাকি!

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

যোগীরাজ্যে একাধিক ছাত্রীকে ধর্ষণ, অধ্যাপকের কীর্তি ফাঁস

হাথরস, ১৭ মার্চ: ফের খবরে উত্তরপ্রদেশের হাথরস। এবার সেখানে ধর্ষণ ও যৌন হেনস্তায় অভিযুক্ত হাথরসের ফুলচাঁদ বগলা কলেজের এক অধ্যাপক। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, কলেজ শেষে চাকরির সুযোগ করে দেবেন, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছাত্রীদের ভুলিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতেন, সেখানে ধর্ষণ বা যৌন হেনস্থা করতেন। এমনকী কলেজের মধ্যেও নির্যাতন করতেন! অত্যাচারের ভিডিও করে ব্ল্যাকমেল করতেন বলেও অভিযোগ। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে যোগীরাজ্যে। অভিযুক্ত অধ্যাপককে বরখাস্ত করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, একাধিক ছাত্রীর উপর নির্যাতন চালানো অভিযুক্ত অধ্যাপক রজনীশ কুমার ভূগোল বিভাগের প্রধান। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণ-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা যায়নি রজনীশকে। ঘটনা জানাজানি হতেই পলাতক হয়েছেন অধ্যাপক।

উল্লেখ্য, স্থানীয় থানায় একটি বেনামি চিঠি আসার পরেই ব্যবস্থা নেয় পুলিশ। অনুমান করা হচ্ছে, এক ছাত্রী ওই চিঠি লিখেছেন। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, অভিযুক্ত এক জন নন, আরও অনেক ছাত্রীকেই যৌন হেনস্থা করেছেন।

অন্যদিকে হাথরসের ওই কলেজের ছাত্রীদের আপত্তিকর ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত ভিডিওগুলিকে সোশাল মিডিয়া থেকে সরাতে ব্যবস্থা নেয় পুলিশ। সাইবার সেলের সাহায্য নিয়ে কারা ওই ভিডিও পোস্ট করেছেন, তাঁদের খুঁজছে পুলিশ। সব মিলিয়ে ফের যোগীরাজ্যের হাথরস নারী নির্যাতন অভিযোগে হুলস্থুল।

ফের অশান্তি মণিপুরে!

চূরাচান্দপুরে জারি ১৬৩ ধারা

ইম্ফল, ১৭ মার্চ: মণিপুরের চূরাচান্দপুর জেলার জেনহাঙে মার জনজাতির নেতা রিচার্ড মারের উপর হামলার প্রতিবাদে আরও এক বার অশান্ত হয়ে উঠল মণিপুর। সোমবার সকাল থেকেই চূরাচান্দপুর জেলায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় জেনহাঙের ভিকে মন্টেসরি স্কুলচত্বরের ভিতর মারদের সংগঠন 'মার ইনপুই'য়ের সাধারণ সম্পাদক রিচার্ডের উপর হামলা চালায় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। সেই হামলার পর থেকেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন মারেরা। গোটা জেলায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, রিচার্ডের গাড়িতে গিয়ে ধাক্কা মেরেছিল একটা দু'চাকার গাড়ি। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ শুরু হয়। সেই বিবাদ থেকেই একসময়ে রিচার্ডের উপর হামলা চালানো হয়। অশান্তি বাড়তে শুরু করলে চূরাচান্দপুরের অতিরিক্ত

জেলাশাসক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে গোটা জেলায় ১৬৩ ধারা জারি করেন। নিষেধাজ্ঞা থাকাকালীন অনুমতি ছাড়া কোনও মিছিল কিংবা সমাবেশের আয়োজন করা যাবে না। পাঁচ বা ততোধিক লোকের জমায়েতও নিষিদ্ধ। কেউ লাঠি, পাথর বা কোনওরকমের অস্ত্র বহন করতে পারবেন না।

অন্যদিকে, নেতার উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে 'মার ইনপুই'। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিও জানিয়েছে তারা। ন্যায়বিচার না পেলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, সোমবার সকাল থেকে চূরাচান্দপুর শহরে বন্ধ কার্যকর করার চেষ্টা করছেন বিক্ষোভকারীরা। কোথাও কোথাও লাঠি হাতে অনেককেই রাস্তায় টহল দিতে দেখা যাচ্ছে। কোথাও আবার পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনীকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

গবেষণার জন্য ভারতে অতিরিক্ত সময় থাকার অভিযোগ

ভারতীয় গবেষককে নির্বাসিত করার হুঁশিয়ারি ব্রিটেন প্রশাসনের

লন্ডন, ১৭ মার্চ: নিয়ম ভাঙার অভিযোগে ব্রিটেন থেকে বহিষ্কৃত হতে চলেছেন ভারতীয় গবেষক! ঔপনিবেশিক ভারতের গবেষক মণিকর্ণিকা দত্ত নামের এই অধ্যাপককে ১০ বছরের জন্য নির্বাসিত করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ব্রিটেন প্রশাসন। গবেষণার জন্য ভারতে অতিরিক্ত সময় থাকার অভিযোগেই এই পদক্ষেপ বলে জানা যাচ্ছে।

ব্রিটেন প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে স্তম্ভিত মণিকর্ণিকা। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, আমি ১২ বছর ধরে ব্রিটেনে বাস করছি। সেখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কাজ করেছি। আমি কখনও ভাবিনি আমার সঙ্গে এমনটা ঘটতে পারে। এই ঘটনার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন মণিকর্ণিকা। তাঁর আইনজীবী জানিয়েছেন, গবেষণার জন্য ভারতে গিয়েছিলেন তিনি। শিক্ষাগত প্রয়োজনে এবং প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য তাঁর ভারত যাওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তা না হলে উনি নিজের গবেষণাপত্র শেষ করতে পারতেন না।

একদশকের বেশি সময় ধরে

ব্রিটেনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী ইতিহাস গবেষক মণিকর্ণিকা। কিন্তু কেন হঠাৎ তাঁর পদক্ষেপ ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের? জানা যাচ্ছে, ব্রিটেনের নিয়ম অনুযায়ী যাঁরা ১০ বছর বা তার বেশি সময় ধরে ব্রিটেনে থাকেন তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটির আবেদন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ১০ বছরের মধ্যে সর্বাধিক ৫৮৪ দিন বিদেশে থাকা যেতে পারে। তবে অভিযোগ সেই নিয়ম অমান্য করেছেন মণিকর্ণিকা। ৫৮৪ দিনের পরিবর্তে ৬৯১ দিন ভারতে ছিলেন তিনি। অর্থাৎ নিয়ম ভেঙে অতিরিক্ত ১৪৩ দিন ব্রিটেনের বাইরে ছিলেন তিনি। যার জেরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে ইমেল পাঠিয়ে ব্রিটেন ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মণিকর্ণিকাকে।

জানা যাচ্ছে, ২০১২ সালে এডুকেশন ভিসা নিয়ে ব্রিটেন যান মণিকর্ণিকা। পরে সেখানে শিক্ষাবিদ শৌভিক নাহারকে বিয়ে করে সেখানেই স্থায়ী বসবাসের ভিসা পান। গত বছরের অক্টোবরে ব্রিটেনে অনির্দিষ্টকাল বসবাসের আবেদন করেন স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই। সেখানে শৌভিকের আবেদন মঞ্জুর হলেও মণিকর্ণিকার আবেদন খারিজ হয়। এরপর পুনরায় আবেদন জানানো হলেও, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, তাঁকে এখনই ব্রিটেন ছাড়তে হবে। অন্যথায় ১০ বছরের জন্য তাঁর ব্রিটেন আসার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হবে।

e-Tender Notice

E-tender notice invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no : WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-17/24-25 under 15th FC Fund 2024-25 (Tied Grant), Memo No. 108/DEY/2024-25. Date. 17-03-2025. Last date of submission BID 25-03-2025 at 11.30 A.M. Technical Bid opening 27-03-2025 at 11.30 A.M. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT

Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah

Notice Inviting e-Tender

NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-22/2024-25 (5th Call), Sl. 1, & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-28/2024-25(3rd Call), Sl. 1-2, Date-17.03.2025. Bid Submission Start Date : **18.03.2025 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **24.03.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **26.03.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

BASUBATI GRAM PANCHAYAT

P.O.- Basubati, P.S.- Singur, Dist.- Hooghly
E-mail ID: gpbasubatisingur@yahoo.in

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from reputed contractors for execution of 3 nos. development work under **Fund 15th FC** vide **NIeT No-032/BGP/2025, Dt.-18/03/2025.** Bid submission closing : **26/03/2025 at 02.00 PM.** Tenders have been published and for detail information visit our G.P. Office.

Sd/-
Prodhan
Basubati Gram Panchayat

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS

NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-15 of 2024-25 (1st Call)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for SUPPLY AND DELIVERY THE FOLLOWING ITEMS (Air Conditioner (1.5 Ton) with Stabilizer) AT BASIRHAT MUNICIPALITY. e-Tender Start Date: **18.03.2025 at 9.00 am.** Closing Date: **24.03.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**

Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

গ্রাম- লায়েকপুর, পোঃ- ভালকুটি, ব্লক-লাভপুর, জেলা- বীরভূম

হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নলকূপের যন্ত্রাংশ ক্রয় করার জন্য 15th FC ফাণ্ড হইতে অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বিডারদের কাছ থেকে ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে যার নোটিশ নং 09/HGP/24-25. যার মোট টেণ্ডার মূল্য ২,৬১,৬১২/-

আবেদনকারীদের কাছে অনুরোধ বিস্তারিত বিবরণের জন্য- https//wbtenders.gov.in এবং অফিসের নোটিশ বোর্ড অনুসরণ করুন।

স্বা/- প্রধান
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

Notice e-Tender

The Prodhan Garibpur Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for **NIeT No.: 13/ PRODHAN/ GARIBPUR GP/2024-25.** (FOR-7 Nos WORKS) Dated: **12.03.2025.** Last date of Bid submission **28.03.2025 upto 02:00 Hours.** For details please visit website www://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Garibpur G.P.
DOMKAL BLOCK,
MURSHIDABAD

OFFICE OF THE BERABERIA GRAM PANCHAYAT

NOTICE INVITING e-TENDER

NIT No. BGP/ Tender / 2024-25/13, Dt. 17.03.2025
Tender Id:
2025_ZPHD_ 828117_1, 2025_ZPHD_ 828117_2

2 Nos. Construction of Community Toilet. Tender Value of each work: Rs. 347786.00. Date of closing **25.03.2025 up to 12.30 Noon.** Website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Prodhan,**
Beraberia Gram Panchayat.
Amdanga Panchayat Samity
North 24 Parganas.

Daluibazar-I Gram Panchayat

Rasulpur, Memari, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from Reputed, Bonafied Tenderer for executation the different development work vide **Tender Reference No.: 28/DB-I/24-25 & Tender ID: 2025_ZPHD_828103_1, Date : 17.03.2025.** Bid Submission Start Date (Online) : **17.03.2025 at 06:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **24.03.2025 up to 11.00 AM.** Bid Opening Date (Technical): **26.03.2025 at 11.00 AM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP office.

Sd/-
Prodhan
Daluibazar-I Gram Panchayat

Basantapur Gram Panchayat

Under Amta-1 Panchayat Samity
Manikura, Amta, Howrah

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 4 nos. development work(s) vide **Memo No.: WB/HWH/AMTA-1/BGP/25/NIT/140, Date: 17.03.2025.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **17.03.2025 at 06:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **25.04.2025 up to 04:00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online): **28.03.2025 at 11:00 AM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Basantapur Gram Panchayat

Office of the Prodhan,
Bokhara-II Gram Panchayat

Under Sagardighi Dev. Block.
Vill,-Jotkamal,P.O –Megha-Sihara,
Dist- Murshidabad.

NOTICE INVITING e-Tender

e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:- **10 & 11/ BOKHARA-II/15th CFC Untied & Tied/2024-25 Dated:- 07/03/2025.** The last date of online submission of tender is **21-03-2025 upto 18.00 hours.** For details please visit website **http://wbtenders. gov.in**

Md. Safirul Islam
(Prodhan, Bokhara-II GP)

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in

NIT No. 11-TN/EE/B-VI/24-25 তারিখ : ১৩.০৩.২০২৫

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি-বোরো -৬ অধীন ৮ টি বিভিন্ন সড়কের সিমেন্ট কংক্রিট কাজের মাধ্যমে উন্নয়ন নিমিত্ত প্রখ্যাত সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত এবং সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং বোরো-৬ এর বিভাগীয় ওয়েবসাইট **https://wbtenders.gov.in** থেকে। **টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ০৫.০৪.২০২৫ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত। টেন্ডার আইডি : 2025_MAD_827175।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যে কোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

২০১(৩)/২৪-২৫
১৭.৩.২৫

সেক্রেটারি
হাওড়া পৌর নিগম

OFFICE OF THE COUNCILLORS, BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs, Kolkata - 700144

E-tender: Online bids are invited by the undersigned from reputed Agency/Vendor/Contractor for (1) Construction of TIN SHED for Swimming Pool gallery under Baruipur Municipality vide e-NIT - **WBMAD/ULB/BM/NIT-20(e)/2024-25,** last date: 02.04.2025 up to 9 AM. Details information may be obtained during office hours 11 AM - 5 PM. **Website: wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer,
Baruipur Municipality

OFFICE OF THE MSVP
TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE&HOSPITAL
TAMLUK, PURBA MIDNAPUR

TENDER NOTICE

Memo No. MSVP/TGMCH/828/2025 dt. 17.03.2025

e-NIQ is invited by the MSVP from the reputed Agencies for supply, installation etc. of CCTV cameras. Details can be downloaded from www.wbhealth.gov.in & www.wbtender.gov.in Last date of Bidding is 24/03/2025.

Sd/-
MSVP

OFFICE OF THE BERABERIA GRAM PANCHAYAT

NOTICE INVITING e-TENDER

NIT No.: BGP/Tender/ 2024-25/12, Dt. 17.03.2025
Tender Id:
2025_ZPHD_827915_1

Construction of water treatment Plant. Tender Value of each work: Rs. 347756.00. Date of closing **25.03.2025 up to 12.30 Noon.** Website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Prodhan**
Beraberia Gram Panchayat.
Amdanga Panchayat Samity
North 24 Parganas.

মগরা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত

বাগাটী অধিকারী পাড়া, মগরা, হুগলী

টেন্ডার নোটিশ

অনলাইনে টেন্ডার নোটিশ যাহার সংখ্যা 126/M-II/2025, 127/M-II/2025, 130/M-II/2025, 131/M-II/2025 আটটি কাজের দরপত্র জমা করিবার শেষ তারিখ 26.03.2025, 12.00 ঘটিকা পর্যন্ত।

Tender ID List	
2025_ZPHD_827249_1	2025_ZPHD_827324_1
2025_ZPHD_827249_2	2025_ZPHD_827352_1
2025_ZPHD_827249_3	2025_ZPHD_827414_1
2025_ZPHD_827249_4	2025_ZPHD_827414_2

আবেদনকারীদের কাছে অনুরোধ বিস্তারিত বিবরণের জন্য https://wbtenders.gov.in এবং অফিস নোটিশ বোর্ড অনুসরণের জন্য।

স্বাক্ষর
প্রধান,
মগরা ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত
বাগাটী অধিকারী পাড়া, মগরা, হুগলী

e-Tender Notice

Executive Officer, Jangipur Municipality

Name of the work:

1. Construction of Godown for Storing equipment for Conservancy workers near house of Swapan Kumar Sarkar at Pratappur in ward no - 19 within Jangipur Municipality.Latitude- 24.454246, Longitude-88.060012
   Tender Ref No.: MAD/ULB/JM/15THFC/NIeT3/24-25 (1"Call)
   Tender ID: 2025_MAD_826286_1
2. Green space Development of Netaji Subhash Dwip Park at ward no-15 within Jangipur Municipality
   Tender Ref No.: MAD/ULB/JM/AMRUT 2.0/NIeT35/24-25 (2nd Call)
   Tender ID: 2025_MAD_826286_1
   Date & Time of Publishing: 18/03/2025 up to 10 Hrs
   Last Date & Time of bid submission: 07/04/2025 up to 18 Hrs.

For details please visit **https://wbtenders.gov.in** or Jangipur Municipality Notice Board and website **www.jangipurmunicipality.org**

Sd/- Executive Officer
Jangipur Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), দঃ পূঃ রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক নম্বর ও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য ঃ (১) ইলেক্ট-জি-এডিএ-২০১৫-১২, তারিখ ১৩.০৩.২০২৫;** সাউথ সেটেলমেন্ট/আদ্রার অধীনে অফিসার ক্লাব ও রেস্ট হাউসের চত্বরে পথ, ছাউনি, টয়লেট কমপ্লেক্স, ডাইনিং হল, মঞ্চ ইত্যাদির ব্যবস্থার দ্বারা পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; ৯,০৮,৩৬৯ টাকা। **(২) ইলেক্ট-জি-এডিএ-২০১৫-১৩, তারিখ ১৩.০৩.২০২৫;** আরপিএফ পোস্ট, বার্ণপুরে ১০ শয্যাবিশিষ্ট মহিলা ব্যারাক সহ ২০ শয্যাবিশিষ্ট পুরুষ ব্যারাকের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; ৬,০২,৪৫৬ টাকা। **(৩) ইলেক্ট-জি-এডিএ-২০১৫-১৪, তারিখ ১৩.০৩.২০২৫;** বোকারো রেলওয়ে স্টেশনে মহিলা আরপিএফ ট্রেন এস্কর্টিং স্টাফের জন্য শৌচাগার সহ ৫ (পাঁচ) শয্যাবিশিষ্ট রেস্ট রুম নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; ৬,৫৫,৪৩০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** ০৭.০৪.২০২৫-এ দুপুর ১২টা এবং **টেন্ডার খোলা** ০৭.০৪.২০২৫-এ দুপুর ১২.৩০ মিনিটের পর। উপরোক্ত ই-টেন্ডারগুলির বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। **(PR-1242)**

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 349 to 354/2024-2025 Dated- 17-03-2025

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civi & Electrical works at Hooghly, Malda, Purulia, Dakshin Dinajpur, North 24 Parganas and Coochbehar District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **18-03-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **08-04-2025 upto 3.00 pm**

Date: 17.03.2025 **Sd/- Executive Engineer**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার • ১৮ মার্চ ২০২৫ • পেজ ৮

ডিজিটাল চিত্রকর্মের শিল্পী হতে চাইলে...

কাজের সুবিধার্থে শিল্পীদের পছন্দ ডিজিটাল ক্যানভাস। প্রায় ৩০ বছর ধরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে কম্পিউটার গ্রাফিকস, এখন শৌখিন শিল্পীরাও আঁকাআঁকির জন্য স্কেচবই ফেলে বেছে নিচ্ছেন ট্যাবলেট। ডিজিটাল শিল্পী হিসেবে ক্যারিয়ারও গড়ছেন অনেকে।

ডিজিটাল শিল্পকর্মের আছে বেশ কয়েকটি রকমফের

মোটাদাগে একে দুই ধরনে ভাগ করা যায়, টুডি ও থ্রিডি। টুডি আর্টের তুলনায় থ্রিডি কাজ শেখা বেশ কঠিন, শক্তিশালী হার্ডওয়্যারের প্রয়োজনীয়তাও বেশি। মূলত তিন ধরনের আর্ট কাজে লাগিয়ে তৈরি হয় ডিজিটাল কোলাজ, এনিমেশন, কম্পিউটার জেনারেটেড গ্রাফিকস থেকে শুরু করে অনেক ধরনের ভার্চুয়াল শিল্পকর্ম। এর মধ্যে আছে;

ভেক্টর ইলাস্ট্রেশন সরল জ্যামিতিক আকৃতি ব্যবহার করে চিত্রকর্ম বা পটভূমি তৈরি করাকেই বলা হয় ভেক্টর ইলাস্ট্রেশন বা আর্ট।

বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিক ডিজাইন তৈরিতে এর ব্যবহার বেশি, শিল্পকর্ম সৃষ্টিতেও ভেক্টর আর্টের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। মার্কেটিং ও বিজ্ঞাপন তৈরিতে ভেক্টর আর্ট বহুল ব্যবহৃত। এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের জন্য ফটোকার্ড তৈরি এবং ওয়েবসাইট ডিজাইনেও দৃষ্টিনন্দন ভেক্টর আর্ট ব্যবহৃত হয়। ভেক্টর আর্টের একটি বড় সুবিধা, ছবির মান নষ্ট না করেই ইচ্ছামতো ছোট বা বড় করা যায়।

ফলে ব্যানার বা পোস্টার তৈরিতে ভেক্টর আর্ট অপরিহার্য। সফটওয়্যার ও ওয়েবসাইটের ইন্টারফেস ও আইকন তৈরিতেও ভেক্টর আর্ট সমাদৃত।

ডিজিটাল পেইন্টিং রংতুলি আর ক্যানভাসের ডিজিটাল সংস্করণ ব্যবহার করে চিত্রকর্ম তৈরি করেন অনেক শিল্পী। জলরং, তেল বা রেখাচিত্র;সব কিছুই করা যায় ডিজিটালি। ডিজিটাল ক্যানভাসে আঁকার বড় সুবিধা হলো ভুল ঠিক করা সহজ, পাশাপাশি রং বা ক্যানভাস কেনার প্রয়োজনীয়তা নেই।

শিল্পকর্মগুলো সংরক্ষণেও বাড়তি জায়গার দরকার হয় না। ফলে শিল্পীদের মধ্যে ডিজিটাল পেইন্টিংয়ের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ওয়েবসাইট বা অন্যান্য ভার্চুয়াল স্পেস সাজানোর পাশাপাশি অনেক শিল্পী ডিজিটাল পেইন্টিং বা স্কেচের প্রিন্টও বিক্রি করেন। বাস্তব ক্যানভাসে আঁকার দক্ষতা বাড়ানোর জন্যও প্র্যাকটিস করতে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করেন কেউ কেউ।

থ্রিডি মডেলিং থ্রিডি আর্টের প্রথম ধাপ মডেল তৈরি। মডেলের সঙ্গে ভিজ্যুয়াল ইফেক্ট জুড়ে তৈরি হয় সব ধরনের থ্রিডি গ্রাফিকস, সেটা হতে পারে খুব সাধারণ প্রডাক্ট শোকেস থেকে শুরু করে বিলিয়ন ডলার বাজেটের ভিডিও গেম। ভাস্কর্য তৈরি আর থ্রিডি মডেলিংয়ের কার্যপ্রণালী অনেকটা একইরকম। প্রতিটি মডেল শুরু হয় একটি কিউব বা স্ফিয়ার থেকে। এর সঙ্গে নতুন অংশ জোড়া দিয়ে অথবা সেটা টেনে নতুন আকার দিয়ে ধীরে ধীরে তৈরি করা হয় পূর্ণাঙ্গ মডেল। একে বলা হয় মেশ বা কার্ভ মডেলিং। ভেক্টর আর্টের মতো থ্রিডি মডেলও প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট-বড় করা যায়। বেশির ভাগ থ্রিডি মডেল তৈরিতে রেফারেন্স ছবি ব্যবহার করেন শিল্পী, তবে এখন থ্রিডি স্ক্যানিং প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে প্রাথমিক একটি মডেল তৈরি করে এরপর সেটি পরিমার্জন করার মাধ্যমে মডেলিং করাই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

সফটওয়্যার

ওয়েবসেবা ক্যানভা টুডি গ্রাফিকস শিল্পীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। বিশেষত সফটওয়্যার ইন্টারফেস, ওয়েবসাইট ডিজাইন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের জন্য ফটোকার্ড তৈরি এবং নানা বিজ্ঞাপন তৈরিতে এটি বহুল ব্যবহৃত। ভেক্টর গ্রাফিকস তৈরির জন্য ইলাস্ট্রেটর ও ইংকস্কেপ, থ্রিডি মডেলিংয়ের জন্য ব্লেন্ডার ও অটোডেস্ক মায়া এবং ডিজিটাল পেইন্টিং করার জন্য আডবি ফটোশপ, ক্রিতা ও প্রোক্রিয়েটের মতো সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অ্যাফিনিটির তৈরি ডিজাইনার, ফটো ও পাবলিশার সফটওয়্যারগুলো ধীরে ধীরে আডবির সফটওয়্যারের বিকল্প হয়ে উঠছে।

হার্ডওয়্যার

ডিজিটাল আর্ট নিয়ে কাজ করার জন্য কিছুটা শক্তিশালী হার্ডওয়্যার প্রয়োজন। টুডি আর্ট করতে চাইলে প্রয়োজন গ্রাফিকস ট্যাবলেট। ডিজিটাল ক্যানভাসে আঁকার জন্য এই হার্ডওয়্যারে আছে টাচপ্যাড ও ডিজিটাল কলম। ডিজিটাল পেইন্টিংয়ের জন্য গ্রাফিকস ট্যাবলেট অপরিহার্য, ভেক্টর ইলাস্ট্রেশন করার জন্যও এটি খুবই কাজের। গ্রাফিকস ট্যাবলেট বাজারে সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ড ওয়াকম, তবে এ প্রতিষ্ঠানের হার্ডওয়্যারের মূল্য প্রায় সাত হাজার টাকা থেকে শুরু। কম বাজেটে কাজ শুরু করতে চাইলে হুইয়নের গ্রাফিকস ট্যাবলেটগুলোও খুবই কাজের, দামও কম, আড়াই হাজার টাকা থেকে শুরু।

প্রতিটি ডিজিটাল আর্ট সফটওয়্যার চালনার জন্য অনেক র‍্যাম এবং শক্তিশালী প্রসেসর প্রয়োজন। তাই অন্তত ৬ কোরের আধুনিক প্রসেসর এবং ১৬ জিবি র‍্যাম পিসিতে থাকতে হবে। যারা থ্রিডি মডেলিং নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী তাদের পিসিতে আলাদা গ্রাফিকস কার্ডও প্রয়োজন।

আঁকাআঁকির জন্য আইপ্যাড খুবই জনপ্রিয়। উজ্জ্বল ও কালার অ্যাকুরেট ডিসপ্লে, নিখুঁত ডিজিটাল পেন এবং শক্তিশালী হার্ডওয়্যারের পাশাপাশি আডবি ও অ্যাফিনিটি দুই প্রতিষ্ঠানের পুরো সফটওয়্যার স্যুট এবং প্রোক্রিয়েটের মতো চমৎকার সফটওয়্যারের কারণেই জনপ্রিয় আইপ্যাড ও অ্যাপল পেনসিল।

আর্ট তুলে ধরার উপায়

ডিজিটাল শিল্পকর্ম তুলে ধরার জন্য পোর্টফোলিও তৈরি করা জরুরি। ওয়েবসাইট ডিজাইন বা বিজ্ঞাপনের জন্য ভেক্টর ইলাস্ট্রেশনের পোর্টফোলিও তৈরিতে জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম বিহান্স। নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরি করেও কাজের শোকেস তৈরি করা যেতে পারে। ডিজিটাল পেইন্টিংয়ের জন্য বিহান্সের পাশাপাশি আর্টস্টেশনও জনপ্রিয়। যারা শুধু নির্দিষ্ট কাজের জন্য নয়, বরং নিজের শৈল্পিকতা তুলে ধরতে চায় তাদের জন্য আর্টস্টেশন আদর্শ। থ্রিডি মডেলিংয়ের জন্য পোর্টফোলিও তৈরি একটু জটিল। মডেলের রেন্ডার করা ছবি বিহান্স বা আর্টস্টেশনে আপলোড করার পাশাপাশি মডেল তৈরি এবং তার শোকেসের ওপর তৈরি ছোট ভিডিও ইউটিউবে আপলোড করা উচিত। অনেক থ্রিডি আর্টিস্ট কার্বনমেড ওয়েবসাইটটিতে মডেল আপলোড করেন। পোর্টফোলিও তৈরির পর অবশ্যই তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করা উচিত। পিন্টারেস্ট বা রেডিটের মতো ফোরামেও আপলোড করে অনেকে।

কাজের ধরন

বিজ্ঞাপন সংস্থা, পণ্য প্রস্তুতকারী ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, প্রকাশনী থেকে শুরু করে গণমাধ্যম;প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই আছে ডিজিটাল আর্টিস্টের প্রয়োজনীয়তা। বিভিন্ন ফ্রিল্যান্স কাজের প্ল্যাটফর্মেও ডিজিটাল আর্টিস্টদের জন্য কাজের অভাব নেই। সব ক্ষেত্রেই পোর্টফোলিও তৈরি সবচেয়ে জরুরি। ভেক্টর ইলাস্ট্রেশনের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ, ব্যবহারের ক্ষেত্রও অনেক।

ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইনারদের কদর প্রতিনিয়ত বাড়ছে, ওয়েবসাইটের জন্য থিম তৈরিতেও ভেক্টর ইলাস্ট্রেশন প্রয়োজন। থ্রিডি মডেল ব্যবহার করে ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস এবং ভিডিও গেম তৈরিত হয়। তবে এ ধরনের কাজের সুযোগ কিছুটা কম। বেশির ভাগ সময় থ্রিডি মডেল তৈরির জন্য খণ্ডকালীন নিয়োগ দেওয়া হয়, অর্থাৎ ফ্রিল্যান্স প্ল্যাটফর্মেই কাজ পাওয়া যাবে বেশি। ডিজিটাল পেইন্টিংয়ের বিক্রি অথবা পেইন্টিংয়ের জন্য কমিশন খুঁজে পাওয়ার সেরা মাধ্যমও অনলাইন ফ্রিল্যান্স প্ল্যাটফর্ম।

ডিজিটাল আর্ট বিক্রির জন্য বেশ কিছু অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আছে। সেখানে পোর্টফোলিওর সব ডিজাইন আপলোড করলে ক্রেতারা যেকোনো সময় কিনতে পারবে। তবে বেশির ভাগ শিল্পী একে উপরি রোজগারের পথ হিসেবে ব্যবহার করেন।

উচ্চারণ বদলে দেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

গ্রাহককে বিভিন্ন সেবা দেওয়ার জন্য পশ্চিমা বিশ্বের প্রতিষ্ঠানগুলো কল সেন্টার স্থাপন করে ভিন্ন দেশে। ফলে যাঁদের মূল ভাষা ইংরেজি নয়, সেসব ব্যক্তিও গ্রাহকসেবা দিচ্ছেন ইংরেজিতে। অনেক সময় তাঁদের উচ্চারণজনিত পার্থক্যের কারণে সেবায় সন্তুষ্ট হন না গ্রাহক। এই সমস্যার সমাধানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের উপায় বের করতে কাজ করছে স্টার্টাপ সানাস।

বক্তার কণ্ঠস্বর, আবেগ ও ব্যক্তিত্ব ঠিকঠাক রেখে তাদের উচ্চারণের অসামঞ্জস্যতা ঠিক করে দেওয়ার এআই তৈরি করেছে তারা।

প্রতিটি ইংরেজি শব্দের আদর্শ উচ্চারণের সঙ্গে বক্তার উচ্চারণে কতটুকু পার্থক্য আছে, তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাজ করে এই সফটওয়্যার। আন্তর্জাতিক কল সেন্টার কর্মীর উচ্চারণ বোঝা কঠিন হতে পারে গ্রাহকের জন্য। ফলে গ্রাহক তাঁদের কথা বুঝতে পারেন না, কথোপকথন চালিয়ে যেতে অস্বস্তিতে ভোগেন। সানাসের প্রযুক্তিটি এই সমস্যার সমাধান তৈরি করেছে। দুই পক্ষের উচ্চারণকেই একই আদর্শ উচ্চারণে পরিণত করে কথোপকথন চালানো সহজ হবে এতে। ফলে আন্তর্জাতিক কল সেন্টারের প্রতি গ্রাহকের বিরূপ মনোভাব কমে আসবে, এটাই তাদের আশা।

ম্যাক্সিম সেরেব্রিয়াকভ, শন ঝাং ও আন্দ্রেস সডেরির হাত ধরে শুরু সানাসের পথচলা।

তাঁরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছিলেন, সে সময়ে তাঁদের এক নিকারাগুয়া অধিবাসী বন্ধু কাজ করতেন কল সেন্টারে। তিনি কর্মক্ষেত্রে তাঁর ইংরেজি উচ্চারণের জন্য বৈষম্যের শিকার হতেন। তাঁর সেসব অভিজ্ঞতা শুনেই ম্যাক্স ও শন সিদ্ধান্ত নেন, এর সমাধান করতে হবে।

উচ্চারণভিত্তিক বৈষম্য কমানোতে এআই কাজে লাগানো যাবে, তখনই তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। ভাষাগত বৈষম্য কমাতে পারলে বৈশ্বিক যোগাযোগও হবে আরো সহজ।

আজ তাঁদের আবিষ্কার পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করছে বিশ্বের ৫০টিরও বেশি কম্পানি। এর মধ্যে আছে স্বাস্থ্যসেবা, লজিস্টিকস এবং হার্ডওয়্যার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান।

তবে প্রযুক্তিটি জন্ম দিয়েছে বেশ কিছু বিতর্কের। বৈষম্যরোধের ওপর চালানো বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে, সব ব্যক্তিকে আদর্শ উচ্চারণে বাধ্য করার চেয়ে বরং উচ্চারণগত পার্থক্যের প্রতি অভ্যস্ততা তৈরিই বৈষম্য কমাতে বেশি সহায়ক। পাশাপাশি সমালোচকরা বলছেন, এ ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহারে উল্টো ভাষাগত বৈচিত্র্য কমে যেতে পারে। তবে এ ধরনের বিতর্কের পরও কম্পানিটি তহবিল সংগ্রহে বাধার সম্মুখীন হয়নি। নিজেদের মূলধনের পাশাপাশি এখন পর্যন্ত তারা ছয় কোটি ৫০ লাখ ডলার বিনিয়োগ সংগ্রহ করেছে। ফলে সানাসের বর্তমান বাজারমূল্য দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটি ডলারেরও বেশি। সানাসের বর্তমান মূলধন মোট ১০ কোটি ডলারের ওপর। প্রতিষ্ঠানটির সিইও নারায়ণ জানিয়েছেন, এই তহবিল ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানটি উন্নততর স্পিচ টু স্পিচ অ্যালগরিদম তৈরি করবে, নতুন অঞ্চলে কার্যক্রম সম্প্রসারিত করবে এবং স্বাস্থ্যসেবা ও খুচরা বিক্রয়সহ বিভিন্ন খাতে নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে। বিশ্লেষকদের ধারণা, ২০২৭ সালের মধ্যে এর বাজারমূল্য ২৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। এর মধ্যে গ্রাহকসেবা খাতেই এর ব্যবহার হবে সবচেয়ে বেশি।

দোল খেলতে গিয়ে মোবাইলে জল ঢুকে গিয়েছে? চিন্তা নেই এটি করলেই চালু হবে ফোন

হোলি খেলতে গিয়ে একটু আধটু বেসামাল হয়ে পড়েন কম বেশি প্রায় সকলেই। তবে আপনার আনন্দ উৎসব নিমেষে ফিকে হয়ে যেতে পারে, যদি হাতের মোবাইল ফোনটি ভিজে যায় বা জলে পড়ে যায়। সেক্ষেত্রে বড় ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন আপনিও। তবে চিন্তার কারণ নেই। কয়েকটি নিয়ম মানলে ভেজা ফোনকেও সচল করতে পারবেন আপনি। কী ভাবে জানেন?

১। ফোন ভিজে গেলে, প্রথমেই করণীয় হল তাৎক্ষণিকভাবে তা বন্ধ করে দেওয়া। এতে শর্ট সার্কিটের ঝুঁকি কমে।

২। এরপর, ফোনের কভার, সিম কার্ড এবং মেমোরি কার্ড খুলে একপাশে রাখুন যাতে ভেতরে থাকা জল দ্রুত শুকিয়ে যায়।

৩। ফোনটি পরিষ্কার এবং শুকনো কাপড় দিয়ে আলতো করে মুছে ফেলুন যাতে ভেতরে জমে থাকা জল দূর হয়। যদি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার থাকে, তাহলে তা দিয়ে ফোন থেকে জল বার করতে পারেন। তবে হেয়ার ড্রায়ার ব্যবহার করবেন না, কারণ গরম হাওয়া ফোনের সার্কিটগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

৪। ফোন চালের মধ্যে ২৪-৪৮ ঘন্টা রাখুন যাতে ভেতরের জল শুষে নেয়। সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে ফোনটি চালু করার চেষ্টা করুন। এর পরেও যদি ফোন চালু না হয়, তাহলে সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যান।

৫। যদি ফোনের স্পিকারের ফুটোতে রঙ ঢুকে যায়, তাহলে একটি কটন বাড দিয়ে এটি পরিষ্কার করতে পারেন।

শেষ হচ্ছে স্কাইপ অধ্যায়

মাইক্রোসফট ঘোষণা দিয়েছে, এ বছরের ৫ মে বন্ধ হয়ে যাবে স্কাইপ। ইন্টারনেটের মাধ্যমে অডিও-ভিডিও কল করার এই সেবাটি ২০০৫ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সেবাটি প্রথম চালু হয়েছিল ২০০৩ সালে। ভিডিও কলে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রথম প্ল্যাটফর্ম ছিল এটি।

এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশনের মাধ্যমে অত্যন্ত সুরক্ষিতভাবে মেসেজ আদান-প্রদান, ভিডিও কল ও গ্রুপ কল করার সুবিধা পাওয়া যেত। সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য এনক্রিপশনযুক্ত যোগাযোগ মাধ্যম ছিল এটিই প্রথম। হ্যাকারদের জন্য স্কাইপে পাঠানো মেসেজ পড়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। এরপর ২০১১ সালে স্কাইপকে কিনে নেয় মাইক্রোসফট।

এর পর থেকেই সেবাটির জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করে। বর্তমানে স্কাইপের গোপনীয়তা নীতি বেশ প্রশ্নবিদ্ধ। ব্যবহারকারীদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি ও তথ্য চুরির অভিযোগ উঠেছে। তাই মাইক্রোসফটও স্কাইপ বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে।

ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকল কাজে লাগিয়ে তৈরি পরিষেবা স্কাইপ। শুরুতে এটি ব্যবহার করত পিয়ার টু পিয়ার সিস্টেম। তখন কেন্দ্রীয় সার্ভারের ওপর নির্ভর না করে ব্যবহারকারীদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ তৈরি হতো, যা পুরোপুরি এনক্রিপ্টেড। এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশনে শুধু মেসেজ আদান-প্রদানকারীরাই মেসেজ দেখতে পারেন। স্কাইপ কর্তৃপক্ষও এই মেসেজ দেখতে পারে না।

আজ প্রায় সব মেসেঞ্জার অ্যাপই ব্যবহার করে এনক্রিপশন, যার শুরুটা করেছিল স্কাইপ। তবে পিয়ার টু পিয়ার সিস্টেম ধীরে ধীরে বন্ধ করে সার্ভারভিত্তিক যোগাযোগব্যবস্থা ব্যবহার করতে শুরু করে এই সেবা, যদিও এনক্রিপশন সিস্টেম অটুট ছিল।

কয়েক বছর ধরেই স্কাইপের সুরক্ষা নিয়ে সন্দেহের গুঞ্জন চলছে। বিভিন্ন দেশের সরকার স্কাইপ ব্যবহারকারীদের ওপর নজরদারি করার বিভিন্ন উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে। যেমন;ইতালীয় সরকার স্কাইপের এনক্রিপশন ভাঙার উপায় বের করার জন্য প্রজেক্ট হাতে নিয়েছিল প্রায় দেড় দশক আগেই। ২০০৮ সালে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজিটাল অধিকার গবেষণা দল আবিষ্কার করে, চীনা গুপ্তচররা আড়ি পাতার জন্য স্কাইপের একটি পরিবর্তিত সংস্করণ ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া এডওয়ার্ড স্নোডেনের ফাঁস করা গোপন নথি থেকে জানা যায়, মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে কল ও মেসেজ সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছে স্কাইপের মালিক মাইক্রোসফট।

মিসরীয় বিপ্লবের সময় ২০১২ সালের ৫ মার্চ ভোরে কায়রোতে অবস্থিত স্টেট সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনস (এসএসআই) সার্ভিসের গোপন সদর দপ্তরে তল্লাশি চালায় মিসরীয় বিপ্লবীরা। সেখান থেকে উদ্ধার করা নথিপত্রে প্রথম জানা যায় ফিনফিশার নামের এক সফটওয়্যারের কথা। এটি ব্রিটিশ-জার্মান কম্পানি গামা ইন্টারন্যাশনালের তৈরি। ই-মেইল হ্যাক, অন্যান্য ডিভাইসে স্পাইওয়্যার আপলোড করা, ডিভাইসের সব ধরনের যোগাযোগ ট্র্যাক করা, এমনকি এর মাধ্যমে নেওয়া যায় ডিভাইসটির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল, এটি দিয়ে স্কাইপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা যেত। এটিই স্কাইপ হ্যাকের প্রথম অকাট্য প্রমাণ।

স্কাইপ বন্ধের খবরে অনেক ব্যবহারকারীই বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। বেশির ভাগ ব্যবহারকারী একে তথ্য-প্রযুক্তি ইতিহাসের বড় অধ্যায়ের শেষ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এই সেবা ব্যবহারের স্মৃতিচারণা করেছেন অনেকেই।

এখনো তিন কোটি ৬০ লাখেরও বেশি ব্যবহারকারী নিয়মিত স্কাইপ ব্যবহার করেন। সেবাটি বন্ধ হয়ে গেলে একই অ্যাকাউন্ট দিয়ে তাঁরা মাইক্রোসফট টিমসে লগইন করতে পারবেন। এর সব সেবাই পাওয়া যাবে টিমসে। অবশ্য বহুদিন ধরেই প্রযুক্তি বিশ্লেষকরা ধারণা করছিলেন, স্কাইপ বন্ধ করে টিমসকেই একমাত্র মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে চালু রাখবে মাইক্রোসফট। কেননা একই প্রতিষ্ঠানের দুই প্ল্যাটফর্মে একই সেবা পরিচালনা করা শুধুই সময় ও অর্থের অপচয়।